গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-১৪

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সার্বিক উন্নয়নে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়' হিসেবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জ্বালানি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান নিয়ামক হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে দেশের কাংক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জ্বালানি সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের প্রধান জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কৃষি খাতে সেচ মওসুমসহ সারা বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ সমাপ্ত হলে জ্বালানি সরবরাহের বৈষম্য অনেকাংশে দূর হবে বলে আশা করা যায়।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাক্ষরিত/-

(নসরুল হামিদ, এমপি)

বাণী

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকান্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে প্রতিবেদন প্রকাশ একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশা করি, প্রতিবেদনে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্যের প্রতিফলন ঘটবে এবং দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

জ্বালানি একটি দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামগ্রিক উন্নয়নে জ্বালানি সেক্টরের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের মজুদ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে, এ খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বাক্ষরিত/-
০৬-১০-২০১৫
(মোঃ আবুবকর সিদ্দিক)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের গঠন ও কার্যবণ্টন	
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ	
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর কার্যক্রম	
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)-এর কার্যক্রম	
হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর কার্যক্রম	
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)-এর কার্যক্রম	
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম	
বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর কার্যক্রম	

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যবণ্টন

দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে খনিজ সম্পদের সুশৃঙ্খল উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অধিকতর দক্ষতার সাথে এ সংশ্লিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির নিমিত্ত সরকার ১৯৯৮ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নামে পুনর্গঠন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) সংশোধনক্রমে নিম্নরূপভাবে নবগঠিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যবণ্টন করেনঃ

১. পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সকল বিষয় ও নীতি;

২. পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ছাড়া অন্যান্য সকল খনিজ সম্পদ সংক্রান্তনীতি;

৩. পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সাধারণ নীতি (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক);

৪. ১৯৭৪ সালের পেট্রোলিয়াম অর্ডিন্যান্স (১৯৭৪ এর ১৬ নং আইন) এবং বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস এন্ড মিনারেল অর্ডিন্যান্সে (১৯৮৬ সালের ১১ নং আইন) বর্ণিত বিষয়াদি-যেখানে সরকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে;

৫. বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অর্ডার ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং-১২০) [বর্তমানে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনে (পেট্রোবাংলা) একীভূত] এ উল্লিখিত বিষয়াদি-যেখানে সরকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে;

৬. ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংক্রান্ত প্রশাসন, পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি;

৭. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল বিষয়;

৮. নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে অন্য যে কোন বিষয় ঃ

   ক. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)

   খ. বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

   গ. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

   ঘ. বিস্ফোরক পরিদপ্তর

   ঙ. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)

   চ. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৯. এ বিভাগে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

১০. এ বিভাগ ও অধীনস্থ সকল সংযুক্ত দপ্তর/করপোরেশন/অফিসের বাজেট এবং সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ;

১১. এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান;

১২. আদালতের আদায়যোগ্য অর্থ ব্যতীত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ফি;

১৩. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং চুক্তি সংক্রান্ত সকল বিষয়।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/অধিদপ্তর/কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

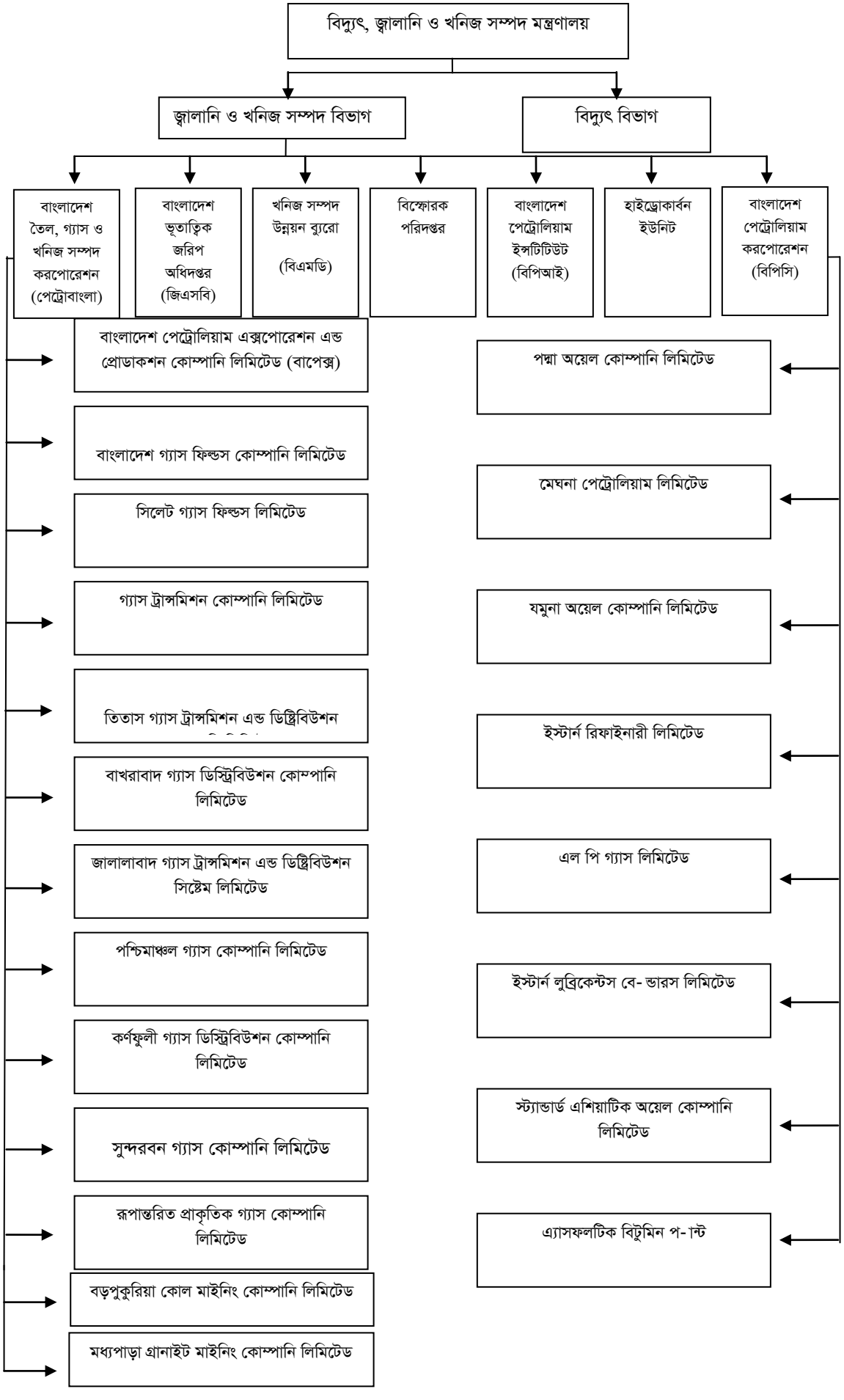

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১০-২০১৪ মেয়াদে কার্যাবলী ঃ

আইন ও বিধি প্রণয়ন ঃ

গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়ন ঃ

২০০৯-২০১৩ সময়ে গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়নের ফলে গ্যাস চুরি, মিটার বাইপাস, অবৈধ সংযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন ঃ

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯৮ এর ৪ ধারার ক্ষমতাবলে "খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২" প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে খনি ও কোয়ারী ইজারা এবং অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন ঃ

গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিল গঠনের মূল লক্ষ্য হলো গ্যাস সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগ কমিয়ে নিজস্ব তহবিল দ্বারা পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। ০১ আগস্ট, ২০০৯ তারিখ হতে এ তহবিলে অর্থ আহরণ শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেটে এ তহবিলের অনুকূলে ৭৮.০০ কোটি টাকা, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৪৮.২১ কোটি টাকা এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬৬৩.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিলের অর্থ বিশেষ করে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন এবং সঞ্চালন/বিতরণের জন্য সংযোগ পাইপলাইন নির্মাণে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে। এ প্রেক্ষিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে Bangladesh Infrastucture Finance Fund (BIFF) নামে একটি তহবিল গঠিত হয়েছে। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়ন কাজে প্রয়োজনে এই তহবিল ব্যবহার করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়ন ঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন ঃ

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে জাতীয় জ্বালানির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নির্দেশনামতে ১৯৭৫ সালের ০৯ আগস্ট তৎকালীন বিদেশী তেল কোম্পানি 'শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড' এর মালিকানাধীন দেশের ৫টি বৃহৎ গ্যাস ফিল্ড যথাঃ- তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ বাংলাদেশ সরকার মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা ১৭.৮৬ কোটি টাকায় ক্রয় করে। এ নাম মাত্র মূল্যে ক্রয়কৃত গ্যাসক্ষেত্রে মজুদ গ্যাসের বর্তমান মূল্য প্রায় ১,৬৫,০০০ কোটি টাকা। বিষয়টি মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অবহিতকরণের জন্য ০৯/০৮/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে প্রতিবছর ০৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিবছর 'খ' শ্রেণিভূক্ত দিবস'র মর্যাদায় "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস" মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ

পেট্রোবাংলার পরিচিতি ঃ

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করপোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১-কে বাতিল করে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ওজিডিসি) বিলুপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮ এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১৯৮৫ সালে ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই করপোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তৈল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশের অন্যতম জ্বালানি উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নের দায়িত্ব নিরলসভাবে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। পেট্রোবাংলা এর অধীন ১৩টি কোম্পানির মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরিচালন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সব কার্যক্রমের মধ্যে গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট/এনজিএল থেকে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন, এলপিজি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসেবে দেশে কয়লা আহরণ এবং নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে গ্রানাইট আহরণের কার্যক্রমে পেট্রোবাংলা নিয়োজিত। পেট্রোবাংলা'র আওতাধীন ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১টি অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি, ২টি উৎপাদন কোম্পানি, ১টি সঞ্চালন কোম্পানি, ৬টি বিতরণ কোম্পানি, ১টি রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি এবং ১টি কয়লা ও ১টি গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১২টি কোম্পানির ১০০% শেয়ার সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলা ধারণ করে। কেবলমাত্র গ্যাস বিপণন কার্যক্রমে নিয়োজিত তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেড-এর ৭৫% শেয়ার পেট্রোবাংলা ধারণ করে।

পেট্রোবাংলার দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

- তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- সরকারের নীতি অনুযায়ী তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তির (পিএসসি) অধীনে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পিএসসি কার্যাদির তদারকি, মনিটর ও সমন্বয়;
- আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের সমন্বয়, পরিকল্পনা ও তদারকি;
- দেশে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, জ্বালানি তেল এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বিপণন ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়;
- এ সেক্টরের উন্নযনের লক্ষ্যে খনি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

১৯৮৯ সালের জুলাই থেকে সরকার পেট্রোবাংলার একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে বাপেক্সের কার্যক্রম শুরু করার অনুমোদন প্রদান করে। পরবর্তীতে সরকার বাপেক্স এর কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ২৩ এপ্রিল ২০০২ সাল থেকে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনারও অনুমতি প্রদান করে। বাপেক্স এ পর্যন্ত ০৫ টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। বর্তমানে বাপেক্স সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত নির্ধারিত অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমের পাশাপাশি সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, **সেমুতাং**, শাহবাজপুর, শ্রীকাইল ও সুন্দলপুর গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গড়ে দৈনিক প্রায় ১১৫-১২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে। শাহবাজপুর কূপ থেকে উৎপাদিত গ্যাস পিডিবি-র ৩৪.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, সেমুতাং, শ্রীকাইল ও সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র হতে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। শীঘ্রই বেগমগঞ্জ-৩ ও রূপগঞ্জ-১ কূপ হতে আরও প্রায় ৩০-৩৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিদেশী কোম্পানির তুলনায় স্বল্প ব্যয়ে মাত্র দুই বছরে রশিদপুর, কৈলাশটিলা, সিলেট, তিতাস, বাখরাবাদ, সালদানদী ও ভোলা গ্যাসক্ষেত্রে এবং সুনেত্র ভূ-গঠনে মোট ১৯৩২ বর্গ কিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)-এর অর্থায়নে ২০১২-২০১৭ মাঠ মৌসূমে বাপেক্স এর নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্রসমূহে ১৯৫০ বর্গ কিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক সার্ভে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৮০০ লাইন কিলোমিটার ২ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করার জন্য ২টি প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে বাপেক্স এর ১০ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্যাজপ্রম-এর মাধ্যমে প্রায় ১০১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি উন্নয়ন কূপ খননের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে শ্রীকাইল-৩, সেমুতাং-৬, বেগমগঞ্জ-৩, শাহবাজপুর-৩ কূপ খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং শাহবাজপুর-৪ কূপ খননের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

বাপেক্স এর নিজস্ব অর্থায়নে ৭০.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ নং কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকায় ২০তলা ভিত্তিসহ ১৩তলা "বাপেক্স ভবন" নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে বাপেক্স এর নিজস্ব ভবন হতে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাপেক্স এর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাপেক্স'কে জ্বালানি পদক-২০১৪ প্রদান করা হয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও মূল্যায়ন, ভূ-কম্পন জরিপ (দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ), কূপ খনন ও ওয়ার্ক-ওভার, রিগ ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানান্তর, সংযোজন ও বিয়োজন, মাডলগিং ও মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, ওয়েল সিমেন্টিং, কূপ পরীক্ষণ, তৈল-গ্যাস ও শিলানমুনা বিশ্লেষণ, ভূতাত্ত্বিক/ভূ-পদার্থিক/খনন/তেল-গ্যাস উপাত্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, তৈল-গ্যাস মজুদ নির্ণয়, খনন ও খনন সংক্রান্ত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, গ্যাস উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ; এ ছাড়াও দেশী-বিদেশী তেল-গ্যাস উৎপাদন কোম্পানিকে ভূতাত্ত্বিক সেবা, ল্যাবরেটরি সার্ভিস, ভূ-কম্পন জরিপ, কূপ খনন স্থান চিহ্নিতকরণ, খনন ও ওয়ার্ক-ওভার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিশেষায়িত সেবা।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শেল অয়েল কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড করা হয়। শেল অয়েল কোম্পানি (পিএসওসি) ১৯৫৬ সালের ৩০ মে করাচীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬০ সাল হতে ১৯৬৭ সময়কালে বর্তমান বাংলাদেশে ৫টি গ্যাস ফিল্ড যথা ঃ রশিদপুর, কৈলাসটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ এবং বাখরাবাদ আবিস্কার করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিএসওসি-এর আবিস্কৃত ৫টি গ্যাস ফিল্ড মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড ষ্টার্লিং (১৭.৮৬ কোটি টাকা) মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভূক্ত করেন। এর মধ্যে প্রধানতম ০৩টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদসহ আরও ০৩টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ নরসিংদী, মেঘনা ও কামতা অর্থ্যাৎ সর্বমোট ০৬টি গ্যাস ফিল্ড বর্তমানে বিজিএফসিএল-এর পরিচালনাধীন রয়েছে। বিজিএফসিএল কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৯৪ (সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ। দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ এ প্রাকৃতিক গ্যাস-এর উত্তোলন এবং গ্যাসের সহজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে নিয়োজিত থেকে বিজিএফসিএল রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি এর উৎপাদনক্ষম ৫টি ফিল্ডের ৩৮টি কূপ থেকে বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮২০

মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করছে, যা দেশের মোট গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৩৫%। পাশাপাশি গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে জ্বালানি তেলের চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করছে। এছাড়া কোম্পানি সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ এবং আয়কর বাবদ সরকারী কোষাগারে বিপুল পরিমান রাজস্ব জমা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে পিপিএল/বিপিএল-এর সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে ৮ মে ১৯৮২ সালে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ১৯৯৬ সালে কোম্পানিটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি এবং পরিশোধিত মূলধন ৫১.৬৪ কোটি টাকার বিপরীতে শেয়ারের সংখ্যা ৫১,৬৩,৯৭৭টি যা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলার অধীন ন্যস্ত রয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। সিলেট (হরিপুর) এবং ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়।

বর্তমানে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীনে ৪টি উৎপাদনশীল গ্যাস ফিল্ড রয়েছেঃ সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার। ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে সিলেট (হরিপুর) ফিল্ডে ২টি, কৈলাশটিলা ফিল্ডে ৬টি, রশিদপুর ফিল্ডে ৪টি এবং বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ২টিসহ মোট ১৪টি গ্যাস কূপ থেকে দৈনিক গড়ে ৪.১৩৩১ মিলিয়ন ঘনমিটার (দৈনিক ১৪৫.৯৫৯১ মিলিয়ন ঘনফুট) হারে গ্যাস উৎপাদন করে তিতাস, জালালাবাদ, বাখরাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর অধিভূক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হয়। একই সাথে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে ন্যাচারাল গ্যাস লিক্যুইডস (এনজিএল) আহরণের পাশাপাশি উপজাত হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট আহরিত হয়। উক্ত কনডেনসেট বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন পাওয়া যায়। এ ছাড়া, শেভরন বাংলাদেশ-এর বিবিয়ানা ফিল্ড হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয় এবং পেট্রোলের অংশবিশেষ অকটেনে রূপান্তর করে বিপণন করা হচ্ছে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিরাট গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর জন্মলাভ করে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪″ ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পর ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান সাহেব-এর বাসায় প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি প্রগতিশীল জাতি ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হবার গৌরব অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনকি প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান এর অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তমান। ২০১৪ সালের ১৯ নভেম্বর তিতাস গ্যাসের ৫০ বছর পূর্তি হবে। কালের যাত্রা পথে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তিতাস গ্যাস তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। জ্বালানির বিকল্প উৎস হিসেবে গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ করে এর সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও প্রগতির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিতাস গ্যাস ৫০ বছরের পথ পেরিয়ে আসছে, এগিয়ে যাবে সামনের দিকে।

কোম্পানি গঠনের শুরু থেকে ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০%-এর মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ

সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার আওতায় একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা ।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলী এ কোম্পানির দায়িত্ব। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নরসিংদী, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

১৯৮০ সালের ৭ জুন তারিখে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল) গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব নিয়ে গ্যাস সেক্টরে একটি নতুন কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলা ও এর কোম্পানিসমূহের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ১৯৮৯ সালে বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডসহ কোম্পানির উৎপাদন কার্যক্রম বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ২০০৪ সালে কোম্পানির দু'টি প্রধান সঞ্চালন পাইপ লাইন জিটিসিএল এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলে বিজিডিসিএল এর প্রতিষ্ঠালগ্নের কার্যক্রম পরিবর্তিত হয়ে কোম্পানি মূলত একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানিতে পরিণত হয়।

অপরদিকে ১৭ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) এবং বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল)-কে পুনর্বিন্যাস করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)" এবং বৃহত্তর নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও টিজিটিডিসিএল-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নিয়ে "বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (মূল কোম্পানি) নামে দু'টি কোম্পানি গঠন করা হয়। সে আলোকে গত ৩০ জুন ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের বিশেষ সাধারণ সভায় কোম্পানির নাম "বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড" পরিবর্তন করে "বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" করা হয়।

গত ২ জুলাই ২০১১ তারিখে টিজিটিডিসিএল এবং বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এর মধ্যে ভেন্ডর'স এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। ভেন্ডর'স এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)-এর আওতাভুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আশুগঞ্জ এলাকা ২৬৮.২০ কোটি টাকার বিনিময়ে ১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর করে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদনকৃত গ্যাস, সঞ্চালন কোম্পানি জিটিসিএল- এর মাধ্যমে গ্রহণ করে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক (বিদ্যুৎ, সার, কেপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও আবাসিক) এর নিকট সরবরাহকরণ।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের ১১ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক (Rationalization) গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কোম্পানির সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদানুযায়ী কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিত করণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)" নামে স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই, ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর অধিভূক্ত এলাকায় অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এ গ্যাস পাইপ লাইন বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে উক্ত এলাকায় জনগনের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা। কেজিডিসিএল গ্রাহকগণের গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও সেবার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি দৈব দূর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং বিপন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগীতা প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে কোম্পানির পক্ষ হতে ৮ লক্ষ টাকা এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধি স্কুল, সিরাজগঞ্জ-কে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সুষ্ঠ বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক চাহিদার আলোকে গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে ও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কেজিডিসিএল অবদান রাখছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেটে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রথম আবিষ্কার ও বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। সিলেট অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমে পেট্রোবাংলার একটি প্রকল্প হিসেবে জালালাবাদ গ্যাসের কার্যক্রম শুরু হয় এবং পরবর্তীতে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে জালালাবাদ গ্যাস প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের অভিপ্রায়ে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প"-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প দু'টি ১৯৭৭ সালে একীভূত করার পর ১৯৭৮ সালে সিলেট শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্যাস সরবরাহের সূচনা করা হয়। সিলেট চা বাগান গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প-১, সুনামগঞ্জ শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প, কৈলাশটিলা-ছাতক পাইপলাইন প্রকল্প ও ছাতক শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সিলেট অঞ্চলে গ্যাস নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এবং ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর হতে কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড পেট্রোবাংলার অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়।

জালালাবাদ গ্যাস প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এর আওতাধীন সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে দেশের জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক ও শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, রাজস্ব ব্যায়ে উন্নয়নমূলক পাইপলাইন সম্প্রসারণ, পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে রাজশাহী বিভাগে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার সহায়ক ভূমিকা পালন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৃহস্থালীতে গ্যাস সংযোগ তথা এতদঅঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে আজ থেকে ১৫ বছর পূর্বে ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে জন্ম নিয়েছিল পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)। এরপর থেকেই পিজিসিএল-এর কার্যক্রম দিনে দিনে বিস্তৃত হতে থাকে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক ও শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, রাজস্ব ব্যায়ে উন্নয়নমূলক পাইপলাইন সম্প্রসারণ, পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব এ কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারী পয়েন্ট দ্বারা ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানিসমূহের অধিকারভুক্ত এলাকায় সর্বমোট ১৭৪১.০২ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৩.৬৭% বেশী। অপরদিকে উল্লেখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র এবং মুচাই কম্প্রেসর স্টেশন হতে ৫২৭.৩২ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৩৭.২১% কম।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

পরিবেশ বান্ধব, বায়ুদূষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ইং সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। একনজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

কোম্পানির নাম	ঃ	**রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড**
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	ঃ	০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা	ঃ	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, প-ট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২, খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯।
নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন	ঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
প্রশাসনিক দপ্তর	ঃ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)।
কোম্পানির ধরণ	ঃ	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
পরিশোধিত মূলধন	ঃ	টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)।
কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	১৮৬ (কর্মকর্তা-১১৭, কর্মচারী-৬৯) জন এবং ৮৫ জন ভাড়ায় নিয়োজিত কর্মচারী।
পরিচালকমন্ডলীর সংখ্যা	ঃ	০৯ জন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

- সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি।
- এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন।
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

ক্রঃ নং	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
১	কোম্পানির নাম	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড।
২	কোম্পানির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যা অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত হবে, তাতে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় শিল্প কারখানায় ও ইটভাটায় কয়লা সরবরাহ করা।
৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৫	পাবলিক লিঃ কোং হিসাবে নিবন্ধিত	৪ আগস্ট ১৯৯৮।
৬	কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮।
৭	কোম্পানির কার্যারম্ভের তারিখ (Date of Commencement)	৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮।
৮	কোম্পানির প্রধান কার্যালয়	চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৯	লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, ৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
১০	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ অক্টোবর ১৯৯৮।
১১	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০।
১২	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	০৭ (সাত) জন।
১৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	৩৫০ কোটি টাকা।
১৪	কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	৩১৫,৬৩,০৪,১০৫ টাকা (প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ৩১,৫৬,৩০,৪১১ টি শেয়ার)
১৫	বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)।
১৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের সমাপ্তি	জুন ২০০৫।
১৭	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদন	সেপ্টেম্বর ২০০৫।
১৮	কোম্পানির Website Address	www.bcmcl.org.bd

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যা অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত হবে, তাতে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১৩৮ মিটার গভীরতায় আবিস্কৃত কঠিন শিলা খনিটি উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এর মাধ্যমে টার্ণ-কী চুক্তির আওতায় বাস্তবায়িত হয়। খনির সামগ্রিক উন্নয়ন কাজে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকায়

২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারির মাধ্যমে খনি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটির কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হয়েছিল। বর্তমানে খনির শিলা উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে মেসার্স জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনর্সটিয়াম লিঃ এর সাথে এমএন্ডপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মেসার্স জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনর্সটিয়াম লিঃ দৈনিক ২ শিফটে খনির শিলা উত্তোলন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানো হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য ঃ

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত সংখ্যা		সর্বমোট
			কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১।	পেট্রোবাংলা	৬৫২	১৭২	২৪০	৪১২
২।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)	১৭৫৩	৩৯০	৪৩৯	৮২৯
৩।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ	১৩৯০	৩৬৭	৪৫৯	৮২৬
৪।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৯৪০	২৭৬	৩৩৮	৬১৪
৫।	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৩,৬২৯	১,০৮১	১,৩০৭	২,৩৮৮
৬।	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ	৯২০	৩৪০	২৫৯	৫৯৯
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৯৫৯	২৮১	৫১৪	৭৯৫
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৮৯৩	৩২৬	৪৩২	৭৫৮
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩০৭	১৩৬	২০	১৫৬
১০।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	৯০৭	৩৬৮	১৩৭	৫০৫
১১।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ	২৭৮	১১১	৩৯	১৫০
১২।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৭৬৬	৯৯	৫৪	১৫৩
১৩।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩৯৪	১১৭	১৫০	২৬৭
	সর্বমোট =	১৩,৭৮৮	৪,০৬৪	৪,৩৮৮	৮,৪৫২

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

পেট্রোবাংলা ঃ

গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের উৎপাদন চিত্র নিম্নের সারণীতে দেখানো হল ঃ

গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন চিত্র ঃ

গ্যাস (বিসিএফ)	৮২২.৯৭৬
কনডেনসেট (মেট্রিক টন)	৩৪১,৪২৪.৯২১
অকটেন (মেট্রিক টন)	৬,১৪৪.৫১৬
মোটর স্পিরিট (মেট্রিক টন)	৮২,৩১৫.১৬৫
এইচএসডি (মেট্রিক টন)	৬৫,১২১.৭৬০
কেরোসিন	২৫,৬২৬.০১৬

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে আরএডিপি বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে জুন, ২০১৩ মাসে অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ ঃ

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			জুন, ২০১৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দর বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
০১	আরএডিপিভুক্ত কর্মসূচী (১৬টি প্রকল্প)	১৭৪৮৭৯	১১৮০৬৮	৫৬৮১১	১৬৮৭১০.৯২ (৯৬.৪৭%)	১১৩৯৪৯.৩১ (৯৬.৫১%)	৫৪৭৬১.৬১ (৯৬.৩৯%)
০২	জেডিসিএফভুক্ত কর্মসূচী (১টি প্রকল্প)	১৯	১৯	০	২৬.১৩ (১৩৭.৫৩%)	২৬.১৩ (১৩৭.৫৩%)	০.০০ (০.০০%)
মোট ১৭টি প্রকল্প		১৭৪৮৯৮	১১৮০৮৭	৫৬৮১১	১৬৮৭৩৭.০৫ (৯৬.৪৮%)	১১৩৯৭৫.৪৪ (৯৬.৫২%)	৫৪৭৬১.৬১ (৯৬.৩৯%)

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের নিজস্ব তহবিলে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংশোধিত বার্ষিক বরাদ্দ অনুযায়ী জুন, ২০১৩ মাসে অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ ঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত বরাদ্দ			জুন, ২০১৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দর বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার)		
		মোট	নঃ বৈঃ মুঃ	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	নঃ বৈঃ মুঃ	স্থানীয় মুদ্রা
০৩	নিজস্ব কর্মসূচীভুক্ত (৯টি প্রকল্প)	৬৫৫৫২	৪০৩০	৬১৫২২	৫০৮৭০.৬২ (৭৭.৬০%)	৩২৮৫.২২ (৮১.৫২%)	৪৭৫৮৫.৪০ (৭৭.৩৫%)
০৪	জিডিএফভুক্ত কর্মসূচী (১৫টি প্রকল্প)	১১১৬৭০	৭৬৭৯৩	৩৪৮৭৭	৯২৫৩৭.৭৫ (৮২.৮৭%)	৪৩৮৪১.০৪ (৫৭.০৯%)	৪৮৬৯৬.৭১ (১৩৯.৬২%)

* ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের পেট্রোবাংলার অধীনে আরএডিপি ও জেডিসিএফভুক্ত ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার বিপরীতে মোট বরাদ্দ ১৭৪৮৯৮ লক্ষ টাকা এবং উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মোট ১৬৮৭৩৭.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৯৬.৪৮% আর্থিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

পিএসসি কার্যক্রম ঃ

➢ বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ ঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক উৎপাদন বন্টন চুক্তি (PSC) এর আওতায় দেশের সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ জন্য Model PSC 2012 প্রস্তুত করে অগভীর সমুদ্রাঞ্চলে (Shallow Sea) অবস্থিত ৯টি ব্লক এবং গভীর সমুদ্রাঞ্চলে (Deep Sea) অবস্থিত ৩টি ব্লকের জন্য বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ ঘোষণা করা হয়। এর আওতায় অগভীর সমুদ্রাঞ্চলের Blocks SS-04 and SS-09 এর জন্য ONGC-OIL এর সাথে ২টি এবং Block SS-11 এর জন্য Santos-KrisEnergy এর সাথে ১টি চুক্তি স্বক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭/১০/২০১৩ তারিখে পরিমার্জিত মডেল পিএসসি ২০১২ অনুসরণে গভীর সমুদ্রাঞ্চলে (Deep Sea) অবস্থিত ৩টি ব্লক (DS-12, DS-16 & DS-21) এর জন্য বিড আহবান করা হয়। ConocoPhillips-StatOil যৌথভাবে ৩টি ব্লকের জন্যই ৩টি বিড দাখিল করেছে যা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

➢ চলমান পিএসসি কার্যক্রম ঃ

পিএসসি'র অধীনে বর্তমানে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি ১০টি ব্লকের জন্য ০৮টি পিএসসি'র আওতায় তেল/গ্যাস অনুসন্ধান/উত্তোলনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে যার বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

➢ শেভরণ ঃ ২৬টি ১২ টি

ব্লক # ১২ এর আওতায় বর্তমানে শেভরন বিবিয়ানা গ্যাস উৎপাদন এলাকা পরিচালনা করছে। ২০০৮ সালে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল গড়ে দৈনিক প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। বিগত বৎসরগুলোতে বিভিন্ন কারিগরি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে প্রসেস প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে উক্ত ফিল্ড হতে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৭৭০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে।

২০০৯ সালে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস মজুদ পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। পুনর্মূল্যায়নকৃত গ্যাস মজুদের ভিত্তিতে বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র হতে অতিরিক্ত আরও প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করা সম্ভব হতে পারে এবং সে অনুযায়ী শেভরন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার আওতায় শেভরন সম্প্রতি নতুন ছয়টি উৎপাদন কূপ খনন সম্পন্ন করেছে। অতিরিক্ত আরও ৪-৬টি কূপ খননের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ব্লক # ১৪ এর অন্তর্ভুক্ত মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড ও সংলগ্ন এলাকায় ১৫০ বর্গ কিঃমিঃ ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ২০০৯ সালে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের আহরিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি আরও তিনটি উৎপাদন কূপ খনন করা হয়েছে। এ ফিল্ড হতে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৮৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে।

ব্লক # ১৩ এর অন্তর্ভুক্ত জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে দৈনিক ২২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন সম্ভব হলেও পাইপলাইনের সীমাবদ্ধতার কারণে উক্ত ফিল্ড হতে দৈনিক ১৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছিল। পাইপলাইনের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মুচাইতে কম্প্রেসর স্থাপন করা হয় যা ২০১২ সালে চালু হবার ফলে বর্তমানে এ ফিল্ড এর দৈনিক উৎপাদন ১৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট এ উন্নীত হয়েছে।

➢ স্যান্টোস ঃ

ব্লক # ১৬ তে স্যান্টোস পরিচালিত সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডের মওজুদ ফুরিয়ে আসার ফলে গ্যাস উৎপাদন হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। স্যান্টোস ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে ব্লক # ১৬ এর ম্যাগনামা ও সাউথ সাঙ্গু-এ ৩-ডি সাউসমিক সার্ভে সম্পন্ন করে। প্রাপ্ত সাইসমিক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের কাজ শেষে স্যান্টোস এ এলাকায় ৩টি কূপ (সাউথ সাঙ্গু-৪, নর্থ-ইস্ট সাঙ্গু এবং সাঙ্গু-১১) খনন করে। এর মধ্যে শুধুমাত্র সাঙ্গু-১১ এ সামান্য পরিমান গ্যাস পাওয়া যায়। অপরদিকে গ্যাস ক্ষেত্রটির উৎপাদনের সময়কাল দীর্ঘায়িত করার জন্য এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়ার লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপন করা হয় এবং Well Intervention কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বেশ কিছুদিন দৈনিক উৎপাদন ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট থাকার পর আগষ্ট ২০১৩ নাগাদ তা হ্রাস পেতে থাকে। সাঙ্গু ফিল্ড এর উৎপাদন আর্থ-কারিগরি বিবেচনায় অলাভজনক পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় এ ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন ১লা অক্টোবর ২০১৩ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়।

স্যান্টোস আগামী শুষ্ক মৌসুমে Block SS-11 এ সাইসমিক সার্ভে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

➢ টাল্লো ঃ

২০০৯ সালের প্রথম নাগাদ টাল্লো বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচালিত বাঙ্গুরা গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল দৈনিক ৭০ মিলিয়ন ঘনফুট যা বিগত বৎসরে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে বাঙ্গুরা গ্যাস ক্ষেত্র হতে প্রতিদিন গড়ে ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। ২০১০ সালের প্রথমার্ধে Hydrocarbon Dew Point System স্থাপন করার মাধ্যমে কনডেনসেট উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক ১৪০ ব্যারেল হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ ব্যারেল এ দাঁড়ায়। এ ছাড়া বাঙ্গুরা সাউথ এবং লালমাই এলাকার সংগৃহীত সাইসমিক উপাত্তের বিশেষায়িত বিশ্লেষণ চলছে। এ বিশ্লেষণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এ এলাকায় ভবিষ্যতে অনুসন্ধান কূপ খননের সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করা হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বাঙ্গুরা গ্যাস ক্ষেত্রের কূপসমূহে ওয়ার্কওভার করার ফলে উৎপাদন মাত্র ১১০ মিলিয়ন ঘনফুট বজায় রয়েছে। এ ছাড়া কূপসমূহের উৎপাদন অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

➢ কনোকোফিলিপস ঃ

অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০০৮ এর আওতায় সমুদ্রাঞ্চলে ৩টি ব্লকে গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ২টি আইওসি'র সাথে উৎপাদন বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যকর ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষমান ছিল। স্থলভাগের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় সমুদ্রাঞ্চলে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে এ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গভীর সমুদ্রের দুইটি ব্লকের (DS-08-10 & DS-08-11) জন্য কনোকোফিলিপস্-এর সাথে গত ১৬ জুন ২০০১ তারিখে আরো একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় কনোকোফিলিপস ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১২ সময়কালে উক্ত ব্লক দু'টিতে ২৬৮০ লাইন কিলোমিটার 2D সাইসমিক সার্ভে Acquisition কার্যক্রম সম্পন্ন করে করে। পরবর্তীতে এ ব্লক দুটি সম্পর্কে আরও ধারনা লাভের জন্য কনোকোফিলিপস মার্চ-এপ্রিল ২০১৩ সময়কালে ব্লক দু'টিতে অতিরিক্ত 2D সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করে। বর্তমানে Data Processing এবং Interpretation এর কার্যক্রম চলছে। Data Processing Ges Interpretation সম্পন্ন হলে উল্লেখিত ব্লকদ্বয়ের ভূ-গঠন (Structure) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। 2D সাইসমিক সার্ভের ইতিবাচক (Positive) ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ব্লক DS-08-10 এবং DS-08-11 এর উৎপাদন বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী কুপ খননের (Drilling) কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

➢ ওএনজিসি ভিদেশ ঃ

ওএনজিসি ভিদেশ আগামী শুষ্ক মৌসুমে Block SS-04 & SS-09 এ সাইসমিক সার্ভে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পেট্রোবাংলার উন্নয়নের কিছু তথ্য চিত্র

2nd

ব্লক এসএস-৪ ও এসএস-৯ এর পিএসসি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয়ের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর

০১-১২-২০১৩ তারিখে পেট্রোবাংলার বোর্ডরুমে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর-এর উপস্থিতিতে কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ১টি মূল্যায়ন তেল কূপ/উন্নয়ন কূপ (কৈলাশটিলা-৭) খনন প্রকল্পের ঠিকাদার হিসেবে বাপেক্সের সাথে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ-এর চুক্তি সম্পাদিত হয়।

3rd

ব্লক এস এস -১১ এর পিএসসি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

4th

এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণে টার্মশিট স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপেণ্ডারেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)ঃ

রূপগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার ঃ

ঢাকার অদুরে নারায়ণগঞ্জস্থ রূপগঞ্জে রূপগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের খনন কার্যক্রম ২৫-০২-২০১৪ তারিখে আরম্ভ হয়। সফল খনন শেষে গত ২১-০৬-২০১৪ তারিখে ডিএসটি'র মাধ্যমে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। এটি দেশের ২৬তম গ্যাস ক্ষেত্র। ডিএসটি কার্যক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এম.পি. ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ হোসেন মনসুর ও বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল বাকী উপস্থিত ছিলেন। শীঘ্রই কূপটি হতে জাতীয় গ্রীডে ১০-১৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

জাতীয় জ্বালানি পদক ২০১৪ ঃ

বাপেক্স এর কর্মতৎপরতা এবং গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কাজে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গত ৯ই আগষ্ট ২০১৪ তারিখে "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস" এ বাপেক্সকে জাতীয় "জ্বালানি পদক-২০১৪" প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানির সৃষ্টিলগ্ন হতে অদ্যাবধি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় জ্বালানি পদক অর্জন সম্ভব হয়েছে।

শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক (৩ডি) সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম ও শাহবাজপুর # ৩ নং কূপের খনন কার্যক্রমঃ

গত ১৬-০৫-২০১৪ তারিখে ভোলাস্থ চর বোরহান উদ্দীনে শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক (৩ডি) সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম ও গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর # ৩ নং কূপের খনন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি., বিশেষ অতিথি হিসাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এম.পি. এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ হোসেন মনসুর উপস্থিত ছিলেন। জুন ২০১৪ মাস পর্যন্ত শাহবাজপুর # ৩ নং কূপের ৩৬৫৬ মিঃ খনন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩০২ বর্গ কিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপের উপাত্ত সংগ্রহ (Data acquisition) সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাপেক্সের ২ডি সাইসমিক জরিপ ঃ

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "২ডি সাইসমিক সার্ভে অব বাপেক্স" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ ও খুলনা এলাকায় মোট ৩৫৮ লাইন কিলোমিটার উপাত্ত সংগ্রহ (Data acquisition) সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া, পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাস্তবায়িত "সাইসমিক সার্ভে ফর ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর কোল ডিপোজিট অ্যাট দীঘিপাড়া, দিনাজপুর" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দীঘিপাড়া কোল ফিল্ডে ১০০ লাইন কিলোমিটারের মাঠ পর্যায়ে ২ডি সাইসমিক জরিপের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ১২-০৭-২০১৪ পর্যন্ত মোট ১০২ লাইন কিলোমিটার উপাত্ত সংগ্রহ (Data acquisition) সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে Data Processing and Interpretation এর কাজ চলমান আছে।

সেমুতাং # ৬ নং কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন ঃ

বাপেক্সের ৫টি কূপ খনন প্রকল্পের আওতায় গ্যাজপ্রম কর্তৃক সেমুতাং # ৬ নং কূপের ৩০৩২ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সফলভাবে খনন সম্পন্ন হয়েছে। গত ১২-০৪-২০১৪ তারিখ থেকে এ কূপ হতে দৈনিক ৬ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমএসসিএফ) গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বাপেক্সের নতুন রিগ ক্রয় ঃ

বাপেক্সে চলমান খনন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করার জন্য ৪,৫০০.০০ (চার হাজার পাঁচশত) মিটারের অধিক খননক্ষম একটি আধুনিক ইলেকট্রিক্যাল রিগ ক্রয় করা হয়েছে। মোবারকপুর অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে রিগটির কমিশনিং এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

উৎপাদন কার্যক্রম ঃ

বাপেক্স এর ফেঞ্চুগঞ্জ ,সালদানদী, শাহবাজপুর, সেমুতাং ,শাহজাদপুর সুন্দলপুর, শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্র হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ ছয়টি কূপ হতে ৩৭৭৪৬.২২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ও ৩০৩৬.৭৫ হাজার লিটার কনডেনসেট উৎপাদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)ঃ

ফিল্ডসমূহের সার্বিক অবস্থা ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে ৫টি গ্যাস ফিল্ড উৎপাদনে ছিল এবং উৎপাদনক্ষম ৩৮টি কূপের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৭৮৯.১১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে মোট ২৮৮,০২৫.২০৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। উক্ত অর্থবছরে গ্যাসের উপজাত হিসেবে ১,৭৮,৮০৪ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফিল্ডের সার্বিক অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

ফিল্ডের নাম	উৎপাদনক্ষম কূপের সংখ্যা	প্রসেস প্ল্যান্টের সংখ্যা ও টাইপ	দৈনিক গড় উৎপাদন	
			গ্যাস	কনডেনসেট
তিতাস ফিল্ড	২২টি	৬টি গাইকল ডিহাইড্রেশন ও ৬টি এলটিএস টাইপ	৪৮৯ মিঃ ঘনফুট	৩৯১ ব্যারেল
হবিগঞ্জ ফিল্ড	০৭টি	৬টি গাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ	২২৩ মিঃ ঘনফুট	১১ ব্যারেল
বাখরাবাদ ফিল্ড	০৬টি	৪টি সিলিকাজেল টাইপ	৩৯ মিঃ ঘনফুট	১৫ ব্যারেল
নরসিংদী ফিল্ড	০২টি	১টি গাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ	২৮ মিঃ ঘনফুট	৫৬ ব্যারেল
মেঘনা ফিল্ড	০১টি	১টি এলটিএক্স টাইপ	১০ মিঃ ঘনফুট	১৮ ব্যারেল

উৎপাদন ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদনশীল কূপ হতে গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

গ্যাস ফিল্ড	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা	উৎপাদিত গ্যাস		উৎপাদিত কনডনসট (লিটার)
			(মিলিয়ন ঘনমিটার)	(মিলিয়ন ঘনফুট)	
তিতাস	২৩	২২	৫,০৫৭.১৫৬	১,৭৮,৫৯২.০৮২	২,২৬,৬৯,৯০২
হবিগঞ্জ	১১	০৭	২,৩০৭.৭৯১	৮১,৪৯৮.৯৮৪	৬,৪১,৯৮৮
বাখরাবাদ	০৯	০৬	৩৯৮.৮৩০	১৪,০৮৪.৫৭৩	৮,৪৫,৯৬৮
নরসিংদী	০২	০২	২৯৩.২৯০	১০,৩৫৭.৪৭২	৩২,৪৫,৯১০
মেঘনা	০১	০১	৯৮.৮৮৫	৩,৪৯২.০৯৬	১০,২১,৪২৫
মোট ঃ	**৪৬**	**৩৮**	**৮,১৫৫.৯৫২**	**২,৮৮,০২৫.২০৭**	**২,৮৪,২৫,১৯৩**

মজুদ ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ঃ

কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের সর্বশেষ জরিপ তথ্যানুযায়ী উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২.০০ বিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে গত ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৬,৮৩০.৯৭৩ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা হয়েছে যা উত্তোলনযোগ্য মোট মজুদের ৫৫.৭৫% ।

সাফল্য ঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণ তথা নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং আগামী দিনে গ্যাস সংকট মোকাবেলাসহ ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রায় ২৫৬৫.০০ কোটি টাকার মোট ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে তন্মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১টি, বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১টি ও জিডিএফ অর্থায়নে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

গৃহীত প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০১৩ সালে দৈনিক প্রায় ৬২ ও ২০১৪ সালে দৈনিক প্রায় ৪৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করতে অত্র কোম্পানি সমর্থ হয়েছে, যা হতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়পূর্বক জ্বালানি চাহিদার অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। কূপসমূহ হতে গ্যাস উৎপাদনের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

সাল	দৈনিক মোট গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	কূপের নাম	দৈনিক গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদন শুরুর সময়
২০১৩	৬২	তিতাস-১৭	২০	মার্চ, ২০১৩
		তিতাস-১৮	২০	আগস্ট, ২০১৩
		বাখরাবাদ-৯	১২	আগস্ট, ২০১৩
		তিতাস-২০	১০	অক্টোবর, ২০১৩
		তিতাস-২১	কূপটিতে সমস্যা দেখা দেওয়ায় গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে	ডিসেম্বর, ২০১৩
২০১৪	৪৩	তিতাস-২২	১১	মার্চ, ২০১৪
		তিতাস-১৯	১৫	জুন, ২০১৪
		তিতাস-২৭	১৭	এপ্রিল, ২০১৪

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)ঃ

এ অর্থ-বছরে কোম্পানির অধীন ৪টি গ্যাস ক্ষেত্র হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের পাশাপাশি গ্যাস উপজাত ৪০১৬২.৩১৮ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদন হয়েছে। এছাড়া, দেশের একমাত্র কৈলাশটিলায় স্থাপিত মলিকুলার সীভ টার্বো-এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে মোট ২৭৬৯৫ কিলোলিটার এনজিএল রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর এনজিএল ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়। উক্ত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

শেভরন বাংলাদেশ-এর বিবিয়ানা ফিল্ডের কনডেনসেট রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে বিভাজন করে পেট্রোল/অকটেন, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। আরসিএফপি, কৈলাশটিলা ও সিলেট (হরিপুর) ফিল্ডে বিদ্যমান ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে কনডেনসেট বিভাজন করে কোম্পানি এ অর্থ-বছরে প্রায় ৮৩৫৪১.৫৬২ কিলোলিটার পেট্রোল (সিলেট ও কৈলাশটিলা ফিল্ডের লাইট

কনডেনসেটসহ), ৩৮৫৫০.৭৯৭ কিলোলিটার ডিজেল, ৩০১৬১.৮২১ কিলোলিটার কেরোসিন ও ৬৮৭৮.৪৪৯ কিলোলিটার অকটেন উৎপাদন করেছে। উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে পেট্রোলিয়াম পণ্য যথাঃ পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, এনজিএল ও অকটেন উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি দেশীয় চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন ভ্যাট প্রদানকারী কোম্পানি হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্মাননাসূচক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)ঃ

১৯৬৮ সালে সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। এরপর থেকে বিগত চার দশকে কোম্পানির কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ যাবতকাল কোম্পানি নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করে আসছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চাহিদার তুলনায় গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানি ১২,৫০৫.৫০ কি.মি. পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে, যার মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নির্মিত ২৫২.২৮ কি.মি. পাইপলাইন অন্তর্ভুক্ত। ৩০ শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭,২২,৭১২ টি। কোম্পানির বাল্ক গ্রাহকদের মধ্যে ৩টি সার কারখানা, ৯ টি সরকারি এবং ২৫টি বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত।

গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ঃ

কোম্পানির বিপণন ব্যবস্থায় গ্যাসের চাহিদা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন ঘাটতি থাকায় পেট্রোবাংলার বরাদ্দ অনুসারে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৪,৬৩৮.৭১ ও ১৪,৪৯১.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার নির্ধারণ করা হয়। এর বিপরীতে প্রকৃত গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৪,৭৮৮.৯৯ ও ১৪,৭৩২.০৮ মিলিয়ন ঘনমিটার।

গ্যাস সরবরাহ এবং সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি ঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টি গ্যাস বিপণন কোম্পানি স্ব স্ব আওতাধীন এলাকায় পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের আঙ্গিনায় গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। এর মধ্যে অত্র কোম্পানি দেশে উৎপাদিত মোট গ্যাসের দুই-তৃতীয়াংশ বিপণন করছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কোম্পানির আওতাধীন বিপণন এলাকায় গ্যাসের দৈনিক চাহিদা প্রায় ২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুটের বিপরীতে গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল দৈনিক ১,৪৫০-১,৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। এতে দৈনিক প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে ঢাকা শহরসহ তিতাস অধিভুক্ত বেশ কিছু এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাসের স্বল্প চাপ সমস্যা পরিলক্ষিত হয় যা নিরসনে ডিআরএস (DRS) সমূহে বাই-পাস (By-Pass) ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা শহরের মিরপুর, মিরপুর ডিওএইচএস, যাত্রাবাড়ী, জুরাইন, মাতুয়াইল, মানিকনগর, কাফরুল,গেন্ডারিয়া, আগারগাঁও, জগন্নাথ সাহা রোড,লালবাগ, শের-ই-বাংলা নগর, পূর্ব বাড্ডা, কেরানীগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান নেটওয়ার্ক পরিবর্তন/পরিবর্ধন/মেরামতসহ বিভিন্ন ব্যাসের ২৯.৪০ কি. মি. পাইপলাইন স্থাপন করায় উক্ত এলাকাসমূহে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ ছাড়াও চলমান গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরে সারাদেশে Holiday Staggering কার্যক্রমের আওতায় সপ্তাহে এক-এক দিন এক-এক এলাকায় Interruptible শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির গ্রাহক আঙ্গিনায় গ্যাস ব্যবহার বন্ধ রাখা হয়েছে। CNG স্টেশনসমূহ প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা অব্যহত রয়েছে।

১৯৬৮ সালে সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। এরপর থেকে বিগত চার দশকে কোম্পানির কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ যাবতকাল কোম্পানি নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করে আসছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চাহিদার তুলনায় গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানি ১২,৫০৫.৫০ কি.মি. পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে, যার মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নির্মিত ২৫২.২৮ কি.মি. পাইপলাইন অন্তর্ভুক্ত। ৩০ শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭,৩৯,৬৯৫ টি। কোম্পানির বাল্ক গ্রাহকদের মধ্যে ৩টি সার কারখানা, ৯ টি সরকারি এবং ২৫টি বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)ঃ

গ্যাস ক্রয় ঃ ঃ বিজিএফসিএল, বাপেক্স, এসজিএফএল ও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহ (IOC) হতে মোট ৩০৫৯.১৪ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়েছে যার মূল্য ৮৩৫.৬০ কোটি টাকা।

সিস্টেম (লস)/গেইন ঃ আলোচ্য অর্থ-বছরে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ ৩০৫৯.১৪ এমএমসিএম এবং গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ৩১৪৩.৭৯ এমএমসিএম অর্থাৎ সিস্টেম গেইনের পরিমাণ ৮৪.৬৫ এমএমসিএম যা শতকরা হারে ২.৭৭%।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)ঃ

গ্যাস ক্রয়ঃ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কেজিডিসিএল কর্তৃক বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ২১৬৫.৪৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করা হয়েছে।

গ্যাস বিক্রয়ঃ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস বিক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা ২৬৯৫ মিলিয়ন ঘন মিটারের বিপরীতে ২৩৩৯.৬০ মিলিয়ন ঘন মিটার গ্যাস বিক্রয় হয়েছে। গ্যাস বিক্রয় বাবদ মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা ১৩৭৯.৪১ কোটি টাকার বিপরীতে গ্যাস বিক্রয় বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ১৫০২.৪০ কোটি টাকা।

গ্রাহক সংযোগঃ

কোম্পানির বিপনণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাজেটে ১টি বিদ্যুৎ, ৩৫টি শিল্প, ২০ ক্যাপটিভ পাওয়ার, ৬৫টি বাণিজ্যিক, ০৭টি সিএনজি, ০৩টি চা-বাগান এবং ৭০০০০ আবাসিক সংযোগসহ মোট সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭০১৩১টি। তবে বিরাজমান গ্যাস সংকটেও আবাসিক খাতে সরকারী নিষেধজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ার পর আবাসিক খাতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৭০১৭১ টি আবাসিক গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সর্বমোট ১০২৮৯৯টি আবাসিক সংযোগ প্রদান করা হয়।

৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিভূক্ত গ্রাহক সংযোগের বর্ণনা নিম্নের ছকে প্রদান করা হলঃ

গ্রাহক শ্রেনী	সংযোগ সংখ্যা
বিদ্যুৎ	০৫
সার	০৪
শিল্প	৯১৯
কেপটিভ পাওয়ার	১৬৩
বাণিজ্যিক	২৫৩০
মৌসুমী	--
চা-বাগান	০১
সিএনজি	৬৩
আবাসিক	৪৬৮৯১৮
মোটঃ	৪,৭২,৬০৩

গ্যাসের অপচয় রোধ এবং সঠিকভাবে মিটারিং করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কতিপয় বৃহৎ শিল্প গ্রাহকদের CMS এ Tele-Metering ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য Load intensive গ্রাহকদের CMS এও Tele-Metering ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) Load Intensive গ্রাহকগণের CMS এ Electronic Volume Corrector (EVC) যুক্ত মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৪৮ টি CNG গ্রাহক এবং ৪টি শিল্প গ্রাহকের আঙ্গিনায় EVC যুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং EVC যুক্ত CNG গ্রাহকদের বিলিং EVC-তে প্রাপ্ত রিডিং/ভোগের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রতি মাসে ন্যূনতম ২-বার EVC'র ডাটা Download করে গ্রাহকদের গ্যাস ভোগের যথার্থতা নিরূপন করা হচ্ছে।

(গ) আবাসিক খাতে গ্যাসের অবচয় রোধ তথা গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কল্পে জাইকার অর্থায়নে চট্টগ্রাম শহর এলাকায় কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য ৬০,০০০ টি প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা

হয়েছে। ECNEC কর্তৃক অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটির DPP পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। Energy Conservation-এর লক্ষ্যে শিল্প গ্রাহকগণকে তাদের বয়লার, জেনারেটর ও ফার্নেসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে।

ভিজিল্যান্স কার্যক্রম ঃ

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)-এর প্রতিষ্ঠার পর ২০১০ সালের জুলাই মাস হতেই অসাধু গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি ও অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে বিভিন্ন সময়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠনের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা শুরু করা হয় যার ফলে খেলাপি গ্রাহকদের বকেয়া আদায় ও অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদার করণের মাধ্যমে অত্র কোম্পানি গ্যাস সেক্টরে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ভিজিল্যান্স টিমের মাধ্যমে পরিচালিত উক্ত অভিযানে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হওয়ায় পরবর্তীতে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট গঠন করা হয়। অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমন্বয় ও কাজের গতিশীলতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অবৈধ গ্যাস সংযোগকারী ও বিল খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১টি কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স টিম, ৮টি অঞ্চলভিত্তিক ভিজিল্যান্স টিম, ২টি বিশেষ আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টিম ও ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট-এর পরিদর্শন টিমসহ মোট ১২টি টিমের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। ভিজিল্যান্স টিমের কার্যক্রমের আওতায় জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে মোট ৩,০১৬ জন গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শন করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভিজিল্যান্স টিম কর্তৃক ৬১০টি আবাসিক, ১৫৬৮টি বাণিজ্যিক,৭৪৭ টি শিল্প, ০৬ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ও ৮৫টি সিএনজিসহ সর্বমোট ৩,০১৬টি গ্রাহকের আঙ্গিনা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শনকালে বকেয়া বিল এবং অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ভিজিল্যান্স কর্তৃক ১০৯৪টি আবাসিক, ১১২টি বাণিজ্যিক, ৩৬টি শিল্প, ১০ টি সিএনজি, ও ২টি ক্যাপটিভ পাওয়ারসহ সর্বমোট ১২৫৪টি গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বর্ণিত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-এর নেতৃত্বে অবৈধ গ্যাস সংযোগকারী ১১জন ব্যক্তির আঙ্গিনা, আবাসিক সংযোগ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যবহারকারী ১জন গ্রাহকের আঙ্গিনা, রাইজার কর্তনে বাধা সৃষ্টিকারী ০৩, বিল খেলাপি ০১ ও গুচ্ছ সিলিন্ডার গ্যাস সরবরাহের দায়ে ০২ জনসহ সর্বমোট ০৬ জন গ্রাহকের আঙ্গিনায় ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও রাইজার অপসারন করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)ঃ

রাইজার উত্তোলন ও গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১৩৭.৮৮ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য ৬,৩২৩ টি রাইজার উত্তোলন করা হয়।

২.২ গ্রাহক সংযোগ ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১১,০৮০টি। আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১টি বিদ্যুৎ, ১০টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ১টি সিএনজি, ০৭টি শিল্প, ১১৩ টি বাণিজ্যিক, ও ১৪,৮৩৬ টি আবাসিক সংযোগ প্রদান করে মোট ১৪,৯৬৮ জন গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের আওতায় আনা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৩৫.০৯% বেশী। ৩০শে জুন ২০১৪ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯২,৯৪৩ টি।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলঃ

গ্রাহক শ্রেণি	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত সংযোগ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন	৩০শে জুন-২০১৪ তারিখে ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
সারকারখানা	-	-	-	১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	১	১	-	১৩
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	১০	১০	-	৯৫
সিএনজি	১	১	-	৫২
শিল্প	৭	৭	-	৯২
চা-বাগান	-	-	-	৯৩
বাণিজ্যিক	৬১	১১৩	১২	১৫৭৫
আবাসিক	১১০০০	১৪৮৩৬	৪৫২	১৯১০২২
মোট	**১১০৮০**	**১৪৯৬৮**	**৪৬৪**	**১৯২৯৪৩**

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে চা বাগান ১টি, বাণিজ্যিক ১২৩টি, সিএনজি ২টি ও আবাসিক ৪,১৫৪ টিসহ মোট ৪,২৮০জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৫.৯৫ কোটি টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের নিকট হতে ৫.৪৩ কোটি টাকা আদায়পূর্বক বাণিজ্যিক ৮২ টি, সিএনজি ২ টি ও আবাসিক ৩,৫৪৩ টিসহ সর্বমোট ৩,৬২৭ জন গ্রাহককে গ্যাস পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

গ্রাহক শ্রেণি	অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪ (কোটি টাকায়)			
	সংযোগ বিচ্ছিন্ন		পুনঃসংযোগ	
	সংখ্যা	পাওনা অর্থের পরিমাণ	সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
চা বাগান	০১	০.০২	০	০
বাণিজ্যিক	১২৩	০.৫২	৮২	০.৩৬
সিএনজি	০২	২.৮১	০২	২.৮১
আবাসিক	৪১৫৪	২.৬০	৩,৫৪৩	২.২৬
মোট	৪,২৮০	**৫.৯৫**	**৩,৬২৭**	**৫.৪৩**

নিরাপত্তা কার্যক্রম ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ০৩ টি অগ্নিদুর্ঘটনা সহ সর্বমোট ৭৫৮ টি দুর্ঘটনা/অনুঘটনা সফলতার সাথে মোকাবেলা করা হয়। এ সমস্ত দুর্ঘটনার মধ্যে অগ্নিকান্ডজনিত ০৩ টি দুর্ঘটনায় সম্পদের নগণ্য ক্ষতি সাধিত হয়; আর্থিক দিক দিয়ে যার পরিমাণ ৪৪৫৩/-(চার হাজার পাঁচশত তিপ্পান্ন) টাকা মাত্র। এছাড়া কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি, গ্যাস সম্পর্কিত বড় ধরণের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং কেউ আহত হয়নি বা কারো জীবনহানি ঘটেনি।

কোম্পানির গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিকতর জোরদারকরণের লক্ষ্যে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকিকরণ কমিটি কর্তৃক প্রতিমাসে স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে তদারকি করা হয়। উক্ত কমিটির তদারকি অব্যাহত আছে। কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/আবিকা/শাখার তথ্য মতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে স্বল্পচাপ পাইপলাইন ও রাইজারের লিকেজ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও গ্যাস লিকেজের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হল ঃ

ক্রমিক নং	দুর্ঘটনার/অনুঘটনার বর্ণনা	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	দুর্ঘটনা/অনুঘটনার কারণ
১।	অগ্নি দুর্ঘটনা	০৬	০৩	বজ্রপাত
২।	গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক -এ লিকেজের সংখ্যা	--	১৯	দীর্ঘকালীন ব্যবহার
৩।	রাইজার হতে লিকেজের সংখ্যা	৯২	৩৪৯	”
৪।	গ্রাহক আঙ্গিনাতে লিকেজের সংখ্যা	৩০	৬৩	”
৫।	অন্যান্য	২৬০	৩২৪	নানাবিধ
		৩৮৮	৭৫৮	

সাফল্য ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১১,০৮০টি। এর বিপরীতে প্রকৃত সংযোগ প্রদান করা হয় ১৪,৮৩৬টি, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৩৫.০৯% বেশী। এ বছরে কোম্পানি শাহজাহান উল্লাহ পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ নামীয় ২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সংযোগ প্রদান করেছে। এতে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে।

এছাড়া, বকেয়া রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে কোম্পানির রাজস্ব ডিভিশন ও বিপণন ডিভিশন কর্তৃক বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান এবং সমন্বিত ও জোরদার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বকেয়া আদায়ে ব্যাপক সফলতা অর্জিত হয়েছে। বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ ছিল ২৩১.২৭ কোটি টাকা যা ৩.১৬ মাসের গড় বিলের সমপরিমাণ। তন্মধ্যে বিসিআইসি'র আওতাধীন দু'টি প্রতিষ্ঠান ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী (এনজিএফএফ) ও ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ (সিসিসিএল) এবং লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ-এর বকেয়া TPQ (Take Or Pay Quantity) বিল ছাড়া বকেয়ার পরিমাণ ছিল ১২৮.৯১ কোটি টাকা যা ১.৭৬ মাসের গড় বিলের সমপরিমাণ। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ ২৩৮.৯৩ কোটি টাকা যা ২.৭৪ মাসের গড় বিলের সমপরিমাণ। উক্ত বকেয়া হতে বর্ণিত বিসিআইসি'র দু'টি প্রতিষ্ঠান এবং লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ-এর TPQ এর বিপরীতে বকেয়া বাদ দিলে বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৯.৪৮ কোটি টাকা যা ১.৬০ মাসের গড় বিলের সমান। উপর্যুক্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কোম্পানিতে বকেয়ার গড় সমতুল্য মাস যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য অর্থ বছরের গ্যাস বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা মোট ১৯৭১.৭০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ২১৪২.৯৫ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৮৮৩.৭৭ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় হয় ৯৪৫.৮২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রেও কোম্পানি সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)ঃ

গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণঃ

কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কের আওতায় নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানে সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় গত বছরের ন্যায় এ অর্থ বছরেও (২০১৩-১৪) পাইপ লাইন নির্মাণের কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে বছরের শেষ প্রান্তে আবাসিক সংযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যাহার হওয়ায় আলোচ্য অর্থ বছরে বিভিন্ন ব্যাসের ১৪২.১১৩ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রাহক সংখ্যা ঃ

আবাসিক গ্যাস সংযোগ ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠানে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানে সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটের আওতায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় শিল্প গ্রাহকগণকে গ্যাস সংযোগ প্রদানে বিধি-নিষেধ না থাকায় এ অর্থ বছরে ১টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ও ১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে আলোচ্য অর্থ বছরে আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে কোম্পানীতে মোট ৩৬,৫০৮ টি নতুন আবাসিক সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

গ্যাস বিক্রয়ঃ

গ্যাস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এ অর্থ বছরে পিজিসিএল সর্বমোট ১০৭৭.৬৪৭ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রয় করেছে। গত অর্থ বছরে মোট গ্যাস বিক্রয় করা হয়েছিল ১০০৯.৫০৪ এমএমসিএম। এ বছর ৬৮.১৪৩ এমএমসিএম বেশি গ্যাস বিক্রয় করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৬.৭৫% বেশি। সরকারের উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর সিরাজগঞ্জস্থ ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ পিজিসিএল-এর সার্বিক সহযোগিতায় নভেম্বর ২০১২ মাসে সম্পন্ন করে গ্যাস সংযোগ প্রদান ও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করায় এবং একই সাথে বাঘাবাড়ীতে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো (ওয়েস্টমন্ট ব্যতীত) মোটামুটি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান থাকায় এ বছর পিজিসিএল মোট ৪৯১.৭৪ কোটি টাকার গ্যাস বিক্রয় করেছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গ্রাহক ভিত্তিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণঃ

মিলিয়ন ঘনমিটার

গ্রাহক শ্রেণি	ভোগকৃত গ্যাসের পরিমাণ	ব্যবহারের শতকরা হার
বিদ্যুৎ (সরকারি/বেসরকারি)	৮৫৩.৪৬৪	৭৯.২০%
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৩৪.৭৬০	৩.২২%
শিল্প	২৫.৪০২	২.৩৬%
সিএনজি	৬৮.৯৯৩	৬.৪০%
বাণিজ্যিক	৭.৫২১	০.৭০%
আবাসিক	৮৭.৫০৭	৮.১২%
মোট = ১০৭৭.৬৪৭ মিলিয়ন ঘনমিটার		**১০০.০০%**

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ১০৪.২৬৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সরবরাহ করা হয়েছে।

সিস্টেম লসঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কোম্পানির কোন সিস্টেম লস হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শূন্য সিস্টেম লস নিয়ে এ কোম্পানি ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল এবং অদ্যাবধি তা বজায় রেখে চলেছে। গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২% সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরেও সিস্টেম লস শুধুমাত্র শূন্যতে সীমাবদ্ধ না রেখে সার্বিক বিবেচনায় গড়ে ৩.৯৬% সিস্টেম গেইন অর্জিত হয়েছে।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণঃ

অনাদায়ী গ্যাস বিল আদায়, অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার, গ্যাস চুরি ও গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য অনিয়মের কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত গঠিত ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট এ বছর সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অনেক সময় উক্ত ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের তাৎক্ষণিক ও কার্যকর অভিযানের ফলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং পুনঃ সংযোগ গ্রহণের হার গত বছরের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ও অবৈধ কার্যকলাপের কারণে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪৪৫টি গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। অপরদিকে বকেয়া পাওনা ও জরিমানা আদায় করে মোট ৩৮৬ জন গ্রাহককে পুনঃ সংযোগ প্রদান করা হয়। এ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনার ফলে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রাহক প্রত্যয়নপত্রঃ

গ্রাহক হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে গত বছরের ন্যায় এ বছরেও ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সকল শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট 'বকেয়া পাওনা আছে' বা 'বকেয়া পাওনা নেই' মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সে মোতাবেক সকল শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট উক্ত তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা গ্যাস বিলের পরিমাণ/বকেয়া পাওনা নেই হিসাব নিরূপণ করে কোম্পানির বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মোট ৮০৭২৪ টি প্রত্যয়নপত্র অর্থাৎ শতকরা একশত ভাগ প্রত্যয়নপত্র গ্রাহকগণের ঠিকানায় প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এর মধ্যে বকেয়া নেই মর্মে ৬৪৫৭৯ টি এবং বকেয়া আছে মর্মে ১৬১৪৫ টি প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হয়েছে। এর ফলে বেসরকারি গ্রাহকদের নিকট থেকে বকেয়া বিল আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওনা আদায়ের পরিমাণ এ বছরেও সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)ঃ

বাংলাদেশে সিএনজি সম্প্রসারণ কার্যক্রমঃ

আশি'র দশক হতে আরপিজিসিএল সিএনজি প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বায়ু-দূষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আরপিজিসিএল গ্যাস খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারবদ্ধ। সিএনজি'র নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপমূহ নিম্নরূপঃ

* সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপ স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুকরণ।
* ঋণ প্রদান, ক্রেডিট সুবিধায় সিএনজি সেবা প্রদান এবং নূন্যতম ৩% ট্যাক্স সুবিধার আওতায় সিএনজি সংশ্লিষ্ট মেশিনারীজ ও যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা প্রদান।
* সিএনজি'র কারিগরি বিষয়ে যেমন- মাদার ডটার সিএনজি স্টেশন, সিএনজি সিলিন্ডার রি-টেষ্টিং ও যানবাহনের নির্গত ধোয়া বা ইমিশন পরীক্ষা ইত্যাদি'র ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
* সিএনজি কার্যক্রম তদারকি, পরীবিক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনা।
* সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
* ০৫(পাঁচ) বৎসর মেয়াদ উত্তীর্ণ সিএনজি সিলিন্ডার পূণঃপরীক্ষণ।
* সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- লিফলেট ও ব্রুশিওর বিতরণ এবং বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
* সিএনজি বিধিমালা'র আলোকে সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপ এবং সিএনজি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতির মানসম্মত ও নিরাপদ ব্যবহারে নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সেইফটি কোড অব প্র্যাকটিস' প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ।
* সিএনজি যানবাহন সংশি- ষ্ট দূর্ঘটনাসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান।

সারাদেশে ২৬টি জেলায় গ্যাস নেটওর্য়াকের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জুন' ২০১৪ইং পর্যন্ত ৫৮৭ টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং ১৮০ টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে বিদ্যমান পেট্রোলপাম্পে ৩০টি, ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে ৪৯৪টি, বরাদ্দপ্রাপ্ত সরকারি জমিতে ৬২টি এবং আরপিজিসিএল-এর প্রধান কার্যালয়ে নিজস্ব আঙ্গিনায় ০১টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন চলমান রয়েছে। এ সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন ২.২ লক্ষের অধিক যানবাহনে নিরবচ্ছিন্নভাবে সিএনজি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে অনুমোদনপ্রাপ্ত সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানার অনুমোদনের বিপরীতে নির্ধারিত ফি পরিশোধের জন্য প্রায় ২৩১টি সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপসহ ৮০০টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনের মালিক/প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জুন' ২০১৪ পর্যন্ত ২৪২টি সিএনজি স্টেশন ও ৬৩টি সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপ হতে অনুমোদন ফি বাবদ প্রায় ৮৪.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে।

গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহ (টিজিটিডিসিএল/বিজিএসএল/জেজিটিডিএসএল/কেজিটিডিসিএল এবং পিজিসিএল) হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জুন' ২০১৪ পর্যন্ত ৫৮৭টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১০০ এমএমসিএম প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে, যা দেশের মোট ব্যবহারের প্রায় ৫-৬%। জ্বালানি তেলের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহারের ফলে জ্বালানি আমদানি খাতে সরকারের প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১,১২০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। সিএনজি'র বহুল ব্যবহারের কারণে বায়ুদূষণের মাত্রা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। বায়ুদূষণ রোধকল্পে সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকার কর্তৃক অতীতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর ন্যাচারাল গ্যাস ভেহিক্যাল (আইএএনজিভি) হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সিএনজি চালিত মোট যানবাহনের সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়ায় ৮ম ও বিশ্বে ১৪তম এবং যানবাহনের ঘনত্বের হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়ায় ২য় ও বিশ্বে ৫ম।

<u>সিএনজি ফিলিং স্টেশন/সিএনজি ওয়ার্কশপ মনিটরিংঃ</u>

বর্তমানে চলমান সিএনজি স্টেশন/কনভারশন ওয়ার্কশপের মধ্যে ৪৫০টি সিএনজি স্টেশন এবং ১০৫টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা কোম্পানির প্রকৌশলী ও কারিগরি কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত সিএনজি স্টেশন/ওয়ার্কশপ প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনাবলীর বিপরীতে অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আরপিজিসিএল কর্তৃক তা উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পত্র মারফত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা মনিটরিংঃ

দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা সরেজমিন পরিদর্শন ও তদারকি করা হয়ে থাকে। দূর্ঘটনা পরিদর্শন পরবর্তী সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। এ যাবৎ দেশের বিভিন্ন সিএনজি স্থাপনায় এবং বিভিন্ন সড়ক/মহাসড়কে প্রায় ৫০টি দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সম্ভাব্য যে সকল কারণে সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা সংঘটিত হয় তা নিম্নরূপঃ

ক) অনুমোদিত ও মানসম্মত সিএনজি সিলিন্ডার, সিএনজি কিট ও যন্ত্রাংশ ব্যবহার না করা।
খ) চালকদের অসচেতনতা ও বেপরোয়া গাড়ী চালনা।
গ) সিএনজি চালিত যানবাহনের নিরাপত্তা বিষয়ে গাড়ী চালকের প্রশিক্ষণ না থাকা ।
ঘ) ইলেকট্রিক সর্ট সার্কিট ও ইঞ্জিন ওভার হিটের কারণে দূর্ঘটনা ঘটে থাকে।

<u>সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ</u>

সিএনজি সম্প্রসারণের এযাবৎ আরপিজিসিএল এর খিলক্ষেতস্থঃ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানায় হাতে কলমে অনুমোদিত বিভিন্ন সিএনজি রূপান্তর কারখানা ও ফিলিং স্টেশনের অপারেটর, মেকানিক ও সুপারভাইজারসহ মোট ৯৩৬ জন-কে সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

<u>সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ঃ</u>

আরপিজিসিএল কর্তৃক সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সিএনজি'র মানসম্মত ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ লিফলেট ও ব্রুশিওর বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে স্থাপিত সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানাসমূহ কোম্পানির প্রকৌশলী ও কারিগরি কর্মকর্তা কর্তৃক সময় সময় পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র অর্থায়নে কোম্পানির 'ঢাকা ক্লিন ফুয়েল প্রকল্প' কার্যক্রমের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Safety Codes & Standard for CNG vehicles & CNG refueling station' প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে Codes & Standard' বাংলা ভাষায় গেজেট আকারে প্রকাশের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

<u>সিএনজি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষা কার্যক্রমঃ</u>

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন ও সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ অনুযায়ী সিএনজিচালিত যানবাহনে ব্যবহৃত সিলিন্ডারসমূহ প্রতি ০৫ বছর অন্তর অন্তর পূনঃপরীক্ষার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিষয়টি সিএনজিচালিত যানবাহন ব্যবহারকারীর যান ও মালের নিরাপত্তার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের সাথে সময় সময় যোগাযোগ করা হয়। সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্টিং বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন লিফলেট ও ব্রুশিওর বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আরপিজিসিএল-এর দুটি রিটেষ্টিং সেন্টারে ২০১৩-২০১৪ অর্থবৎসরে ৭৬৪টি সহ এযাবৎ ২০০০টির অধিক সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন ৪টি প্রতিষ্ঠানে (ইউনাইটেড ক্যাব লিমিটেড, নাভানা সিএনজি লিমিটেড, ইন্ট্রাকো সিএনজি লিমিটেড ও সাউদার্ন অটোমোবাইলস্ লিমিটেড) প্রায় ৩৫,০০০টি সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্ট করা হয়েছে।

কোম্পানির উৎপাদন কার্যক্রমঃ

সিএনজি কার্যক্রমঃ

সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ, খিলক্ষেতঃ

আরপিজিসিএল-এর প্রধান কার্যালয়স্থ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সরকারি পরিবহন পুল ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ৯৯টি এবং ব্যাক্তিমালিকানাধীন ০৭টি গাড়িসহ মোট ১০৬টি গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বৎসর কোম্পানির সিএনজি কনভারশনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭০টি। যানবাহন রূপান্তরের বিপরীতে এ বৎসর ৬৫.৬৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। তন্মধ্যে ক্রেডিট সুবিধার আওতায় আয়কৃত ৬১.২৮ লক্ষ টাকা আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ অর্থ বৎসরে কোম্পানির সিএনজি স্টেশন থেকে ১.৪০ এমএমসিএম সিএনজি বিক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ১.৩৮৪ (৯৮.৫%) এমএমসিএম সিএনজি বিক্রয় হয়েছে এবং অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ ৪১৫.১৪ লক্ষ টাকা। এছাড়া, সিএনজি চালিত যানবাহনে খুচরা যন্ত্রাংশ সংযোজন করে নগদ ও ক্রেডিট সহ ১৪.১৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবৎসরে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ০৫ বছর বা ততোধিক ব্যবহৃত ৫৩৪টি সিএনজি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ করা হয়েছে। সিলিন্ডার রি-টেষ্টিং খাতে নগদে ২৮৩টি সিলিন্ডারের বিপরীতে ৮.৫৬ লক্ষ এবং ক্রেডিট সুবিধায় ২৫১টি সিলিন্ডারের বিপরীতে ৭.১৬ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৫.৮১ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। সিএনজি চালিত যানবাহনের টিউনিং, সিলিন্ডার সার্ভিসিং ও টিউনিং/পূর্নাঙ্গ কীট ওয়াশ, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন ও পূর্ণাঙ্গ সার্ভিসিংসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কাজে সরকারি, আধাসরকারি এবং ব্যাক্তিমালিকানাধীন যানবাহনসমূহে নির্ধারিত ফি'র বিপরীতে বর্নিত গ্রাহক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ অর্থবৎসরে ৫৪৭টি গাড়ী টিউনিং এর বিপরীতে ০.৫৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। এ ছাড়াও সিএনজি খাতে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিএনজি জ্বালানিতে যানবাহন রূপান্তর ও সিলিন্ডার পূনঃপরীক্ষা বিষয়ে পেট্রোবাংলাসহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। পুনঃপরীক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর বৃদ্ধির পাশাপাশি সিএনজি'র মান সম্মত ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ লিফলেট ও ব্রুশিওর বিতরণ কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। সরকারি পরিবহন পুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ, যানবাহন রূপান্তর ও সিএনজি বিক্রয়ের বিষয়ে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিত চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

জোনাল ওয়ার্কশপ, রায়েরবাগ, যাত্রাবাড়ী ঃ

কোম্পানির দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১০টি যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে জোনাল ওয়ার্কশপে ০৫ বছর বা ততোধিক ব্যবহৃত ২৩০টি সিএনজি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ করা হয়েছে যা হতে ৭.০২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। সিএনজি চালিত যানবাহনের টিউনিং, সিলিন্ডার সার্ভিসিং ও টিউনিং/পূর্নাঙ্গ কীট ওয়াশ, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কাজে সরকারি, আধাসরকারি এবং ব্যাক্তিমালিকানাধীন যানবাহনসমূহে নির্ধারিত ফি'র বিপরীতে বর্ণিত গ্রাহক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সিলিন্ডার টেষ্ট, সিএনজি-তে যানবাহন রূপান্তর ও স্পেয়ার পার্টস সংযোজন বাবদ মোট রাজস্ব আয় ১৭.৫৭ লক্ষ টাকা।

এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন ও বিপণনঃ

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে দেশজ খনিজ সম্পদের বহুমূখী ব্যবহার কারিগরিভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জ্বালানি আমদানি হ্রাস, দুষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন ও গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে প্রাপ্ত এনজিএল এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অধীনে ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ সালে কৈলাশটিলায় এলপিজি প-ান্ট (কৈলাশটিলা প-ান্ট-১) নির্মিত হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যান্ট-১ এর সন্নিকটে আরো একটি এনজিএল ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-২) টার্ণ-কী ভিত্তিতে বিদেশী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপন ও কমিশনিংপূর্বক চালু করা হয়েছে। প্ল্যান্ট দু'টির মাধ্যমে এনজিএল এবং কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে সালফার ও সীসামুক্ত পরিবেশ বান্ধব এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র প্রতিষ্ঠান কৈলাশটিলাস্থ এলপি গ্যাস লিমিটেডের মাধ্যমে এবং উৎপাদিত এমএস ও এইচএসডি বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)ঃ

কয়লা উৎপাদনঃ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১২১০ ফেইস (আংশিক), ১২০৬ ফেইস, ১২০৫ ফেইস(আংশিক), ভূগর্ভের রোডওয়ে উন্নয়ন এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর সেডিমেন্টারী কোল ৪,৩২৮.৩১ মেট্রিক টনসহ কয়লার সর্বমোট উৎপাদন ৯,৪৭,১২৪.৫৬ মেট্রিক টন।

ফেইসঃ

১২১০ লংওয়াল ফেইসটি দ্বিতীয় স্পাইসের তৃতীয় ফেইস। এ ফেইসে সর্ব প্রথম Longwal Top Coal Caving (LTCC) প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়। ২৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে এ ফেইস থেকে আংশিক কয়লা উৎপাদন শুরু হলেও ৮ মে ২০১৩ তারিখ থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে LTCC পদ্ধতিতে উৎপাদন শুরু হয়ে ২২ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে উৎপাদন শেষ হয়। এ ফেইসের ষ্ট্রাইক লেংথ ৩৪৬.৭৫

মিটার, ফেইস লেন্থ ১৩৮.০০ মিটার এবং গড় কাটিং উচ্চতা ৩.০৬৫ মিটার। এছাড়া গড়ে প্রায় ২ মিটার Top Coal Caving করা হয়। ফেইসটি থেকে ৩,৬০,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন লক্ষমাত্রার বিপরীতে মোট ৪,০৫,২৯৭ মেঃ টন কয়লা উত্তোলন করা হয়। এ ফেইস থেকে প্রথম বারের মত LTCC পদ্ধতিতে সাফল্যজনকভাবে কয়লা উৎপাদন সম্পন্ন হয় যা কোম্পানির জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে।

ফেইসঃ

০১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ থেকে এ ফেইস হতে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। এটি দ্বিতীয় স্পাইসের চতুর্থ ফেইস। ফেইসটির ডিজাইন ষ্ট্রাইক লেন্থ ৬১৪.০০ মিটার এবং ফেইস লেন্থ ১২৫.৭০ মিটার। ফেইসটি থেকে শেয়ারার কাটিং-এর মাধ্যমে ৩.০ মিটার উচ্চতা এবং Top Coal Caving-এর ২.০০ মিটার উচ্চতাসহ মোট ৫.০০ মিটার উচ্চতার কয়লা গ্রহণ করা হয়েছে। ৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে ফেইসটি ৬১২ মিটার রিট্রিট করে কয়লা উৎপাদন শেষ করা হয়। ফেইসটি থেকে ৫,৫২,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সর্বমোট ৬,৪১,৬২৬.১১ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)ঃ

মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির শিলা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমজিএমসিএল এবং জার্মানিয়া-ট্রেষ্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর মধ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে "Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services" সংক্রান্ত ১৭১.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী জিটিসি ছয় বছরে ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদনসহ ১২টি স্টোপ ও ভূ-গর্ভস্থ রোডওয়ে এর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় জিটিসি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি হতে ১ম শিফট এবং ১৭-০৫-২০১৪ তারিখে ২য় শিফটের কার্যক্রম শুরু করে। জিটিসি এ যাবৎ মোট ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদন করেছে। খনির উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর পর হতে জিটিসি এ পর্যন্ত ৩০০ জন খনি শ্রমিক নিয়োজিত করেছে এবং ১৩০ জন আরো বেকার যুবকের খনি শিল্পে দক্ষ করার লক্ষ্যে ২৩-০৮-২০১৪ তারিখ হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। অপর পক্ষে জিটিসি চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানির ২১ জন কারিগরি কর্মকর্তাকে ০১-০৯-২০১৪ তারিখ হতে বৈদেশিক প্রশিক্ষকের মাধমে খনি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এতে ভবিষ্যতে খনি পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবলের সৃষ্টি হবে। এছাড়াও জিটিসি খনির বিভিন্ন স্থাপনায় Technological Modification এর কার্যক্রম গ্রহণ করে। আশা করা যায় আগামী ছয় বৎসরের মধ্যে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি একটি অত্যাধুনিক মডেল খনিতে রূপান্তরিত হবে। ইতোমধ্যেই খনি ও এর পারিপার্শ্বিক এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। মধ্যপাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। অত্র এলাকার শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের ফলাফল অত্যন্ত ভাল। খনি হতে শিলা উৎপাদনের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কোম্পানি অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া খনি হতে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন শুরু হওয়ায় শিলা বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানোসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	সংস্থা/কোম্পানির নাম	খাত ভিত্তিক সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত টাকার পরিমাণ						সর্বমোট
		সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	কর্পোরেট ট্যাক্স	সিডি/ভ্যাট	ডিএসএল	রয়্যালটি	লভ্যাংশ	
১।	পেট্রোবাংলা	০.০০	৩২৩.৮৫	০.০০	৪.১৬	০.০০	০.০০	৩২৮.০১
২।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ	২১৪৫.৬১	৩০.৫০	০.০০	২৬.৫৫	০.০০	১৯.৫৬	২২২২.২২
৩।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৬৮৪.৭২	২২৫.০০	০.০০	০.৮৯	০.০০	১৩৪.৭৮	১০৪৫.৩৯
৪।	বাপেক্স	২৬৬.৯১	৫১.৪৬	০.০০	৫.২৮	০.০০	৫.৯৯	৩২৯.৬৪
৫।	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ	০.০০	৩০৬.৫৮	১.৩৮	৩২.২৭	০.০০	১০৭.৭৪	৪৪৭.৯৭
৬।	জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টমস লিঃ	০.০০	৩৪.৬৬	০.৩৪	১.৭৮	০.০০	১৫.০৯	৫১.৮৭
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	৪১.৯৫	১.৮৯	৩.৭২	০.০২	১১.৮৬	৫৯.৪৪
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	১৪.১০	২২.৬৪	০.০০	০.০০	৪৭.২৫	৮৩.৯৯
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	৭.১৯	০.০০	১৭.৩১	০.০০	৪.৫০	২৯.০০
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ	৬০.৯১	১০৪.১৩	১৬.৩০	৭৩.৭৩	১৫৪.২৪	১৪.০০	৪২৩.৩১
১২।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ	৩.৪৬	১.১৩	২.২১	০.০০	০.৬৫	০.০০	৭.৪৫
১৩।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ	০.০০	২৮.০০	৫৬.০৩	১০২.০৬	০.০০	৭৮.৬০	২৬৪.৬৯
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	১৬.৮৭	৪৩.৫০	১৭.৮৮	০.০০	৬.৭১	৮৪.৯৬
	সর্বমোট =	৩১৬১.৬১	১১৮৫.৪২	১৪৪.২৯	২৮৫.৬৩	১৫৪.৯১	৪৪৬.০৮	৫৩৭৭.৯৪

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

অত্র গ্যাস সেক্টরের ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে কোম্পানিসমূহের বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার ১লা আগষ্ট, ২০০৯ হতে ''গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" (GDF) ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। এ খাতে ১৫-০৯-২০১৪ পর্যন্ত মোট ৩৭৬০.৯৪ কোটি টাকা সংগৃহিত হয়েছে। যা হতে ১২টি প্রকল্পে মোট ১২২৭.৫৫ কোটি টাকা এ পর্যন্ত ছাড় (Release) করা হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ২০১৭-২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩৯৭৭.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ২১টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ

এডিপিভুক্ত প্রকল্প ঃ

০১) মনোহরদী-ধনুয়া এবং এলেঙ্গা-যমুনা সেতুর পূর্বপাড় গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্প।

নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহ ঃ

০১) বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড পুনঃ উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (বাখরাবাদ কূপ নং-২ ও ৫ ওয়ার্ক ওভার এবং ৯নং কূপ খনন)।
০২) প্রসেস প্ল্যান্টসহ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন কূপ খনন (কূপ নং-১৭ ও ১৮)।
০৩) বাপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

জিডিএফভুক্ত প্রকল্প ঃ

০১) সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	হালনাগাদ অগ্রগতি
১।	বাপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত) জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১৪।	৭০৮০.০০	৬৪৯১.৭১	২৯-১০-২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "বাপেক্স ভবন" উদ্বোধন করা হয়েছে। মালিবাগ হতে বাপেক্স ভবনে অফিস স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে এ ভবন হতে বাপেক্স এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)ঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

বিজিএফসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১২৭.৫০ কোটি টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে 'বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড পুনঃউন্নয়ন (১ম পর্যায়)' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বাখরাবাদ ৫ ও ২ নং কূপের ওয়ার্কওভার ২০০৯ এ সম্পন্ন হয়। বাখরাবাদ ৫ নং কূপে কোন গ্যাস পাওয়া যায়নি। বাখরাবাদ ২ নং কূপ হতে দৈনিক প্রায় ৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বাখরাবাদ ৯ নং কূপ এর খনন ও কমপিণ্ডশন সম্পন্নপূর্বক ১৯ আগস্ট, ২০১৩ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়। কূপটি থেকে বর্তমানে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। কতিপয় খাতে প্রকল্পের ব্যয় পরিবর্তন/সংযোজন/পরিবর্ধন হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রায় ৪৭৪০.০০ লক্ষ টাকা সহ মোট ১২৭২৫.০০ লক্ষ টাকায় ডিপিপি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।

তিতাস গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের প্রকৃত অবস্থা জানা ও বিস্তৃতি নিরূপণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিজিএফসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩০০.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে 'প্রসেস প্ল্যান্টসহ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন কূপ খনন (কূপ নং ১৭ ও ১৮)' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। তিতাস ১৭ নং কূপ এর খনন, খনন পরবর্তী রিমেডিয়াল কাজ ও কমপ্লিশন সম্পন্নপূর্বক ১০ মার্চ, ২০১৩ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয় এবং তিতাস ১৮ নং কূপ এর খনন ও কমপ্লিশন সম্পন্নপূর্বক ৬ আগস্ট, ২০১৩ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়। বর্তমানে প্রতিটি কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি প্রসেস পণ্ডান্ট স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ ২টি কূপের গ্যাস প্রসেস করা হচ্ছে। কতিপয় খাতে প্রকল্পের ব্যয় পরিবর্তন/সংযোজন/পরিবর্ধন হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রায় ১১৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা সহ মোট ২৯৬৫০.০০ লক্ষ টাকায় সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।

তিতাস, বাখরাবাদ, সিলেট, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের রিজার্ভার স্ট্রাকচারে গ্যাস মজুদের পরিমাণ, স্ট্রাকচারের বিস্তৃতিসহ সার্বিক ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ণয়ের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় মোট ৭৮.৪৫ কোটি টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে 'এ্যাপ্রাইসাল অব গ্যাস ফিল্ডস্ (৩-ডি সাইসমিক)' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বিজিএফসিএল অংশে, তিতাস গ্যাস স্ট্রাকচারে ৩৩৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ সম্পন্নপূর্বক ডাটা প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন শেষে ১৫ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে জরিপ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে সংগৃহীত উপাত্তের এলাকা ও বিস্তৃতির ভিত্তিতে সর্বমাট ১১টি নতুন কূপ খননের প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে তিতাস ২৭ নং কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে এবং এডিবি অর্থায়নে তিতাস ফিল্ডে ৪টি কূপ খনন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। বাখরাবাদ গ্যাস স্ট্রাকচারে ২১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ সম্পন্নপূর্বক ডাটা প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন শেষে ১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে জরিপ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে সর্বমোট ৩টি নতুন কূপ খননের প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রস্তাবিত বাখরাবাদ ১০ নং কূপ খননের পর পর্যালোচনাকরতঃ অন্য ২টি কূপ খনন উলেখ করা হয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর অর্থায়নে তিতাস ফিল্ডে গ্যাস উদ্গীরণ সমস্যা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে Expert Consultants নিয়োগ, প্রয়োজনে ৫টি কূপের ওয়ার্কওভার/রিমেডিয়াল কাজ সম্পাদন, ৪টি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপ (কূপ নং ২৩-২৬) খনন এবং ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের নিমিত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় ৮১০.০০ কোটি টাকাসহ মোট ১০০০.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে 'তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদ্গীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত পরামর্শকগণ ২৯ অক্টোবর হতে ২৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে কাজ সম্পন্নকরতঃ প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনের আলোকে তিতাস ফিল্ডের ক্রটিপূর্ণ কূপসমূহের রেমেডিয়াল কার্যক্রম জিডিএফ অর্থায়নে আলাদা প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬টি গ্রুপের খনন মালামাল সংগ্রহের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ৬টি গ্রুপের মধ্যে ২টি গ্রুপ এর মালামাল সাইটে এসে পৌছেঁছে এবং অন্যান্য মালামালসমূহের জাহাজীকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবাসহ খনন ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন শেষে কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এডিবি কর্তৃক ৮ জুলাই, ২০১৪ তারিখে এবং বিজিএফসিএল বোর্ড কর্তৃক ২০ জুলাই, ২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২৭ জুলাই, ২০১৪ তারিখে আর্থিক প্রস্তাবনা খোলা হয় যার মূল্যায়ন চলছে। পাইপলাইনসহ দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহের লক্ষ্যে ২৩ মার্চ, ২০১৪ তারিখে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন শেষে কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এডিবিতে ১৫ জুলাই, ২০১৪ তারিখে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় তিতাস ২৩ ও ২৪ নং কূপ খনন এলাকার জন্য ৬.১৬ একর এবং তিতাস ২৫ ও ২৬ নং কূপ খনন এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন। তিতাস ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)ঃ

এপ্রাইজাল অব গ্যাস ফিল্ডস (থ্রী-ডি সাইসমিক সার্ভে), এসজিএফএল অংশঃ

কোম্পানির অধীন উৎপাদনরত গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস মজুদের পরিমাণ, ব্যাপ্তি এবং ভবিষ্যতে অধিক হারে গ্যাস উৎপাদনের জন্য কূপ খননের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে রিজার্ভয়ারের সঠিক চিত্র পাওয়ার লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় এসজিএফএল অংশের রশিদপুর, কৈলাশটিলা এবং সিলেট (হরিপুর) ফিল্ডে ৭০৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন করা হয়। উক্ত জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কৈলাশটিলায় ১টি মূল্যায়ন তেল কূপসহ কৈলাশটিলা, সিলেট (হরিপুর) এবং রশিদপুরে মোট ৬টি কূপ খননের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম (এসজিএফএল অংশ)ঃ

উক্ত প্রকল্পের এসজিএফএল অংশের আওতায় জিওবি অর্থায়নে রশিদপুর ফিল্ডে ১টি নতুন কূপ (রশিদপুর-৮) এর খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কূপটির আপার গ্যাস স্যান্ডে (১৪৭৫-১৪৯৭ মিটার এমডি) কমপ্লিশন করা হয় এবং ০৭-৮-২০১৪ তারিখে ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ফ্লো টেষ্টিং সম্পন্ন করা হয়। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইনের সাথে বিষষ head এর সংযোগ প্রদান সম্পন্ন শেষে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে এ কূপ হতে কম/বেশী ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)ঃ

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি নতুন নতুন পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করেছে। নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, সার্ভিস সংযোগও পাইপলাইন মডিফিকেশন/সংস্কারমূলক কার্যক্রমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নির্মিত ২৫২.২৮কি.মি.সহ কোম্পানির মোট পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১২,৫০৫.৫০কি.মি.।

সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রমঃ

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং তিতাস ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের আওতায় গ্রাহক আঙ্গিনা নিয়মিতভাবে পরিদর্শনকরতঃ অসাধু গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিনকরণের মাধ্যমে কোম্পানির সিস্টেম লস কমানোর লক্ষ্যে কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে নানাবিধ অনিয়ম/অসঙ্গতি প্রাপ্তির কারণে বিভিন্ন শ্রেণির ৭,২৩৯ টি গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কোম্পানির সিস্টেম লসের পরিমাণ ০.৩২%।

অবৈধ সংযোগ বৈধকরণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

সরকার কর্তৃক আবাসিক খাতে নতুন গ্যাস সংযোগ উন্মুক্তকরণের ঘোষনার পর অবৈধ সংযোগ বৈধকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত ২০ জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অবৈধ গ্যাস সংযোগ বৈধকরণের জন্য ৬৪,০৪৩টি আবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনের মধ্যে (১) বিদ্যমান সংযোগ হতে হাউজ লাইন বর্ধিত করে অবৈধভাবে চুলা বৃদ্ধি এবং (২) কোম্পানি কর্তৃক রাইজার উত্তোলন করা হয়েছিল কিন্তু সংযোগ দেয়া হয়নি এ রকম রাইজার হতে অবৈধভাবে সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এমন দু'শ্রেণির আবেদনকারীর অবৈধ গ্যাস সংযোগ কতিপয় শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৭,৩৬১ জন আবেদনকারীর বিপরীতে ২৮,২৮৭টি চুলা নিয়মিত করণের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা বাবদ প্রায় ২০ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

অবৈধ গ্যাস পাইপলাইন অপসারণ/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণঃ

তিতাস গ্যাস পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ থেকে মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে অবৈধ গ্যাস বিতরণ লাইন উচ্ছেদের অংশ হিসেবে তিতাস অধিভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কোম্পানির পরিদর্শন টীম কর্তৃক মোট ৫৩টি অভিযানের মাধ্যমে প্রায় ১০৬ কিলোমিটার পাইপলাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

পাইপলাইন নির্মাণ/উন্নয়ণ কার্যক্রমঃ

- ঢাকা শহরের মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের (2" - 6") ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১০.৫৩ কি. মি. বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছে।
- টাঙ্গাইল জেলার পুংলী নদীতে ১২চ ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ২৬৪ মি. গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন পুনর্বাসন কাজ করা হয়েছে।
- গ্রাহক ব্যয়ে জয়দেপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের (1" - 12") ৩৩টি ভাল্ব স্থানান্তর/পুনঃস্থাপন ও আনুষঙ্গিক পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

➢ ঢাকা শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস সরবরাহ/চাপ বৃদ্ধিকল্পে কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে নিম্নবর্ণিত পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে ঃ

➢ যাত্রাবাড়ী, জুরাইন, মাতুয়াইল, মিরপুর, কাফরুল, গোন্ডারিয়া, আগারগাঁসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ১৮ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ;

➢ জগন্নাথ সাহা রোড, আমলীগোলা দ্বিতীয় লেন, লালবাগ, ঢাকা এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন কল্পে বিভিন্ন ব্যাসের (1" - 2") ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪১৪ মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ;

➢ শের-এ-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা এলাকায় 2" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১২০ মি. গ্যাস পাইপলাইন পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন;

➢ ঢাকা শহরের পূর্ব বাড্ডা পোষ্ট অফিস রোডের পাঁচতলী কবরস্থান এলাকা ও উত্তর কাফরুল, ঝিলপাড় এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন কল্পে 2-6" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১৬১মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ;

➢ কেরানীগঞ্জ থানার আইন্তা, পানগাঁও এলাকায় অবস্থিত কনটেইনার পোর্ট রোড 4" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১৮০ মি. পাইপ লাইন পুনর্বাসন;

➢ বুড়িগঙ্গা নদী সংলগ্ন পানগাঁও ভাল্ব স্টেশন হতে জিনজিরা ডিআরএসগামী 8" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১০০ মি. গ্যাস পাইপলাইন পুনর্বাসন; এবং

➢ শের-এ-বাংলা নগর, আগারগাঁও ঢাকা এলাকায় 2" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১২০ মি. গ্যাস পাইপ লাইন পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন কাজ।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রমঃ

রিজেন্ট পাওয়ার, ঘোড়াশাল ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অক্টোবর ২০১৩ হতে গ্যাস কমিশনিং/সরবরাহ শুরু করা হয়েছে।

পূর্ত কার্যক্রমঃ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে পুরকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রধান কার্যালয় ভবনের ভিআইপি ফ্লোর (২য় তলা)-এর অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার কাজ, সাভার ডিআরএস-এর সীমানা দেওয়াল পুনঃনির্মাণসহ অন্যান্য কাজ, ধনিয়া ডিআরএস এলাকায় 16'-0" প্রশস্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ এবং পশ্চিম সারুলিয়া ও রসুল নগর, ডেমরা এলাকায় বিদ্যমান 16"× 300 পিএসআইজি সঞ্চালন পাইপলাইনের পুনর্বাসন ইত্যাদি নির্মাণ কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এনার্জি এফিসিয়েন্সি বিষয়ক কার্যক্রমঃ

দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে এর অপচয় রোধ করা আমাদের মূল্যবান নাগরিক দায়িত্ব। জ্বালানি অপচয়ের কারণসমূহ চিহ্নিত করে গ্যাস ব্যবহার্য স্থাপনার তাপীয় দক্ষতা উন্নয়নে গ্রাহক প্রতি স্বতন্ত্রভাবে উপযুক্ত সংস্কার ও রূপান্তরের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে জুন ২০১১ মাসে কোম্পানি কর্তৃক এনার্জি এফিসিয়েন্সি টিমের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ও GIZ, Bangladesh-এর যৌথ উদ্যোগে এ কোম্পানির মোট ২৫ জন কর্মকর্তাকে শিল্প কারখানার বয়লার ও ফার্নেসের তাপীয় দক্ষতা উন্নয়নের উপর ৫ (পাঁচ) সপ্তাহব্যাপী সরেজমিনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানির নিজস্ব ব্যয়ে AIT Thailand-এ ২০ জন কর্মকর্তাকে টেকসই জ্বালানি এবং গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় কো-জেনারেশন প্রযুক্তি বিষয়ে ২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। USAID এর CCEB প্রোগ্রামের সহায়তায় কোম্পানির ৩ জন প্রকৌশলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের The Association of Energy Engineers হতে Certified Energy Auditor হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

গ্রাহক আঙ্গিনায় বিদ্যমান গ্যাস স্থাপনার দক্ষতা যাচাই ও প্রকৃত অবস্থার নিরূপনে ফ্লু-গ্যাস এনালাইজার, থার্মোকাপল, ল্যাপটপসহ প্রয়োজনীয় জ্বালানি নিরীক্ষণ যন্ত্রপাতি কোম্পানি কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছে। গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত গ্যাস স্থাপনা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্টীম লাইন, চিমনী প্রভৃতির অবস্থার জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করে তাপ অপচয়ের কারণসমূহ চিহ্নিত করা ও তাপীয় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১২ হতে ২০১৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৫টি গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের সুপারিশ প্রদান করা হয়। উক্ত ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান তাপীয় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রেরিত সুপারিশ অনুযায়ী বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা পরবর্তীতে টিম কর্তৃক পরিদর্শন করে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ও টিমের সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)ঃ

৪.১ চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে " চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ" শীর্ষক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে চাঁদপুর টিবিএস হতে পিডিবি-র বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ১৬" ব্যাসের প্রায় ৫ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ এবং দ্বিতীয় পর্বে কুমিল্লা জেলার বিজরা হতে চাঁদপুর জেলার টাউন বর্ডার স্টেশন (TBS) পর্যন্ত ১০" ব্যাসের উচ্চ চাপ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪৮ কিলোমিটার সঞ্চালন গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ, টিবিএস স্থাপন বিগত ২০১১-১২ অর্থ

বছরে সম্পন্ন করে পিডিবি-র উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩.১৯ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয় প্রায় ৮০.০০ কোটি টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৬%।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প হতে আয় ঃ

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ডিসেম্বর' ২০১০ হতে জুন'২০১৩ পর্যন্ত থাকলেও ডিপিপি'র নির্ধারিত সময়ের ০১ (এক) বছর আগে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হয় এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়ের (জুন'২০১৩) পূর্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প হতে রাজস্ব আয় অর্জিত হয়।

ফেব্রুয়ারি'১২ মাসে পিডিবির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সংযোগের পর জুন ২০১৩ পর্যন্ত সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ ও রাজস্ব আয় নিম্নোক্ত সারণীতে দেখানো হল ঃ

অর্থ বছর	গ্যাস ভোগ		রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)
	মিলিয়ন ঘনমিটার	মিলিয়ন ঘনফুট	
২০১১-১২ (ফেব্রুয়ারি'১২- জুন'১২)	৪২.৮২	১৫১২.১৫	১২.০৮
২০১২-১৩	১৮২.৭২	৬৪৫২.৫৭	৫১.৫৫
মোট	**২২৫.৫৪**	**৭৯৬৪.৭২**	**৬৩.৬৩**

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পাইপ লাইন নির্মাণ এবং অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

পুর নির্মাণ ঃ

অত্র কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ভবনের ৫ম তলা থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত ৯.৪ কোটি টাকা ব্যয়ে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় কেজিডিসিএল এর কর্মকর্তাদের আবাসনের জন্য অ,ই,ঈ তিন টাইপের তিনটি ভবন বিদ্যমান রয়েছে। কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদনক্রমে বিদ্যমান 'সি' টাইপ ভবনটি ভেঙ্গে তদস্থলে একটি ১০তলা 'সি' টাইপ ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে।

পাইপ লাইন নির্মাণঃ

বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অত্র কোম্পানির ৬০/১৫০ পিএসআইজি গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক বিদ্যমান। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩/৪ ইঞ্চি হতে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫.০০ কিলোমিটার লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ৫৯.৩৫ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। আবাসিক খাতে গ্যাস সংযোগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবাসিক খাতে ব্যাপক চাহিদাকৃত গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান করায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক পাইপ লাইন নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।

অপারেশনাল কর্যক্রম ঃ

কোম্পানির আওতাধীন ১৬"-২৪" ব্যাসের ৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ উচ্চ- চাপ বিশিষ্ট চট্টগ্রাম রিং মেইন পাইপ লাইন, ২০" ব্যাসের প্রায় ১৮ কিলোমিটার রাউজান তাপ বিদ্যুৎ পাইপ লাইন, ৮" ব্যাসের প্রায় ১৮ কিলোমিটার কেপিএম স্পার লাইন ও ১০" ব্যাসের ৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সেমুতাং সঞ্চালন পাইপ লাইনসহ মোট ১৪৯ কিলোমিটার পাইপ লাইনের পুর্নবাসন/রক্ষণা-বেক্ষন কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ পরিকল্পনায় ১৪৯ কিলোমিটার উচ্চ-চাপ বিশিষ্ট পাইপ লাইনের মধ্যে ইতোমধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৫ কিলোমিটার এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১০০ কিলোমিটার পাইপ লাইনের পুর্নবাসন/রক্ষণা-বেক্ষন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চ-চাপ বিশিষ্ট পাইপ লাইনের সাথে এবং সঞ্চালন পাইপ লাইনের সাথে যুক্ত ০২টি টিবিএস, ১৬টি এইচপি ডিআরএস, ২৮টি ভাল্ব, ৩৩টি অফটেক ও ০৬টি ম্যানিফোল্ড/পিগ রিসিভিং স্টেশন রং করনসহ বিভিন্ন রক্ষণা-বেক্ষণ কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। বিদ্যমান ১৬টি এইচপি ডিআরএস এর মধ্যে ৫টি এইচপি ডিআরএস-এ আধুনিক অডোরাইজিং ও মিটারিং সিস্টেম স্থাপনের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

টেস্টিং ল্যাবরেটরীর কার্যক্রমঃ

কোম্পানির টেস্টিং ল্যাবরেটরী যুগপযোগী ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক ট্রান্সফার প্রুভার (১০-৪০০০ ঘনমিটার/ঘন্টা), একটি বেল প্রুভার (১০০০ লিটার) এবং একটি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ নতুন ল্যাবে স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে স্থাপিত নতুন ট্রান্সফার প্রুভার (১০-৪০০০ ঘনমিটার/ঘন্টা) দিয়ে সর্বোচ্চ এ-২৫০০ পর্যন্ত টারবাইন মিটার ও বেল প্রুভার (১০০০ লিটার) দিয়ে সর্বোচ্চ এ-৬৫ পর্যন্ত ডায়াফ্রাম মিটার ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে। এছাড়া, গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ দিয়ে গ্যাসের উপাদান বিশ্লেষণের কাজ নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিষ্টেম উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

মাটির তলদেশে স্থাপিত এমএস গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধের জন্য ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিষ্টেম একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা। করোশনজনিত কারণে যে কোন সময় বড় ধরনের অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনাসহ গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে এবং স্থাপিত পাইপ লাইন প্রতিস্থাপনেরও প্রয়োজন হতে পারে। স্থাপিত ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিষ্টেমকে সার্বক্ষনিকভাবে কার্যকর রাখার লক্ষ্যে এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কাজ করার উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে। কেজিডিসিএল'র অধীন সকল সঞ্চালন ও বিতরণ গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধের নিমিত্ত বিদ্যমান ক্যাথোডিক প্রোটেকশন সিষ্টেমকে সার্বক্ষনিকভাবে কার্যকর রাখাসহ এর নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে পাইপ লাইনকে সাথে সাথেই গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ক্যাথোডিক প্রোটেকশন এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে আগামী ০৩(তিন) বছর মেয়াদে এর অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য গত ০৭-০৭-২০১৩ তারিখে মেসার্স টোটাল এনার্জি সার্ভিসেস লিঃ, ৩৩৩/৩ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ এর সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক কেজিডিসিএল এর আওতাধীন সঞ্চালন ও বিতরণ গ্যাস পাইপ লাইনের PSP (Pipe to soil potential) Reading গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত রিডিং পর্যালোচনাপূর্বক Unprotected and partial protected অংশ চিহ্নিত করে সেগুলো ক্যাথোডিক প্রোটেকশন এর আওতায় আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান ২০টি গ্রাউন্ড বেড নিয়ামত রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া যে সমস্ত গ্রাউন্ড বেডের output সন্তোষজনক/গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের নীচে ছিল সেগুলোর output সন্তোষজনক/গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে এবং সার্বক্ষনিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রাউন্ড বেডসমূহ সচল করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)ঃ

বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্রের উত্তরাংশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার প্রাথমিক অংশ হিসাবে "Hydrogeological Study and Groundwater Modelling for Northern Part of Barapukuria Coal Basin Area" শীর্ষক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ০৮-১০-২০১২ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modelling (IWM) এর সঙ্গে বিসিএমসিএল এর ১৮ মাস মেয়াদী ৫,৪৭,৬৪,১৫০.০০ (পাঁচ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা মূল্যমানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী জরিপ কাজের সকল ফিজিবিলিটি ওয়ার্ক যেমন- সার্ভে, রিভার ড্রেইনেজ সার্ভে, মডেল বাউন্ডারী সিলেকশন, বেজম্যাপ প্রস্তুতকরণ ও Aquifer Test (Pump Test) কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের বর্তমান বাউন্ডারী এলাকা বহির্ভূত উত্তরাংশে কয়লা মজুদ রয়েছে কি-না এ সংক্রান্ত ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির সময় বৃটিশ প্রতিষ্ঠান মেসার্স ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং কর্তৃক অনুমেয় বিষয়টির ধারণা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার জন্য চুক্তি অনুযায়ী ৬টি এক্সপ্লোরেটরী ড্রিলিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

এডিপিভুক্ত প্রকল্প ঃ

০১) মোবারকপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প।
০২) আশুগঞ্জ-এলেঙ্গায় কম্প্রেসর ষ্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
০৩) হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।
০৪) বনপাড়া - রাজশাহী গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্প।
০৫) ভেড়ামারা - খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প।
০৬) বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন।
০৭) তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন।
০৮) সাপাই ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট অব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউসন কোম্পানি।
০৯) দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প।
১০) গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন প্রকল্প (আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ)।
১১) অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাষ্ট ট্রাক প্রোগাম (বিজিএফসিএল এর অধীনে ৪টি কূপ খনন ও এসজিএফএল এর অধীনে ১টি কূপ খনন) (বিজিএফসিএল পার্ট) ও (এসজিএফএল পার্ট)।
১২) ২-ডি সিসমিক সার্ভে আন্ডার ফ্রাষ্ট ট্রাক প্রোগাম।
১৩) বাপেক্স এর গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সালদা # ৩, ৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫)।
১৪) সিলেট গ্যাস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প।
১৫) রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিসটিং সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা এক্যুইজিশন (স্কাডা) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রীড আন্ডার জিটিসিএল।
১৬) টিএ টু রিভিউ দ্যা এপ্রোচ ফর ইনক্রিজিং দ্যা এফিসিয়েন্সি অব গ্যাস ইউটিলাইজেশন ইন সারটেন মেজর ইউজারস।

নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহঃ

১) রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন পান্ট স্থাপন (১ম সংশোধিত)।
২) পেট্রোলকে অকটেন এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট স্থাপন।
৩) রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন পান্ট (আরসিএফপি)-তে ২টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।
৪) শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকার দুটি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা বিশিষ্ট গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
৫) বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প।
৬) কন্সট্রাকশন অব ২০ ইঞ্চি ডিনী ১০০০ পিএসআইজি ট্রান্সমিশন লাইন ফরম শ্রীপুর টু জয়দেবপুর সিজিএস প্রকল্প।
৭) ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর কোল বেড মিথেন এ্যাট জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড।
৮) সাইসমিক ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অফ কোল ডিপোজিট এ্যাট দিগীরপাড়া, দিনাজপুর।

জিডিএফভূক্ত প্রকল্পসমূহ ঃ

১) ১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ ।
২) বাপেক্সের ৫টি কূপ খনন।
৩) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস পান্ট সংগ্রহ।
৪) তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ এলাকায় কূপসমূহের ওয়ার্কওভার (৫টি কূপের ওয়ার্কওভার)।
৫) স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ।
৬) কৈলাশটিলা ষ্টাকচারে ১টি মূল্যায়ন তেল কূপ/উন্নয়ন গ্যাস কূপ (কৈলাশটিলা-৭) খনন প্রকল্প।
৭) ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স।
৮) ২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স।
৯) রূপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ প্রকল্প।
১০) তিতাস ২৭নং কূপ খনন।
১১) বাখরাবাদ - ৫নং কূপ পুনঃ সম্পাদন।
১২) কৈলাশটিলা - ৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন।
১৩) সিলেট - ৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন।
১৪) রশিদপুর - ৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড(বাপেক্স)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	হালনাগাদ অগ্রগতি
	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) জানুয়ারি, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১৫	৮৯২৬.০০ (৬১৮৪.০০)	৪২৫৬.০৫	সদ্য ক্রয়কৃত ১৫০০ এইচপি রিগ প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে । যৌথভাবে চাইনিজ প্রকৌশলী / টেকনিশিয়ান এবং বাপেক্স এর প্রকৌশলী দ্বারা রিগ ইকুইপমেন্ট, মেশিনারিজ টুলস ইত্যাদির সংযোজন ও স্থাপনের কাজ চলছে।
২।	সালদানদী#৩, ৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫।	৩০৫৬৪.০০ (২৪০২৯.৯০)	১৬,২৫৯.০৭	সালদা নদী # ৩ ও ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ ও ৫ খননকাজ সম্পন্ন হয়েছে। সালদানদী # ৩ ও ফেঞ্চুগঞ্জ#৪ কূপ হতে যথাক্রমে ২১ ও ২০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ফেঞ্চুগঞ্জ # ৫ কূপ হতে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস আবিস্কার হয়নি। সালদানদী # ৪ কূপের খনন কার্যক্রম শীঘ্রই আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।
	উপ-মোট (জিওবি) ঃ	**৩৯৪৯০.০০ (৩০২১৩.৯০)**	**২০,৫১৫.১২**	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	হালনাগাদ অগ্রগতি
	জিডিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
৩।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোণা (সুনেত্র) তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত) জানুয়ারি, ২০১১ থেকে অক্টোবর, ২০১৩	৭৫৩৫.০০ (৪৭৭৬.০০)	৬৩৫৫.৬৯	৪৬৮৩ মিটার পর্যন্ত খনন সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআর গত ১২-০৩-২০১৪ তারিখে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪।	বাপেক্স এর ৫টি কূপ খনন প্রকল্প (শাহবাজপুর#৩, ৪, বেগমগঞ্জ#৩, সেমুতাং#৬, শ্রীকাইল#৩) মার্চ, ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ (সংশোধিত)	১০১৩৯৭.০০ (৮২৩৩১.০০)	৫৬৫০০.২৫	শ্রীকাইল#৩ কূপ খনন কাজ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন শেষে ১৮-০৭-২০১৩ তারিখ হতে প্রায় ২০ এমএমসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বেগমগঞ্জ#৩ কূপে ৩৫৬৫ মিটার পর্যন্ত খনন শেষে টেষ্টিং সম্পন্ন হয়েছে। সেমুতাং#৬ কূপে ৩০৩২ মিটার পর্যন্ত খনন শেষে ১২-০৪-২০১৪ হতে ৬ এমএমসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। শাহবাজপুর#৩ কূপে ৩/৭/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩৬৫০ মিটার খনন কার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং খননকাজ চলমান রয়েছে।
৫।	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ প্রকল্প জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৫	৯৫৩৪.০০ (৮৫০৯.০০)	৬০৩২.০১	M/S SPEC Energy, DMCC, UAE এর সহিত চুক্তি সম্পাদন শেষে এল/সি স্থাপন করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক প্রেরিত ডিজাইন ড্রয়িং এর মূল্যায়ন শেষে বর্তমানে ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এর কাজ চলছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত হয়েছে। Equipment Skid এর Foundation এর কাজ চলমান রয়েছে
৬।	১৫০০ এইচ পি রিগ সংগ্রহ প্রকল্প (সংশোধিত) জুলাই, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪	২১১৭৮.০০ (১৮৮০১.০০)	১৮৯৬৭.০৮	রিগ চট্রগ্রাম বন্দর হতে মোবারকপুর প্রকল্পে স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। রিগ সরবরাহকারীর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ বাংলাদেশে এসে উক্ত রিগ ইরেকশন, টেষ্টিং ও কমিশনিং এর কাজ ।
৭।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প (সংশোধিত) সেপ্টেম্বর, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৫	৪৬১৮.০০ (৩৯২৩.০০)	২৬৬৫.২৬	সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এল/সি স্থাপন করা হয়েছে। স্কীড ফাউন্ডেশনের কাজ চলছে। প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৪টি কনসাইন্টমেন্টন মালামাল শীপমেন্ট হয়েছে এবং শীপমেন্টের মালামাল সাইটে পৌছেছে।
৮।	৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স ডিসেম্বর, ২০১২ থেকে নভেম্বর, ২০১৭	১৮২৫০.০০ (৯১৪০.০০)	৬৮৬৯.৬৯	সুনেত্র ভূগঠনে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শেষ হওয়ায় প্রকল্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় ৬০০ বর্গ কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ভোলা জেলায় শিফটিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। নেত্রকোনা ভূগঠন ও শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রে মোট ৫৬২ বর্গ কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ হয়েছে।
৯।	রূপগঞ্জ তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৫ (প্রস্তাবিত)	৯৭০০.০০ (৫৯৮৪.০০)	৫৫৮৩.৯১	রূপগঞ্জ#১ এ ০৪/০৩/২০১৪ তারিখ হতে খনন শুরু হয়ে ৩১/০৫/২০১৪ তারিখে ৩৬১৫ মিটার খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সফল খনন শেষে গত ২১-০৬-২০১৪ তারিখে ডিএসটি'র মাধ্যমে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। এটি দেশের ২৬তম গ্যাস ক্ষেত্রহিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।
১০।	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স ডিসেম্বর, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭	৭১১৩.০০ (৩৪০০.০০)	১৪৬৪.১৩	প্রকল্পের পরিকল্পনা মোতাবেক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪৫০ লাইন কি.মি. ২ডি সাইসমিক জরিপের মধ্যে ৩৫৮ লাইন কি.মি. সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। গত অর্থ বছরসহ মোট ৪৭৬ লাইন কিঃমিঃ সাইসমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
	উপ-মোট (জিডিএফ) ঃ	**১৭৯৩২৫.০০** (১৩৬৮৬৪.০০)	**১০৪৪৩৮.০২**	
	মোট (জিওবি ও জিডিএফ)ঃ	**২১৮৮১৫.০০** **(১৬৭০৭৭.৯০)**	**১২৪৯৫৩.১৪**	

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)ঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণ ও বর্তমান গ্যাস সংকট মোকাবেলায় দ্রুততার সাথে স্বল্পতম সময়ে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে মোট ১২২৪.২০ কোটি টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে বিজিএফসিএল ও এসজিএলএল এর কার্যক্রমের সমন্বয়ে 'অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় Gazprom International এর সাথে ২৬-০৪-২০১২ তারিখে বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর ১টি যৌথ খনন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। Gazprom সফলভাবে তিতাস ফিল্ডে ৪টি কূপ খনন সম্পন্ন করে। বর্তমানে তিতাস ২০ নং কূপ হতে দৈনিক ৯ মিলিয়ন, তিতাস ২২ নং কূপ হতে দৈনিক ১১ মিলিয়ন ও তিতাস ১৯ নং কূপ হতে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। তিতাস ২১ নং কূপের কমপিণ্ডশন শেষে ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ হতে কূপটি থেকে দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়। অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের কারনে ২০ জুন, ২০১৪ তারিখ হতে কূপটি হতে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ আছে। প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন ও গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে Pietro Fiorentini S.p.A, Italy এর সাথে ২ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে বিজিএফসিএল এর চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিকাদার কর্তৃক তিতাস লোকেশন-এ তে প্রসেস প্ল্যান্ট এর প্রি-কমিশনিং শেষে কমিশনিং এর প্রস্তুতি চলছে এবং লোকেশন-সি তে অপর প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

এডিবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে নিয়োজিত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশের আলোকে পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তানুযায়ী তিতাস ফিল্ডের ত্রুটিপূর্ণ কূপসমূহের রেমেডিয়াল কার্যক্রম গ্রহণ তথা তিতাস গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ সমস্যা হ্রাসকল্পে জিডিএফ অর্থায়নে 'তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদ্গীরণ এলাকার কূপসমূহের ওয়ার্কওভার' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ৬৭.৫৫ কোটি টাকাসহ মোট ২৪০.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ মার্চ, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ৪টি ক্যাটাগরীতে তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ৩টি ক্যাটাগরীর দরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে এবং অপর ১টি ক্যাটাগরীর মূল্যায়ন চলছে। এছাড়া ৫টি গ্রুপের ওয়ার্কওভার মালামাল সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রাপ্ত দরপত্র প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিজিএফসিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে এবং NOA প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ১টি গ্রুপের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ নিরসন হবে আশা করা যায়।

তিতাস ফিল্ডে বাপেক্স কর্তৃক সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের চূড়ান্ড় ফলাফলের আলোকে পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তানুযায়ী গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এর অর্থায়নে বৈদেশিক মুদ্রায় ৩৮.৮০০ কোটি টাকাসহ মোট ১০৭.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রণীত 'তিতাস ২৭ নং কূপ খনন' প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় তিতাস ২৭ নং কূপের খনন কার্য ২০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ হতে বাপেক্সের আইপিএস কার্ডওয়েল রিগ দ্বারা শুরু হয়। খনন সম্পন্নের পর ১০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখ হতে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে দৈনিক ১৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। বাপেক্স ও বিজিএফসিএল এর মজুদ খনন মালামাল এ কূপটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৮টি গ্রুপের খনন মলামাল এর মধ্যে ৩টি গ্রুপের জন্য দরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে এবং NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে। ৪টি গ্রুপের জন্য বিজিএফসিএল বোর্ড নির্দেশনা অনুযায়ী পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং বোর্ড নির্দেশনার আলোকে অপর গ্রুপের (Wellhead & X-mas Tree) কিছু মালামাল বাস্তবায়নাধীন ওয়ার্কওভার প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং অবশিষ্ট মালামাল বাপেক্স দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা নিচ্ছে।

বাখরাবাদ ৫ নং কূপটিকে পুনঃসম্পাদনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলায় ২০ আগস্ট, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ১৫.০০ কোটি টাকাসহ ৭৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিডিএফ এর অর্থায়নে 'বাখরাবাদ ৫ নং কূপ পুনঃসম্পাদন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রণীত ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮ মে, ২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ অক্টোবর, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩টি ক্যাটাগরীর তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২টি গ্রুপের মালামালের মধ্যে ১টির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং অপরটির জন্য সফল দরদাতা বরাবর NOA প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বাপেক্সের নতুন বিজয় রিগ দ্বারা কূপটির পুনঃসম্পাদন কাজ ১৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখ হতে শুরু করা হয়। ব্রিজ প্লাগ অপসারণের কাজ শেষে D_{upper} ও D_{lower} জোনে পূর্বের Performation Interval Squeeze করার জন্য বর্তমানে হোল ক্লিনিং কাজ চলছে।

বাখরাবাদ ফিল্ডে উৎপাদনরত কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সাল হতে ভাড়া ভিত্তিতে বুস্টার কম্প্রেসর স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত রাখা হচ্ছে। বিজিএফসিএল-এর ৫৭তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নতুন কম্প্রেসর ক্রয়ের মাধ্যমে নিজস্ব লোকবল দ্বারা বাখরাবাদ ফিল্ডে কম্প্রেসর অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভাড়া ভিত্তিতে স্থাপিত বুস্টার কম্প্রেসরসমূহ নতুন ক্রয়কৃতব্য কমপ্রেসরের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের জন্য জিডিএফ অর্থায়নে বৈদেশিক মুদ্রায় ৯৪.৮০ কোটি টাকাসহ ১১৯.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিডিএফ এর অর্থায়নে 'বাখরাবাদ ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬ জুন, ২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত রয়েছে। কম্প্রেসর ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র দলিল ২৯ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখের বিজিএফসিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১২ মে, ২০১৪ তারিখে প্রাপ্ত দরপত্র প্রস্তাবসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন চলছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)ঃ

রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টঃ

শেভরন বাংলাদেশ লিঃ এর বিবিয়ানা ফিল্ড হতে বর্ধিত হারে উৎপাদিতব্য কনডেনসেট ইভ্যাকুয়েশনের নিমিত্ত ও প্রাপ্তব্য কনডেনসেট গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করে বাজারজাতযোগ্য পেট্রোলিয়াম পণ্য যথা পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তায়নাধীন এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ৩২৮৮০.০০ লক্ষ টাকা সহ সর্বমোট ৪৬৩৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ, ১৮.৯১ একর ভূমি অধিগ্রহণ, পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের লক্ষ্যে EIA, ভূমি উন্নয়ন, ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দৈনিক প্রায় ২৮০০ ব্যারেল পেট্রোল, ৩৬০ ব্যারেল ডিজেল এবং ৮৪০ ব্যারেল কেরোসিন উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপনঃ

রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে উৎপাদিতব্য পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের লক্ষ্যে রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসমপন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উক্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল মার্চ ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ২৭৬৩৮.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩৫৪১৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দৈনিক ২৭১০ ব্যারেল অকটেন এবং ২৫.৮৫ মেঃ টন এলপিজি উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট এলাকায় ২টি ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণঃ

রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে ৬০,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি ডিজেল ও ২০,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি কেরোসিন ট্যাংক স্থাপন করে প্ল্যান্টের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্ল্যান্ট-কে পূর্ণ ক্ষমতায় পরিচালনা করার লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় স্থানীয় মুদ্রায় মোট ২১৩১.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের লক্ষ্যে নির্বাচিত ইপিসি ঠিকাদারের মাধ্যমে Design & Drawings of Civil and Mechanical Constructions কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ১টি মূল্যায়ন (তেল)/উন্নয়ন (গ্যাস) কূপ(কৈলাশটিলা-৭) খননঃ

৩-ডি সাইসমিক জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ৫৮৯৮.৯৪ লক্ষ টাকা সহ মোট ২১৮১৮.৭৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন, পূর্ত কাজ, খনন মালামাল ক্রয় ও তৃতীয় পক্ষীয় সেবার যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। খনন ঠিকাদার হিসেবে বাপেক্সের রিগ প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। শীঘ্রই খনন কার্যক্রম শুরু করা হবে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দৈনিক ৫০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল অথবা দৈনিক ২৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে।

নতুন মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন (কৈলাশটিলা-৯, সিলেট-৯, রশিদপুর-৯, ১০ ও ১২ নং কূপ)ঃ

৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (জিডিএফ) এর অর্থায়নে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। কূপসমূহের খনন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক ৯০ এমএমএসসিএফ গ্যাস, দৈনিক ২৫০ ব্যারেল কনডেনসেট ও দৈনিক ৩০০ ব্যারেল অশোধিত তেল উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)ঃ

Supply Efficiency Improvement of TGTDCL প্রকল্পঃ

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এর আর্থিক সহযোগিতায় "Supply Efficiency Improvement of TGTDCL" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১৫। প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

- টার্ণ-কী ভিত্তিতে ৮,৬০০টি আবাসিক গ্রাহক আঙ্গিনায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের বিষয়ে আহবানকৃত দরপত্রে Technically & Financially Responsive দরদাতা Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd. এর সঙ্গে গত ২০-০৫-১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক আগামী এপ্রিল ২০১৫ এর মধ্যে মিটার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম অনুযায়ী ৮,৬০০টি প্রি-পেইড মিটার তাদের ফ্যাক্টরীতে উৎপাদনাধীন আছে, যা আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৪ মাসের মধ্যে বাংলাদেশে এসে পৌঁছাবে। মিটার স্থাপন কার্যক্রম আগামী নভেম্বর ২০১৪ মাস হতে শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মাসে শেষ হবে। Production Go-Live কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মাসে শেষ হবে এবং আগামী এপ্রিল ২০১৫ মাসে ঠিকাদার কোম্পানির কাছে Project Hand Over কার্যক্রম শেষ করবে। আশা করা যায়, জুন ২০১৫ হতে ৮,৬০০টি আবাসিক গ্রাহক এই প্রি-পেইড প্রকল্পের সুফল পেতে শুরু করবে।

- টার্ণ-কী ভিত্তিতে EVC যুক্ত টারবাইন মিটারসহ রিমোট মিটারিং সিস্টেম স্থাপনের বিষয়ে আহবানকৃত দরপত্রে Technicaly Responsive একমাত্র দরদাতার দাখিলকৃত আর্থিক দর প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ২৪০% অধিক হওয়ায় এডিবি উক্ত প্যাকেজ বাদ দেয়ার পরামর্শ দেয়। তদনুযায়ী তিতাস পরিচালকমণ্ডলীর ৬৯৩তম সভায় বর্ণিত প্যাকেজ-২ অঙ্গ বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- বৈদেশিক উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানির বিভিন্ন ক্যাটাগরীর গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত গ্যাস সরঞ্জাম Standardization করতঃ ভবিষ্যতে Energy Efficiency Improvement-এর বিষয় বিবেচনা করে Portfolio of Projects প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর গাইডলাইন অনুযায়ী বৈদেশিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd.- কে প্রকল্পে নিয়োগ করা হয়েছে। বৈদেশিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে Inception Report, Bid Document (Package-1), Bid Document (Package-2), Interim Report, Draft Final Report, Technical Bid Evaluation Report (Package-1), Financial Bid Evaluation Report (Package-1), Technical Bid Evaluation Report (Package-2) এবং Financial Bid Evaluation Report (Package-2) দাখিল করেছে;

- কোম্পানির কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট মোট ১০ (দশ) টি পৃথক কোর্সে গত এপ্রিল ও মে ২০১৪ মাসে বিপিআই-তে স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কোম্পানির মোট ২৪৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন;

- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে এডিবি'র নির্দেশনা মোতাবেক REOI, TOR, Cost Estimate, Shortlisting Criteria এডিবি'র অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়।

Installation of Pre-paid Gas Meter for TGTDCL প্রকল্পঃ

জ্বালানি সাশ্রয় তথা জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাসের অপচয় ও সিস্টেম লস রোধ, ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে তিতাস অধিভুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ২.০০ লক্ষ আবাসিক গ্রাহকের বিপরীতে প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেম প্রবর্তনের জন্য "Installation of Pre-paid Gas Meter for TGTDCL" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আবাসিক গ্রাহকদের অগ্রিম বিল আদায়, কোম্পানির ব্যাবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন এবং গ্যাস ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাসের অপচয় রোধ তথা প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণ সম্ভব হবে। জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশের উপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

শ্রীপুর (গারারান) হতে জয়দেবপুর সিজিএস পর্যন্ত ২০" ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ৩০.০ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পঃ

কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে শ্রীপুর (গারারান) হতে জয়দেবপুর সিজিএস পর্যন্ত ২০" ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ৩০.০ কি.মি.গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণের ডিপিপি গত ১১-০২-১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৭-৪-২০১৪ তারিখে এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ (জিও) জারি করা হয়। প্রকল্পটি কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯,৮২১.২৬ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে এবং পাইপলাইন নির্মাণের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিল্প বর্ধিষ্ণু গাজীপুর, টঙ্গী, টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকা, কাশিমপুর, কোনাবাড়ী, কোনাবাড়ী বিসিক শিল্প এলাকা, আশুলিয়া,সাভার, ধামরাই, গণকবাড়ী, নরসিংহপুর, চন্দ্রা ইত্যাদি এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং উক্ত এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যার নিরসন হবে।

নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ

নতুন এলাকায় নতুন করে বিতরণ লাইন সম্প্রসারণে সরকারি নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান থাকায় নতুন গ্যাস বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ কাজ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। গ্যাস উৎপাদন/সরবরাহ আংশিক বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নতুন এলাকা বর্ধিত না করে যে সব এলাকায় গ্যাস বিতরণ লাইন বিদ্যমান, শুধুমাত্র সে সব এলাকায় পর্যায়ক্রমে আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

Clean Devlopment Mechanism (CDM) প্রকল্পঃ

গত ১১ আগস্ট ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সভাপতি, জাতীয় সিডিএম বোর্ড এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সিডিএম বোর্ডের নবম সভায় ঘউ ঈষরসধঃব অ/ঝ কর্তৃক দাখিলকৃত "Reducing Gas Leakages within Titas Gas Distribution Network in Bangladesh" শীর্ষক CDM প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) তে প্রেরণ করা হয়েছে।

পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রমঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন ও চলমান পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় তুরাগ, ধলেশ্বরী ও কালীগঙ্গা নদীর মোট ৫ (পাঁচ) টি স্থানে এইচডিডি পদ্ধতিতে গ্যাস পাইপলাইনসমূহের নদী অতিক্রমণ কাজ;
- এলজিইডি এর অর্থায়নে এফডিসি গেট সংলগ্ন মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার বরাবর 3" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৬ মিটার গ্যাস পাইপলাইন পুনঃনির্মাণ/পুনঃর্বাসন কাজ;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্থায়নে শীতলক্ষ্যা নদী সংলগ্ন ঘোড়াশাল রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় 6" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪৮ মিটার গ্যাস পাইপলাইন পুনঃনির্মাণ/পুনঃর্বাসন কাজ; চিনিশপুর, নরসিংদী এলাকায় রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রমকারী 10", 12", 20" ও 24" ব্যাসের কেসিং পাইপ সম্প্রসারণ এবং আরশীনগর, নরসিংদী এলাকায় ১২চ ব্যাসের কেসিং পাইপ সম্প্রসারণ কাজ;
- নারায়ণগঞ্জ শহরের কালিরবাজার এলাকায় ফ্রেন্ডস মার্কেটের সম্মুখস্থ শায়েস্তা খান রোড ও সিরাজুদ্দৌলা রোডে 1" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৬৭ মিটার গ্যাস পাইপলাইন পুনঃনির্মাণ/পুনঃর্বাসন কাজ;
- খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর সায়েদাবাদ প্রান্তে প্রস্তাবিত নতুন লুপ (২য় ফেজ) বরাবর পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃর্বাসন কাজ; এবং
- সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে গোদনাইল টিবিএস পর্যন্ত 16" ব্যাস x ৩০০ পিএসআইজি x ৬.০ কি.মি এবং গোদনাইল টিবিএস থেকে পঞ্চবটি ডিআরএস পর্যন্ত 12"ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৮.০ কি. মি. পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)ঃ

আশুগঞ্জ ম্যানিফোল্ড স্টেশনের অফটেক হতে আশুগঞ্জ সারকারখানা পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণঃ

হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড ও জিটিসিএল-এর আশুগঞ্জ ম্যানিফোল্ড স্টেশন হতে আশুগঞ্জস্থ ভাল্ব স্টেশন-৩ এ দৈনিক ২৩০ মিলিয়ন ফনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এ ভাল্ব স্টেশন হতে আশুগঞ্জ সরকারখানায় তাদের চাহিদা অনুযায়ী সর্ব নিম্ন ৬০০পিএসআইজি ও সর্বোচ্চ ৬৫০ পিএসআইজি চাপে দৈনিক ৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এছাড়া আশুগঞ্জ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড-এর আধীনে বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার স্টেশন ও রেন্টাল পাওয়ার স্টেশনগুলোতে ও ভাল্ব স্টেশন-৩ হতে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। ভাল্ব স্টেশন-৩ এ গৃহীত গ্যাসের পরিমাণ উভয় কোম্পানির চাহিদাকৃত গ্যাসের পরিমাণের চেয়ে কম হওয়ায় এবং পাওয়ার স্টেশনগুলো অধিক পরিমাণে গ্যাস গ্রহণ করার কারণে আশুগঞ্জ সারকারখানাতে গ্যাসের স্বল্পচাপজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা লাঘবের জন্য আশুগঞ্জ ম্যানিফোল্ড স্টেশনের ১০" ব্যাসের ৭৫০ পিএআইজি চাপের অফটেক হতে আশুগঞ্জ সারকারখানার আরএমএস পর্যন্ত ১০" ব্যাসের ৩ (তিন) কিলোমিটার গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং লাইন নির্মাণের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীণ আছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)ঃ

সিলেট গ্যাস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রজেক্টঃ

জালালাবাদ গ্যাস অধিভূক্ত বিভিন্ন এলাকায় উচ্চচাপ ব্যালেন্সিং গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ এবং সিলেট জেলার বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর এবং মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলা গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ৮ইঞ্চি ও ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপের মোট ৩৭ কিমিঃ উচ্চচাপ পাইপলাইন স্থাপন ও ৩ (তিন) টি নতুন ডিআরএস নির্মাণ কাজ এবং স্থাপিতব্য নেটওয়ার্ককে সিপি সিস্টেমের আওতায় আনার জন্য ৫টি টিইজি স্থাপন ও সিপি কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে "সিলেট গ্যাস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ৯০৭৫.০০ লক্ষ টাকা। একনেক কর্তৃক যা বিগত ০৮-০৫-২০১২ তারিখে প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পের অধীনে এনটিএল থেকে লাইনপাইপ ক্রয়ে এবং বৈদেশিক মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোট প্রাক্কলিত মূল্যের স্থানীয় ও বৈদেশিক মূদ্রার পরিমান হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটায় ডিপিপির আন্তঃখাত সংশোধন করা হয় যা বিগত ২১/০১/২০১৩ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ঋণ ঃ ইক্যুইটি=৬০ঃ৪০-এ সর্বমোট ৯৭.২৮ কোটি টাকা (নঃ বৈঃ মুঃ ৩১.২৭ কোটি টাকা জিওবি ৮৭.২৮ কোটি টাকা, নিজস্ব অর্থায়ন ১০.০০ কোটি টাকা)।

প্রকল্প অনুমোদন এর পর ইতোমধ্যে বিভিন্ন বৈদেশিক ও স্থানীয় উপকরণ ক্রয়পূর্বক মাঠ পর্যায়ে পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণ কাজের নিমিত্ত সর্বমোট ৭টি গ্রুপের মধ্যে ৬টি গ্রুপে ১০৭ কিমিঃ পাইপলাইন নির্মাণকাজ, ৪টি নতুন ডিআরএস নির্মাণ এবং ৫টি ডিআরএস মডিফিকেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ অপরিহার্য হওয়াতে তা কোম্পানির ৩৩২ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মোট ৭৫ কিমিঃ বিভিন্ন ব্যাসের পাইপলাইন নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। আশা করা যায় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে আলোচ্য প্রকল্পটি আগামী জুন ২০১৬ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে ৩০.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ১০০% সফলতা অর্জিত হয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)ঃ

জিওবি এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে Gas Transmission and Development Project (GTDP)-এর আওতাধীন পাইপলাইন প্রকল্পসমূহঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সঞ্চালন অবকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪টি পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তি নং-২১৮৮ ব্যানএসএফ-এর আওতায় কোম্পানির ৪টি প্রকল্পের জন্য ১৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের সংস্থান করা হয়। প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অর্জিত অগ্রগতি
১।	মনোহরদী-ধনুয়া এবং এলেঙ্গা-বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত ৩০" ব্যাস ৫১ কিঃ মিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন।	প্রকল্পের আওতায় মনোহরদী থেকে ধনুয়া পর্যন্ত পাইপলাইন (নদী ক্রসিংসহ) নির্মাণ শেষে গাজীপুরের ধনুয়াতে একটি ৫৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন মিটারিং এন্ড মেনিফোল্ড স্টেশন স্থাপন করতঃ গত ২১-০৫-২০১৪ তারিখে কমিশনিংপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন মিটার রানের সাথে ধনুয়া-ময়মনসিংহ লাইন, ২০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন মিটার রানের সাথে ধনুয়া ঞইঝ-এর সংযোগ করা হয়। অপরদিকে ২৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মিটার রান অফটেক হিসেবে Future Provision এর জন্য রাখা হয়েছে।
২।	হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা ৩০" ব্যাস ৮৭ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন।	প্রকল্পের আওতায় হাটিকুমরুল থেকে ভেড়ামারা পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ এবং কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সিটি গেইট স্টেশন (সিজিএস) সহ অন্যান্য স্টেশন স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, স্কাডা সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর, ২০১৪ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের আওতায় এইচডিডি পদ্ধতিতে পদ্মা নদী ক্রসিং কাজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জুন, ২০১১ মাসে শুরু করে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ অবকাঠামোতে বাধাপ্রাপ্তির কারণে এইচডিডি পদ্ধতিতে ঠিকাদারের পরপর দু'দফা প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দীর্ঘ বিলম্বের পর ঠিকাদার এইচডিডি'র পরিবর্তে বিকল্প পন্থা অর্থাৎ পাক্শী সড়ক সেতুর (লালন শাহ্ সেতু) সাথে পাইপলাইন স্থাপন করে নদী অতিক্রমনের প্রস্তাব করে। কিন্তু যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগ কর্তৃক অবহিত করা হয় যে, পাক্শী সড়ক সেতুতে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের কোন Provision নেই। সড়ক বিভাগের মতামত অনুযায়ী পুনরায় এইচডিডি পদ্ধতিতেই নদী অতিক্রম করে কাজটি সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ঠিকাদারকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	ভেড়ামারা-খুলনা ২০" ব্যাস ১৬৫ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন।	প্রকল্পের আওতায় ভেড়ামারা থেকে খুলনা পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ, এইচডিডি পদ্ধতিতে ৬টি নদীর তলদেশে পাইপলাইন স্থাপন, সিপি সিস্টেম স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খুলনায় ১টি সিটি গেইট স্টেশন (সিজিএস), ৩টি জেলা শহরে (কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর) ৩টি টাউন বর্ডার স্টেশন (টিবিএস) স্থাপন কাজ, স্কাডা সিস্টেম স্থাপন ও পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর ২০১৪ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
৪।	বনপাড়া-রাজশাহী ১২" ব্যাস ৫৩ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন।	প্রকল্পের আওতায় বনপাড়া থেকে রাজশাহী পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ করে গ্যাস কমিশনিং করা হয়। রাজশাহীতে ১টি সিটি গেইট স্টেশন (সিজিএস) এবং নাটোর ও পুঠিয়ায় ১টি করে মোট ২টি ডিস্ট্রিক্ট রেগুলেটিং স্টেশন (ডিআরএস) ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। রাজশাহীতে সিজিএস কমিশনিং করে গত মার্চ ১৫, ২০১৪ তারিখ হতে নির্ধারিত চাপে রাজশাহী মহানগরীতে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, স্কাডা সিস্টেম স্থাপন ও পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর ২০১৪ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

জিওবি এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Natural Gas Access Improvement Project (NGAIP)-এর আওতাধীন আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় কম্প্রেসার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পঃ

জাতীয় গ্যাস গ্রিডভূক্ত বিদ্যমান সঞ্চালন পাইপলাইনসমূহের পাশাপাশি নির্মিতব্য বিভিন্ন সঞ্চালন পাইপলাইন সমূহে গ্যাস প্রবাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশের বিভিন্ন গ্যাস বিপণন কোম্পানির গ্রাহক প্রান্তে নির্দিষ্ট চাপে ও চাহিদা মোতাবেক গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আশুগঞ্জ (বি-বাড়ীয়া জেলা) ও এলেঙ্গায় (টাঙ্গাইল জেলা) জিওবি ও এডিবি'র যৌথ অর্থায়নে কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা বাবদ ১০৪.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এডিবি কর্তৃক এবং যাবতীয় স্থানীয় মুদ্রা জিওবি খাত হতে নির্বাহের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় ১২২.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে ইপিসি ঠিকাদার হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি, কোরিয়া লিঃ-এর সাথে গত ২১-১০-২০১১ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। আশুগঞ্জে ০১টি কম্প্রেসারের Test Run চালু করা হয়েছে। অপরদিকে, আশুগঞ্জস্থ অপর ২টি এবং এলেঙ্গায় স্থাপিত কম্প্রেসারের কমিশনিং কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জিওবি ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প ঃ

- সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের আওতায় সিদ্ধিরগঞ্জে স্থাপিতব্য ৩৩৫ মেঃটঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং মেঘনাঘাট, হরিপুর ও সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যমান ও স্থাপিতব্য পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বাখরাবাদ হতে সিদ্ধিরগঞ্জ পর্যন্ত ৩০" ব্যাসের প্রায় ৬০ কিঃমিঃ দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন, ৬টি নদীক্রসিং এবং ৬টি ভাল্ব স্টেশন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৩টি মিটারিং স্টেশনসহ স্কাডা সিস্টেম স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে।

- বিশ্বব্যাংকের অনুমোদিত পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সরকারি হিসেবে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম এনজিও প্রতিষ্ঠান Development Organization of the Rural Poor (DORP) এর সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোঃ লিঃ এর আওতাধীন মেঘনাঘাট, হরিপুর ও সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় বিদ্যমান ও ভবিষ্যত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ এবং নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা সংলগ্ন শিল্পাঞ্চল সমূহে বর্ধিত গ্যাস সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জিওবি ও জাইকা'র যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন স্কাডা রিহেভিলিটেশন প্রকল্পঃ

দেশের গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন পাইপলাইনসমূহকে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের নিমিত্ত জিটিসিএল-এর বিদ্যমান স্কাডা সিস্টেম-এর Rehabilitation and Expansion কাজের লক্ষ্যে স্কাডা রিহেভিলিটেশন প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা'র যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ইতোমধ্যে প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে এবং EPC ঠিকাদার নিয়োগের জন্য প্রকল্পের পরামর্শক কর্তৃক Prequalification document প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৪০০.৪৫ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে জিওবি অংশ ৫৩৭৬.৯০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য অংশ ২৪০২৩.৫৫ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি আগামী জুন, ২০১৬ তারিখের মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।

বৈদেশিক অর্থায়ন ব্যতীত বাস্তবায়নাধীন পাইপলাইন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অর্জিত অগ্রগতি
১।	বিবিয়ানা-ধনুয়া ৩৬" ব্যাস ১৩৭ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন (অর্থায়ন : জিটিসিএল, পেট্রোবাংলা এবং এর অধীনস্থ ৬টি কোম্পানি)।	• প্রকল্পটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত ১৩৭ কিঃমিঃ পাইপলাইনটি বাংলাদেশে ইতোমধ্যে নির্মিত পাইপলাইন সমূহের মধ্যে সর্বাধিক ব্যাস সম্পন্ন। উক্ত পাইপলাইনের হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলাধীন প্রায় ৭০ কিঃমিঃ দীর্ঘ পাইপলাইন হাওর এলাকায় অবস্থিত এবং বৎসরের ৬-৭ মাস জলমগ্ন থাকাতে এর নির্মাণ কাজ খুবই দুরূহ ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ হওয়া সত্বেও ইতোমধ্যে সমুদয় ১৩৭ কিঃমিঃ পাইপলাইন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। • প্রকল্পটি পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল এবং পেট্রোবাংলার অধীনস্থ ছয়টি কোম্পানির অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের জন্য ৳১,৬৫০.৩১ কোটি টাকার প্রাক্কলিত মূল্যের ডিপিপি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) কর্তৃক ১৫ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪টি সেকশনে বিভক্ত পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য পুনঃদরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ও অনুমোদিত দর ডিপিপি'র এখাতে বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত হওয়ায় উক্ত ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত ৳১,৮১২.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের প্রথম সংশোধিত ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ১৫ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অগ্রবর্তী করা হয়।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অর্জিত অগ্রগতি
২।	গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপ্লানশন-আশুগঞ্জ টু বাখরাবাদ (অর্থায়ন : জিওবি ও জিটিসিএল)।	প্রকল্পটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আশুগঞ্জ প্রান্তে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ২০০-৪৫০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায় সঞ্চালনের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে ১৯৯৭ সালে নির্মিত আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনের সমান্তরালে ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬১ কি.মি. দীর্ঘ পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের পাইপলাইন নির্মাণের মাঠ পর্যায়ের কাজ ৩০-১২-২০১৩ তারিখ হতে শুরু হয়েছে এবং ৬১ কি.মি পাইপলাইনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পাইপলাইন নির্মাণ ঠিকাদার ইতোমধ্যে ৫৪.৯০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ায় বর্তমানে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় তিতাস, বুড়ি ও গোমতী ৩টি নদীর Horizontal Directional Drilling (HDD) পদ্ধতিতে নদীক্রসিং কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে গত ২৪-০২-২০১৪ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'তে ৫টি (মনোহরদী, দেওয়ানবাগ, কুটুম্বপুর, ফেনী এবং বারবকুন্ড) ইন্টারফেজ মিটারিং নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ইন্টারফেজ মিটারিং নির্মাণের নিমিত্ত কোম্পানি কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ডিজাইন/ড্রইং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩।	মহেশখালী-আনোয়ারা ৩০" ব্যাস ৯১ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন (অর্থায়ন: জিওবি ও জিটিসিএল)।	দেশের গ্যাস সংকট দ্রুত নিরসনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত এলএনজি আমদানির পরিকল্পনা অনুযায়ী মহেশখালীতে পেট্রোবাংলা কর্তৃক নির্মিতব্য এলএনজি টার্মিনাল থেকে প্রাপ্ত গ্যাস মহেশখালী-আনোয়ারা সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। পাইপলাইন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এলএনজি আমদানি ও টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" শীর্ষক আইনের আওতাধীন।
৪।	তিতাস গ্যাসফিল্ড (লোকেশন-সি-বি-এ) হতে তিতাস-এবি পাইপলাইন পর্যন্ত ১০" ব্যাসের ৭.৭০ কিঃমিঃ আন্তঃসংযোগ পাইপলাইন (অর্থায়নঃ জিটিসিএল)	তিতাস গ্যাসফিল্ডসের ভিন্ন ভিন্ন লোকেশনে "গ্যাজপ্রম" কর্তৃক চলমান খনন কাজের আওতায় ৪টি কূপ (১৯, ২০, ২১ ও ২২) হতে উৎপাদিত সর্বমোট ৫৭ এমএমসিএফডিএস গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালনের লক্ষ্যে তিতাস গ্যাসক্ষেত্র (লোকেশন সি-বি-এ) হতে বিদ্যমান ২৪ ইঞ্চি ব্যাস সম্পন্ন তিতাস-এবি পাইপলাইনের ছয়বাড়ীয়াস্থ অফটেক ভাল্বস্টেশন পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৭.৭ কিলোমিটার আন্তঃসংযোগ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পাইপলাইন পথসত্ত্বের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্ষা মৌসুম আরম্ভ হওয়ায় সাময়িকভাবে মাঠপর্যায়ে পাইপলাইন নির্মাণের কাজ স্থগিত রয়েছে। বর্ষা মৌসুম শেষে পাইপলাইন ও অন্যান্য ভূ-উপরিস্থিত স্থাপনার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

<u>কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প</u> ঃ

(ক) শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকায় জিটিসিএল প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে পূর্ত নির্মাণ, সেনিটারী ও অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রিফিকেশন কাজের জন্য গত ২৪-০২-২০১৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং মেসার্স জামাল এন্ড কোম্পানি ও রূপালী ট্রেডার্স কনসোর্টিয়াম এর মধ্যে সর্বমোট ৬৫,৩৫,১৪,৬০৭.৬৭ (পঁয়ষট্টি কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত সাত টাকা সাতষট্টি পয়সা) টাকায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(খ) ডিজাইন অনুযায়ী ভবনের বেইজমেন্ট-১ ও বেইজমেন্ট-২ এর ছাদ এবং বেইজমেন্টদ্বয়ের চারিদিকে রিটেইনিং ওয়ালের ঢালাই কাজসহ গ্রাউন্ড ফ্লোর এর ৬০% ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের প্রত্যেক ফ্লোরের ফ্লোর প্লান এবং বেইজমেন্ট ও গ্রাউন্ড ফ্লোরের ক্রস-সেকশন নকশা সম্পন্ন করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের ডিজাইন বিভাগ কর্তৃক ভবনের পাইল, ফাউন্ডেশন, বেইজমেন্ট ও কলাম এবং উক্ত অধিদপ্তরের ই/এম ডিভিশন কর্তৃক বৈদ্যুতিক কাজের ডিজাইন ও ড্রয়িং সম্পন্ন করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)ঃ

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

ক. ফিজিক্যাল ওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত Groundwater Modelling কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। জরিপ সংক্রান্ত অন্যান্য ডাটা ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম, Conceptual Model Development, Model Simulation, Calibration ইত্যাদি Computar base কাজগুলো আইডব্লিউএম তাদের ঢাকা অফিসে পরিচালনা করছে। আশা করা যাচ্ছে যে, চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ৩১ আগস্ট ২০১৪ তারিখের মধ্যেই আলোচ্য জরিপ কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আইডব্লিউএম কর্তৃক বিসিএমসিএল এ দাখিল করা হবে এবং এর মাধ্যমে বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের উত্তরাংশের কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে "Hydrogeology" সংক্রান্ত বিষয়ের যাবতীয় তথ্য/উপাত্ত জানা সম্ভব হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি সাপেক্ষে কোল বেসিনের উত্তরাংশ থেকে কয়লা উত্তোলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ. বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ইনফ্লুয়েন্স জোনসহ মাইনিং এলাকায় বসবাসকারি ভূমিহীনদের পূণর্বাসনের লক্ষ্যে পার্বতীপুর উপজেলার দক্ষিণ পলাশবাড়ী মৌজায় ৩০ একর জমিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৬৪ টি ব্যারাক হাউস নির্মাণ কাজ চলমান আছে। যা ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হবে।

বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডঃ

বোরহোল ড্রিলিং কার্যক্রমঃ

ক. বিসিএমসিএল ও এক্সএমসি/সিএমসি কনসোর্টিয়ামের মধ্যে সম্পাদিত বর্তমান এমপিএমএন্ডপি চুক্তির আওতায় বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্রের সেন্ট্রাল ও সাউদার্ণ অংশে ৫টি হাইড্রোজিওলজিক্যাল বোরহোল ড্রিলিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। চুড়ান্ত রিপোর্ট বিসিএমসিএল বরাবরে দাখিলের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম কনসোর্টিয়াম কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রিপোর্ট প্রাপ্তির পর সেন্ট্রাল ও সাউদার্ণ পার্ট থেকে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

'CSE-16' বোরহোল-এর ড্রিলিং কার্যক্রম (ড্রিলিং কার্যক্রমটি বর্তমানে সম্পন্ন হয়েছে)।

ভূ-গর্ভের রোডওয়ে উন্নয়নঃ

ভূ-গর্ভস্থ কোল ফেইস হতে কয়লা উৎপাদন এবং নতুন রোডওয়ে উন্নয়নের কাজ যুগপৎভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। আলোচ্য অর্থবছরে ১২০৬ (আংশিক) ও ১২০৫ লংওয়াল ফেইসের মোট ২,৮৯৪ মিটার রোডওয়ের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে জুলাই ২০১৪ মাস থেকে ১২১২ ফেইসের রোডওয়ে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

জেনারেটর স্থাপন ও কমিশনিং ঃ

বিসিএমসিএল ও এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়াম এর সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাইন অপারেশন ও সেইফটি এর জন্য ০২(দুই) টি ৩ মেঃ ওয়াট জেনারেটর স্থাপনের অংশ হিসাবে গত মে'২০১৪ মাসে ০১(এক)টি ৩.৫ মেঃ ওয়াট ৬০০০ ভোল্ট ডিজেল জেনারেটর স্থাপন ও কমিশনিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১২০৫ ফেইসঃ

২২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ থেকে ১২০৫ উৎপাদন ফেইস হতে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। এটি দ্বিতীয় স্পাইসের পঞ্চম ফেইস। ফেইসটির ডিজাইন স্ট্রাইক লেন্থ ৯৪৩.০০ মিটার এবং ফেইস লেন্থ ১৪৫.৫০ মিটার। ফেইসটি থেকে শেয়ারার কাটিং এবং Top Coal Caving-সহ মোট ৪.৩০ মিটার উচ্চতার কয়লা গ্রহণ করা হচ্ছে। ফেইসটি হতে সর্বমোট ৮,৯৯,০০০.০০ মেট্রিক টন (আয়তন ভিত্তিক পরিমাপ অনুযায়ী) কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ফেইসটি ৭৩.৮০ মিটার রিট্রিট করে এবং ফেইসটি থেকে প্রায় ৭২,০০০ মেট্রিক টন (ময়েশ্চার সহ) কয়লা উৎপাদিত হয় । ফেইস থেকে অতিরিক্ত পানি নিঃসরণের ফলে ২০ জুন ২০১৪ তারিখ "সি" সিফ্‌ট থেকে কয়লা উৎপাদন সাময়ীকভাবে বন্ধ রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমুহের সম্মিলিত সংখ্যা ঃ

ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচরী	কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচরী	
৩১১	১,৪২২	৫৭	৪৯৮	১,৯২০

খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ ঃ

স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচরী	কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা	
৪৪	৫৯১	২২	৮৫	৬৭৬

পরিবেশ সংরক্ষণ

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ

❖ প্রকল্প এলাকায় কূপ খনন চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়।

❖ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে Condensate সংগ্রহের সময় Spillage Waste বর্জ্য আশপাশে ছড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

❖ ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি, ডকুমেন্টস, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদি সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডি-হিউমিডিফায়ারের সাহায্যে সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বাহিরের পরিবেশে এয়ারকুলার ও ডি-হিউমিডিফায়ারের প্রতিক্রিয়া নগন্য। পরীক্ষাগার বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

❖ গ্যাস ফিল্ডের কূপ হতে উৎপাদিত পানি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকায় ড্রেনসমূহ ও কূপসমূহের সেলারের পানি পরিস্কার করা হয়। বাউজার লোডিং এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় তরল পেট্রোলিয়াম যাতে মাটিতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

❖ গ্যাস ফিল্ডের প্রতিটি কূপ হতে উৎপাদিত পানির স্যালাইনিটি পরীক্ষাকরতঃ যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিঃসরণ করা হয়। সকল ড্রেইন ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিস্কার এবং প্রসেস প্ল্যান্ট, অফিস ও আবাসিক এলাকার আগাছা কাটা, আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়।

❖ বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহৃত পোড়া মবিল, মবিল ফিল্টার ও লুবওয়েল নির্দিষ্ট ড্রামে সংরক্ষণ করা হয়। আর্বজনা নির্দ্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়।

❖ আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বর্জ্য পদার্থ এবং Solid wastage সংরক্ষণ ও অপসারনের জন্য সেফটি কোড অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে Tank স্থাপিত আছে।

❖ মধ্যপাড়া গ্রাণাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড'র নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ গ্রানাইট আহরণ এবং ভান্ডার পর্যন্ত পরিবহনকালে Dust নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Dust Collector এবং পানি স্প্রে করা হয় ফলে Dust পরিবেশে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। Fine Dust particle সমূহ Precipitation pool-এর sedimentation Pond-এ জমা হয়।

❖ বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভের কয়লা উত্তোলনকালে উক্ত প্যানেলের পরিবেশ কার্যোপযোগী করে রাখার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আর্দ্রতা ও বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা হয়। বাতাসে কয়লা ডাষ্ট প্রতিকারের জন্য কভার বেল্ট-এর মাধ্যমে কয়লা পরিবহনের পাশাপাশি পানি স্প্রে করা হয়। Coal Storage এ Ignition প্রতিরোধক হিসেবে কোল ইয়ার্ডে ওয়াটার স্প্রে সিস্টেম চালু আছে। কয়লার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর মাধ্যমে কোল ডাষ্ট আলাদা করা হয়। কয়লার বর্জ্য হতে কোন প্রকার Land/Soil pollution, Water pollution হয় না।

❖ কোম্পানিসমূহের স্থাপনাগুলিতে শব্দ-দূষণ মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়। সঞ্চালন পাইপ নির্দিষ্ট সময় অন্তর রং করা হয়।

❖ প্রসেস প্ল্যান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন ও ট্যাংক এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। রোপিত চারাগাছ, সৌন্দর্য বর্ধনে ঘাসের পরিচর্যা ও আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। স্থাপনায় নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার ব্যবস্থা আছে।

❖ পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের সকল স্থাপনায় বৃক্ষরোপন করে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক (HSE) কার্যক্রম বাপেক্স এর সকল কার্যক্রমের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করেছে। নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও নীতি মেনে চলায় আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্য কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি।

বাপেক্স-এর প্রতিটি খনন ও ওয়ার্কওভার প্রকল্প এবং টু-ডি ও থ্রিডি সাইসমিক প্রকল্পে প্রতিদিন সকালে সেফটি মিটিং করা হয়। প্রত্যেকটি ক্যাম্পে একজন করে মেডিক দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর ঔষধসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সেফটি বুট, সেফটি ভেস্ট, হেলমেট, হাত মোজা, জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট, অগ্নিনির্বাপক, প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স সরবরাহ করা হয়।

বাপেক্সের থ্রিডি সাইসমিক প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের এইচএসই ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। থ্রিডি সাইসমিক প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অস্থায়ী জনবলের এইচএসই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হয়। থ্রিডি সাইসমিক প্রকল্পে কর্মরত একজন এইচএসই কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এইচএসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকল্পনা (মেডিভেক প্ল্যান), গাড়ীর চলাচল ব্যবস্থাপনা (স্পীড লিমিট, সীট বেল্ট, ড্রাইভিং এর সময় ধূমপান ও মোবাইলে কথা বলা থেকে বিরত থাকা) এবং অস্থায়ী জনবলের সেফটি বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। এইচএসই ব্যবস্থাপনায় একজন এমবিবিএস ডাক্তার ও একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)ঃ

এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনায় বিজিএফসিএল সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে। পেট্রোবাংলার ইএসএমএস প্রকল্পের প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে ইএস বিভাগের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনা পরিদর্শন করে এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়াও, কোম্পানির ইএস বিভাগ প্রতি মাসে পেট্রোবাংলায় এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রম ও গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর যাতে কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের শর্তাবলী অনুসরণ করা হয় এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফলজ, বনজ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন ও এদের পরিচর্যা করা হয়।

অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য কোম্পানিতে বেশ কয়েকটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ফায়ার টেন্ডার রয়েছে। তাছাড়াও, বিভিন্ন পট/লোকেশনে বিভিন্ন সাইজের ফায়ার এক্সটিংগুইসার রাখা আছে। বেশ কিছু সংবেদনশীল এলাকা যেমন কূপ এলাকা/প্রসেস প্ল্যান্ট এলাকায় সার্বক্ষণিক ফায়ার হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা স্থাপন করা আছে।

কোম্পানির বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত বিস্ফোরক ও Radioactive Materials সতর্কতার সাথে ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)ঃ

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি কোম্পানি সর্বদা গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। এ লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনাসমুহে বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্টের Environment Management Plan (EMP) Study সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিয়মিত নিষ্কাশন, কূপ, প্রসেস প্ল্যান্ট, অফিস ও আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিস্কার রাখা, সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিস্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর, কম্প্রেসর ও গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ডসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে লবণাক্ত পানি ও তৈলাক্ত গাদ নির্গত হয়। উৎপাদিত তৈলাক্ত গাদ ও লবণাক্ত পানি সঠিকভাবে পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনায় একটি করে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ETP স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কারিগরি সহায়তা প্রাথমিকভাবে বুয়েট কর্তৃক সম্পাদিত ডিজাইন এবং ড্রইং-এর আলোকে বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ETP স্থাপনের কাজ শুরু হচ্ছে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ফিল্ড/স্থাপনায় ETP স্থাপন করা হবে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস বাতাসে নিঃসরণে কার্বন ডাই-অক্সাইড/কার্বন মনোঅক্সাইড অপেক্ষা ২২গুণ ওজন স্তরকে ক্ষতি করে, ফলে বৈষ্যয়িক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের উপর বিরাট প্রভাব পরে। সে দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পরিহারের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে। বিদ্যমান বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির ন্যূনতম ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে কোম্পানি গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করে থাকে। কোম্পানির নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খালি জায়গায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে গাছের চারা রোপন এবং রোপিত চারাগাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে। গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহকালে কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে কোন স্পিলেজ যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করার সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জ করার সময় যেন বাতাসে তা নিঃসরণ না হয় তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)ঃ

সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিপালনার্থে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্ত বিজিডিসিএল-এর বিভিন্ন স্থাপনায় নিয়মিত প্রতিবছর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়। রোপনকৃত গাছসমূহ নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্স প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৩-১৪ সনে বিভিন্ন প্রকার ১৫ (পনের) টি ফলজ, ১০ (দশ) টি বনজ ও ঔষধি গাছ ১৬ (ষোল) টি লাগানো হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সসহ কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের সংখ্যা। ৩৭৩৩ টি এর মধ্যে ফলজ ৯৮৪টি বনজ ২৫১৭টি ও ঔষধি ২৩২ টি।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)ঃ

পরিবেশ যাতে ক্ষতি না হয় সে লক্ষ্যে আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরের দেয়া "পরিবেশ ছাড়পত্র" গ্রহণ করে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়। এ ছাড়াও গ্যাস লাইন স্থাপনের সময় বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত) ও পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম কানুনসহ অন্যান্য নিয়মকানুন যথাযথভাবে মানা হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধ কল্পে কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় বিদ্যমান ৬৪৬৪ টি বিভিন্ন শ্রেণির বৃক্ষ নিয়মিত পরিচর্যার কাজ সম্পাদন করা হয়। বিভিন্ন আঙ্গিনায় গাছ রোপনের মত প্রয়োজনীয় খালি জায়গা না থাকায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নতুন করে কোন বৃক্ষ রোপণ করা হয়নি।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)ঃ

প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ সংরক্ষণ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে আবাসিকসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানিকাঠ বিকল্প জ্বালানির চাহিদা মেটানোর কারণে বৃক্ষ নিধনের হাত হতে পরিবেশ রক্ষা পাচ্ছে। কলকারখানায় গ্যাস সরবরাহের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র গ্রহণ করে পরিবেশ সম্মত শিল্প কারখানায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হচেছ। তাছাড়া পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনার খালি জায়গায় ফলজ, বনজ ও ওষধি বৃক্ষের চারা রোপণ ও পরিচর্যা অব্যাহত রয়েছে। পিজিসিএল এর আওতাধীন সিরাজগঞ্জের নলকা প্রধান কার্যালয়, সদানন্দপুর টিবিএস, বাঘাবাড়ী বিক্রয় অফিস, পাবনা বিক্রয় অফিস, ঈশ্বরদী বিক্রয় অফিস, বগুড়া বিক্রয় অফিস, রাজশাহী বিক্রয় অফিস, ঈশ্বরদী ইপিজেএড ডিআরএস কমপেণ্ডক্স, রাজশাহী টিবিএস কমপেণ্ডক্স এ বৃক্ষ

শোভিত সবুজ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি গ্যাস স্থাপনায় Environment & Safety কার্যক্রমের আওতায় নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ গাইডলাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)ঃ

সরকারি নীতিমালার আওতায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে অন্যান্য বছরের ন্যায় চলতি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরেও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানির সকল যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনের মাধ্যমে নিয়ম মাফিক রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)ঃ

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষিতে এর ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। বায়ুদূষণরোধে প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুবিধ ব্যবহার তথা যানবাহনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিত করণসহ সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং গৃহস্থালী ও কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি এলপিজি-ডিজেল উৎপাদন ও বিতরণ করে আরপিজিসিএল প্রশংসনীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেও আশির দশক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরপিজিসিএল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে যানবাহনে পরিবেশ বান্ধব সিএনজি'র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দেশে বায়ুদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতা কর্মসূচীতে কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ বৎসর কোম্পানির বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ ইং অর্থবৎসরে রোপিত বিভিন্ন বৃক্ষের বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	স্থাপনার নাম	ফলদ গাছের সংখ্যা	বনজ গাছের সংখ্যা	ঔষধি গাছের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয় ও সেন্ট্রাল ওর্য়াকশপ, ঢাকা	০৫	০৩	০২	১০
২.	কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট, সিলেট	১০	০৫	০৫	২০
৩.	আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা, আশুগঞ্জ	০৫	০৫	০২	১২
৪.	জোনাল ওর্য়াকশপ, রায়েরবাগ, ঢাকা	০৫	০৩	০২	১০

ইতঃপূর্বে রোপিত বৃক্ষসমূহ সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)ঃ

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসাবে অধিগ্রহণকৃত এবং লীজকৃত ১১৩ একর জমিতে ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০,০০০ গাছের চারা রোপন করা হয়। এ বছরও বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে খনি হতে নিষ্কাষিত পানি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং এ জন্য নিয়মিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিশোধিত পানিকে আরও অধিক মাত্রায় পরিশোধনের জন্য খনির নিকটবর্তী ১৬০০মি.x১৭মি. রেলওয়ে ডিচটি লীজ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর আবেদন করা হয়েছে। খনি হতে নিস্কাষিত পানিতে ক্ষতিকারক পদার্থের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিমাসে পানির রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিয়া টেষ্ট করা হয়। আনুমানিক ১৮০০ ঘনমিটার/ঘন্টা হারে পানি ৮ কি.মি. দীর্ঘ খালের মাধ্যমে ফুলবাড়ী ও নবাবগঞ্জ থানায় প্রবাহিত হচ্ছে। শুষ্ক মৌসূমে পানি খালের পার্শ্ববর্তী প্রায় ৩০ হাজার একর জমিতে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়। খনি এলাকায় গাছ-পালা ও পরিবেশগত অনুকূল অবস্থা বিরাজ করায় মৌসূমী পাখিরা তাদের আবাস স্থল তৈরী করে বংশ বিস্তার করছে।

ভবিষৎ কর্ম পরিকল্পনা

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ভবিষৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) ঃ

আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাপেক্স এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (সংক্ষিপ্ত) ঃ

✚	অনুসন্ধান কূপ খনন	ঃ	৩১ টি
✚	উন্নয়ন কূপ খনন	ঃ	২৮ টি
✚	ভূতাত্ত্বিক জরিপ	ঃ	১৩৪০ লাইন-কিলোমিটার
✚	ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ	ঃ	৬১৫০ বর্গ কিলোমিটার
✚	দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ	ঃ	৯১০০ লাইন-কিলোমিটার
✚	চুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম (বিভিন্ন কোম্পানির চাহিদানুযায়ী)	ঃ	উন্নয়ন কূপ খনন- ১৮টি ওয়ার্কওভার- ১৫টি

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)ঃ

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা/প্রকল্পসমূহের বিবরণঃ

বিভিন্ন ফিল্ডে কূপসমূহ হতে দীর্ঘ সময় ধরে গ্যাস উৎপাদনের কারণে কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা)	বর্তমান অবস্থা
১।	তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি ও নরসিংদী ফিল্ডে ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন জুলাই, ২০১৪ - জুন, ২০২০ অর্থায়ন ঃ জাইকা	৮৮৫০০.০০ (৭২৯০০.০০)	বিজিএফসিএল ও পেট্রোবাংলা বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বিবেচনাধীন আছে।
২।	তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে কম্প্রেসর স্থাপন জানুয়ারি, ২০১৫ - জুন, ২০২০ অর্থায়ন ঃ এডিবি	৯৫০০০.০০ (৮২৫০০.০০)	প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তাতাধীন।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)ঃ

কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

কৈলাশটিলা ১নং কূপ এবং ৫নং কূপ ওয়ার্কওভারঃ

অতিরিক্ত পানি ও বালি আসার কারণে কৈলাশটিলা-১ ও ৫নং কূপের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। কূপ ২টিকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদনক্ষম করার উদ্দেশ্যে ওয়ার্কওভারের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রনয়নের কাজ চলমান আছে।

বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভেঃ

বিয়ানীবাজার ফিল্ডে উৎপাদনরত দু'টি কূপের মধ্যে ১নং কূপে অতিরিক্ত পানি ও বালি আসার কারণে কূপের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বিয়ানীবাজার ফিল্ড থেকে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিয়ানীবাজার ফিল্ডের ব্যাপ্তি, রিজার্ভয়ারের সঠিক চিত্র এবং গ্যাস মজুদের পরিমাণ জানার জন্য ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)ঃ

পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রমঃ

➢ পূর্বাচল ২০ নং সেক্টরে সম্প্রতি বাপেক্স কর্তৃক আবিষ্কৃত রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে কোম্পানির জয়দেবপুর সিজিএস-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে কামতা গ্যাসক্ষেত্র পর্যন্ত 6" ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ৭.০ কি.মি. সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;

➢ এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত 6" ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ৭.০ কি.মি সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং

➢ জয়দেবপুর হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত নির্মাণাধীন চার লেন বিশিষ্ট মহাসড়কের দু'পাশে পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পূর্ত ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কার্যক্রমঃ

প্রধান কার্যালয় ভবনের ভিআইপি ফ্লোরসহ বিভিন্ন তলার অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার কাজ, ডেমরায় কেন্দ্রীয় ভান্ডারের জন্য কম্পোজিট স্টীল স্ট্রাকচারের ভান্ডার ভবন নির্মাণ, জয়েদবপুরে ১৪ তলার ভিতসহ ৪ তলা ডিভিশনাল অফিস ভবন নির্মাণ, আবিডি-ময়মনসিংহ অফিসের জন্য ক্রয়কৃত জমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মাটি ভরাটের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন, গোদনাইল ডিআরএস-এর ক্ষতিগ্রস্থ সীমানা দেওয়াল পুনঃনির্মাণ এবং উচ্চতা বৃদ্ধিকরণসহ মাটি ভরাট এবং তিতাস অধিভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান কোম্পানির নিজস্ব জমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ মাটি ভরাটের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)ঃ

বিজরা অফটেক হতে কুমিল্লা ইপিজেড পর্যন্ত পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প ঃ

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পিক আওয়ারে বর্তমানে গ্যাসের চাহিদা প্রায় ৪৮ এমএমএসসিএফডি এবং অফ-পিক আওয়ারে প্রায় ২০ এমএমএসসিএফডি। কিন্তু বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে ২৩-২৪ এমএমএসসিএফডি। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা ইপিজেড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ফলে গ্যাসের চাহিদা অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে। ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ায় পিক আওয়ারে গ্যাসের স্বল্প চাপজনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এ সমস্যা লাঘবের জন্য বাখরাবাদ-চট্রগ্রাম সঞ্চালন লাইনের বিজরা অফটেক হতে কুমিল্লা ইপিজেড পর্যন্ত ৮" ব্যাসের ২৩.০০ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে যা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত আনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে।

বেগমগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড হতে মাইজদী লোটারেল লাইনে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প ঃ

মাইজদী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বেগমগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র হতে মাইজদী লেটারেল লাইনের সেতুভাঙ্গা পয়েন্ট পর্যন্ত ৮" ব্যাসের ৬ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। ৭.৬৫ টাকা ব্যায়ে ১৫০ পিএসআইজি চাপের পাইপলাইন প্রকল্পের নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। সমুদয় অর্থই বিজিডিসিএল-এর হাইড্রোকার্বন ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে নির্বাহ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে প্রত্যহ প্রায় ১০ মিলিয়ন ফনফুট গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা সহায়ক হবে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)ঃ

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকারি-বেসরকারি খাতে যে সকল প্রকল্প/বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে/নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল ঃ

মেসার্স শাহজাহানউল্লাহ পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সিলেটের কুমারগাঁও-এ সম্প্রতি নির্মাণ করত: চালু করা হয়েছে। জালালাবাদ গ্যাসের সাথে স্বাক্ষরিত গ্যাস বিক্রয় চুক্তি (Gas Sales Agreement-GSA) অনুযায়ী গত ১৫-১০-২০১৩ তারিখে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। আরো ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ৭ এমএমসিএফডি হারে অতিরিক্ত গ্যাস বরাদ্দের সম্প্রতি আবেদন করেছে। তাদের আবেদন বিবেচনাক্রমে ৫.৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সামিট বিবিয়ানা-২ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডঃ

৩৪১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার বিবিয়ানা এলাকাতে স্থাপিত হবে। ইতোমধ্যে জালালাবাদ গ্যাসের সাথে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস বিক্রয় চুক্তি (GSA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। নিয়োজিত ঠিকাদার মেসার্স দীপন গ্যাস কোং লিঃ কর্তৃক বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ২০" ব্যাসের উচ্চচাপ পাইপলাইন নির্মান কাজ চলমান রয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হলে দৈনিক গড়ে প্রায় ৫০-৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে।

সামিট বিবিয়ানা-৩ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ

৩৩০-৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিবিয়ানা এলাকাতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) কর্তৃক স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। বিন্দু কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে এতে দৈনিক প্রায় ৫৫-৬০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন ও সিএমএস নির্মাণের জন্য জালালাবাদ গ্যাস ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সাউথ বিবিয়ানা কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ

৩৩০-৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিবিয়ানা এলাকাতে বিপিডিবি কর্তৃক স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে এতে দৈনিক প্রায় ৫৫-৬০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। সামিট বিবিয়ানা-৩ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর জন্য স্থাপিত একই পাইপলাইনের মাধ্যমে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো GSA/MOU স্বক্ষরিত হয়নি।

শাহজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প ঃ

৩৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি শাহজীবাজার এলাকাতে বিপিডিবি কর্তৃক স্থাপিত হবে। ইপিসি ঠিকাদারের মাধ্যমে বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণের কাজটি শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে এতে দৈনিক প্রায় ৪৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ইতঃপূর্বেই পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এই লক্ষ্যে আরএমএস নির্মাণের জন্য জালালাবাদ গ্যাস ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফেঞ্চুগঞ্জস্থ কুশিয়ারা ১৬৩ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ

১৬৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকাতে স্থাপিত হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে এতে দৈনিক প্রায় ২৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে জালালাবাদ গ্যাসের সাথে এখনো GSA স্বাক্ষরিত হয়নি।

শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী ঃ

বিসিআইসি'র অধীনে ফেঞ্চুগঞ্জে দৈনিক ১৭৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী নামে একটি নতুন সার কারখানা বিসিআইসি কর্তৃক নির্মাণ কাজ চলছে। কারখানাটি স্থাপিত হলে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। উচ্চচাপ পাইপলাইন ও সিএমএস নির্মাণের লক্ষ্যে টার্ণ-কী ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে উচ্চচাপ পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সিএমএস নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ঃ

১) দেশের অন্যান্য এলাকায় গ্যাস সংযোগ স্থগিত থাকলেও জালালাবাদ গ্যাসের নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকায় গ্যাস সংযোগ অব্যাহত থাকার ফলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান (স্কয়ার টেক্সটাইলস, স্কয়ার ফ্যাশনস, বাদশা টেক্সটাইলস, দেশবন্ধু গ্রুপ, প্রাণ, আরএকে, এসএম স্পিনিং, পাইওনিয়ার স্পিনিং মিলস ইত্যাদি)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে গ্যাস সংযোগের প্রাথমিক সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহে গ্যাস সরবরাহের জন্য শাহজীবাজার এলাকায় ১৫০ পিএসআইজি চাপের ৮/১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১২ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত পাইপলাইন হতে মেসার্স প্রাণ ডেইরী, মেসার্স প্রাণ বেভারেজ, মেসার্স মার লিমিটেড, মেসার্স স্টার সিরামিকস, মেসার্স আরএকে পেইন্টস, মেসার্স আল মদীনা কেমিক্যাল সোপ ফ্যাক্টরী, মেসার্স কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে দৈনিক প্রায় ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যান্য প্রাথমিক সম্মতি প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া রয়েছে। প্রাথমিক সম্মতি প্রাপ্ত সবগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে গ্যাস সংযোগ হলে উক্ত ৮/১০ ইঞ্চি পাইপলাইনের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪০-৫০ মিলিয়ন ঘনফুট ঘন্টা হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে।

২) শাহজিবাজার হতে শ্রীমঙ্গলগামী পাইপলাইননের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান (মেসার্স ওমেরা সিলিন্ডারর্স, মেসার্স অলিলা গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ, মেসার্স এভারওয়ে ডাইং ইত্যাদি) বরাবর গ্যাস সংযোগের প্রাথমিক সম্মতিপত্র ইস্যু করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্যাস চাহিদা প্রায় ১১ এমএমসিএফডি।

৩) ছাতক এলাকায় মেসার্স আকিজ ফুড এ্যান্ড বেভারেজ লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগের প্রাথমিক সম্মতিপত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্যাস চাহিদা প্রায় ১.২ এমএমসিএফডি।

৪) মৌলভীবাজার জেলাধীন শেরপুর এলাকায় মৌলভীবাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিতব্য শিল্প-কারখানাসমূহে আনুমানিক ৫০ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজন হবে।

উল্লিখিত পরিকল্পনা এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে সিলেট এলাকায় গ্যাস অবকাঠামো, গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে, দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি হবে, সিলেট বিভাগের শিল্পায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে এবং সর্বোপরি কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ, শিল্প ও অন্যান্য খাতে কোম্পানির গ্যাস ব্যবহার দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)ঃ

ভবিষ্যত উন্নয়ন ও কর্মপরিকল্পনা ঃ

ক) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পিজিসিএল এর আওতাভূক্ত এলাকায় প্রায় ১০৮০০ নতুন আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে রাইজার উত্তোলনসহ প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত রাইজার ঠিকাদার নিয়োগের জন্য ০৬টি গ্রুপের প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমুহের মূল্যায়ন শেষে চুক্তিপত্র সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) ১০৮০০ নতুন আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে আবাসিক রেগুলেটর, লকউইং লক, সার্ভিসটি, এ্যালবো ও লাইনপাইপ ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) বগুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মরত জনবল বৃদ্ধি পাওয়ায় দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটের সাথে সংগতি রেখে উক্ত কার্যালয়ের আনুভূমিক বর্ধিতাংশের উপর ২য় ও ৩য় তলার উলম্বিক বর্ধিতকরণ কাজের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) পিজিসিএল-এর বিদ্যমান পূর্ত অবকাঠামোসমুহের রুটিন মেইনটেন্যান্স কাজের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ) পিজিসিএল-এর আওতাভুক্ত গ্যাস পাইপলাইন নিয়ন্ত্রণকারী গ্যাস স্টেশনসমূহের প্রয়োজনীয় মডিফিকেশন ও রুটিন মেইনটেনেন্স সহ পাবনা ও ঈশ্বরদীতে বিদ্যমান ডিআরএস দুইটি পিজিসিএল-এর পাবনা ও ঈশ্বরদীর নিজস্ব স্থানে স্থানান্তর কাজের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)ঃ

কোম্পানি কর্তৃক যে সকল ভবিষ্যত সম্ভাব্য প্রকল্প বর্তমানে পরিকল্পনাধীন রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাসঙ্গিক তথ্য
১।	ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়-নলকা পর্যন্ত ৩০" ব্যাসের ৬৬ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন।	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০১.৩২ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি খাত হতে ৪৯৪.৩০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৫০৭.০২ কোটি টাকা নির্বাহ করা হবে। জাপান সরকারের ৩৫তম ইয়েন লোন প্যাকেজের আওতায় ইতোমধ্যে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ৬৯৪০ মিলিয়ন ইয়েন বা ৫০৭.০২ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপরোক্ত প্রকল্পের ডিপিপি জিটিসিএল ও পেট্রোবাংলা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২ বার পুনর্গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এটি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাছাই কমিটিতে রয়েছে।
২।	বাখরাবাদ-ফেনী-চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৩০" ব্যাসের ২০১ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন।	আশির দশকে নির্মিত ২৪" ব্যাস x ১৭৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে শিল্পনগরী চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাহিদার তুলনায় বর্ণিত পাইপলাইনটির মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাস পর্যাপ্ত নয় এবং লাইনটি প্রায় ২৯ বছরের পুরাতন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্যাস সংকট মোকাবেলার লক্ষ্যে দ্রুত প্রস্তাবিত বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম পাইপলাইনটি নির্মাণ করা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭২৭.৫৪ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি খাত হতে ১৪৮২.৯৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ১২৪৪.৫৮ কোটি টাকা নির্বাহের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি এডিবি'র 2nd Tranche এর আওতায় রাখার জন্য জিটিসিএল-এর পক্ষ হতে ১৮-১১-২০১৩ তারিখে পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটির রুট সার্ভে ও পরিবেশগত পর্যালোচনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাসঙ্গিক তথ্য
৩।	পদ্মা সেতুতে ৩০" ব্যাসের ৬.১৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ পাইপলাইন।	জিটিসিএল-এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প হতে পদ্মা সেতুতে নির্মিতব্য অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (মূল সেতুর abutment to abutment – ৬.১৫ কি.মি.) নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য কাজের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪০.০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি খাত হতে ৮৫৮.৮৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ১৮১.১৩ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োজিত করার পূর্ব পর্যন্ত বর্ণিত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৪।	আনোয়ারা হতে ফৌজদারহাট পর্যন্ত ৩০" ব্যাসের ৩০ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন।	দেশে ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ থেকে এলএনজি আমাদানি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মহেশখালীতে স্থাপিতব্য এলএনজি টার্মিনাল থেকে প্রাপ্ত ৫০০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস প্রস্তাবিত মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে কেজিডিসিএল এলাকার গ্যাস চাহিদা মেটানোর পর অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রিডে যুক্ত করা, ভবিষ্যতে মায়ানমার হতে আমদানীতব্য গ্যাস এবং দেশের অফসোর ব্লকে প্রাপ্তব্য গ্যাস বর্ণিত আনোয়ারা-ফৌজদারহাট পাইপলাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে সংযোগের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা মিটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাই প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৩.৬৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি খাত হতে ২০৩.৮৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ১৮৯.৮১ কোটি টাকা নির্বাহের সংস্থান রাখা হয়েছে। আনোয়ারা হতে ফৌজদারহাট পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পের পিডিপিপি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)ঃ

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি তাদের নিজস্ব কয়লা ক্ষেত্র দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে উত্তরাংশে IWM কর্তৃক একটি হাইড্রোজিওলজিক্যাল সমীক্ষা কর্যক্রম পরিচালনা করছে। IWM এর প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে খনির উত্তরাংশে কোন পদ্ধতিতে মাইনিং করা হবে তা পেট্রোবাংলা কর্তৃক সিদ্ধান্তের উপর তদানুযায়ী কার্যাদি চলমান থাকবে। এছাড়া দক্ষিণাংশে সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য একটি প্রস্তাবনা তৈরী করা হয়েছে, যা পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে অতি দ্রুত প্রেরণ করা যেতে পারে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন এর উত্তর অথবা দক্ষিণ অংশের যে কোন একটি অংশে ওপেন কাট মাইনিং পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা আছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)ঃ

ভবিষ্যত শিলা উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে খনি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত জিওলোজিক্যাল সার্ভে, হাইড্রোজিওলোজিক্যাল স্টাডি, ফিজিবিলিটি স্টাডি, মার্কেট স্টাডি ইত্যাদি পর্যালোচনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এমজিএমসিএল ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জিটিসি এর মধ্যে সম্পাদিত এমএন্ডপি চুক্তির আওতায় বর্তমানে দুই শিফটে দৈনিক ২০০০-২৪০০ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদন হচ্ছে। ভবিষ্যতে তৃতীয় শিফট চালু হলে দৈনিক ৪০০০-৫০০০ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়। অত্র খনি হতে উৎপাদিত উক্ত পরিমাণ পাথর বিক্রয়ে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মার্কেটিং ডিভিশন কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অর্থাৎ যাহারা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে, সওজ, এলজিইডি, পিডব্লিউডি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি সংস্থার প্রধান প্রকৌশলী হতে নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণের নিকট পত্র প্রেরণসহ সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং হবে। খনি হতে উৎপাদিত পাথর বাজারজাতকরণের জন্য বহুল প্রকাশিত জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনে পাথর বিক্রয়ের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা আরও জোরদার করা হবে। ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক মিডিয়া যথা টিভি, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও মধ্যপাড়া পাথরের গুনগত মান সম্পর্কে পাথর ব্যবহারকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আপামর জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বীলবোর্ড,

লিফলেট, ফেসটুন ইত্যাদি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরিকল্পনাও রয়েছে। খনির উৎপাদিত স্টোন ডাস্ট বিক্রয়ের জন্য ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান এলজিইডি ও সওজ এবং বিভিন্ন সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সভায় অত্র কোম্পানির পাথর ব্যবহারের জন্য সময়ে সময়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং হবে। অত্র খনির উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন সাইজের পাথর সুষ্ঠুভাবে বিক্রয়ের জন্য অচিরেই আরও ডিলারশীপ/পরিবেশক নিয়োগ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন পাথর সরবরাহের স্বার্থে প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে ডিপো স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানি সমূহের অন্যান্য কার্যক্রমসমূহঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)ঃ

নিরাপত্তা ঃ

জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সকল উৎপাদনশীল ফিল্ড ও কূপসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে '১-ক ও ১খ' শ্রেণির KPI (Key Point Installation) হিসেবে বিজিএফসিএল-কে তালিকাভুক্ত করেছে। প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নাশকতা, অর্ন্তঘাত, গুপ্তচরবৃত্তি এবং যে কোন প্রকারের চুরিসহ বহিঃস্থ ও আভ্যন্তরীণ হুমকি পরাভূত/প্রতিরোধ করার জন্য কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। নিরাপত্তা কর্মকান্ড কার্যকরীভাবে পরিচালিত হওয়ার নিমিত্ত কোম্পানির নিজস্ব নিরস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় নিয়োজিত রাখা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের KPI এর নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালার আলোকে কোম্পানির সকল স্থাপনাসমূহে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র আনসার এর পাশাপাশি কোন কোন স্থাপনায় পুলিশ ফোর্স মোতায়েন রয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে সহায়তা/নির্দেশনার জন্য সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে থাকে। KPI সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রশাসনিক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশাবলী এবং KPIDC (Key Point Installation Defense Committee) কর্তৃক মনোনীত জরিপ কমিটির সুপারিশ কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।

সামাজিক দায়িত্ব ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় একটি অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংসংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও ক্রীড়া সংগঠনের ক্রোড়পত্র ও প্রকাশনায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে কোম্পানির আর্থিক সহায়তা প্রদানের ধারা পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য অর্থবছরেও অব্যাহত ছিল। আলোচ্য অর্থবছরে সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে কোম্পানি ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ২৩টি বিভিন্ন শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এককালীন আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৩০.৯০ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট এবং 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি গোল্ড কাপ আন্তঃ স্কুল এন্ড কলেজ ফুটবল টুর্ণামেন্ট' এর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অত্র কোম্পানি ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর হতে প্রতি বছর অনুদান প্রদান করে আসছে। এক্ষেত্রে বর্ণিত ২টি টুর্ণামেন্ট পরিচালনার জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৪,০০,০০০.০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং সাভারহ রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ৫.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি কোম্পানির অধীনে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচী সারা বছর ব্যাপি পরিচালিত হয় যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

শিক্ষাবৃত্তিঃ

কোম্পানির শিক্ষা বৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০১৩ সালে কোম্পানিতে চাকুরীরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও সমমান পরীক্ষায় ২৮ জনকে মাসিক বৃত্তি এবং ১৮ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমান পরীক্ষায় ২৫ জনকে মাসিক বৃত্তি এবং ১১ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ৩০ জনকে মাসিক বৃত্তি এবং ১৮ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ২০ জনকে মাসিক বৃত্তি এবং ১০ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্নাতক (সম্মান)/ইঞ্জিনিয়ারিং (বিএসসি) পরীক্ষার জন্য ৪ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)ঃ

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনা সংশ্লিষ্ট ৪টি উপজেলার প্রত্যেকটি উপজেলায় বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি বৃত্তির জন্য নির্বাচিতদের তালিকার পরবর্তী গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে এককালীন ৪৫,০০,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, র‍্যালী আয়োজনে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে ১২,০০০.০০ টাকা করে মোট ৪৮,০০০.০০ টাকা এবং মহান বিজয় দিবস-২০১৩ উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখিত ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে ২৫,০০০.০০ টাকা করে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অনুদানঃ

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কোম্পানি হতে মাসিক ও এককালীন অনুদানের পরিমাণ ২৮,২০,০০০ টাকা।

সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক মিলাদ, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় দিবসসমূহ যেমনঃ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস পালন করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)ঃ

সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility)ঃ

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সাভারের রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার এবং আহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৮.০০ লক্ষ টাকা, রমনা বুদ্ধি প্রতিবন্ধি ও অটিস্টিক বিদ্যালয়, ঢাকা-কে ২.০০ লক্ষ টাকা, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আইডিয়াল কলেজ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ-কে ৫.০০ লক্ষ টাকা, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং স্কুল, পার্বতীপুর, দিনাজপুর-কে ৩.০০ লক্ষ টাকা, খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন স্কুল এন্ড কলেজ, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ-কে ৩.০০ লক্ষ টাকা, তরী ফাউন্ডেশন, লালমাটিয়া, ঢাকা-কে ৩.০০ লক্ষ টাকা, তাড়াশ ডিগ্রী কলেজ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ-কে ৫.০০ লক্ষ টাকা এবং তিতাস গ্যাস আদর্শ বিদ্যালয়ের ১ জন পিয়ন-এর চট্টগ্রাম মেডিক্যালে এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষে অধ্যায়নরত ছেলের লেখাপড়ার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে ১টি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য ৮০,০০০.০০ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ২৯.৮০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রমঃ

১৯৮৭ সালে তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেড-এর উদ্যোগে ঢাকার ডেমরায় তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানসহ স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তানরাও মান সম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বিদ্যালয় ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাসহ এস.এস.সি. পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। ২০১৪ সালে মোট ৮৯ জন ছাত্রছাত্রী এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শতভাগ উত্তীর্ণ হয়। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৭৪ জন 'এ+', ১৫ জন 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৩ পঞ্জিকা বর্ষে প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট (পি.এস.সি) পরীক্ষায় ৯০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ জন 'এ+', এবং ৩৮ জন 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় মোট ১০৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ জন 'এ+', ৬৫ জন 'এ', ৯ জন 'এ-', ৩ জন 'বি' এবং ১ জন 'সি' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৩ সালের প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট (পি.এস.সি) পরীক্ষায় ০৩ জন ট্যালেন্টপুল এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় ৩ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে।

কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ

মানবিক মূল্যবোধ উজ্জীবন, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক উন্নয়ন, পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কোম্পানি নিম্নোক্ত আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেঃ

শিক্ষাবৃত্তিঃ

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে প্রতিবছর "তিতাস গ্যাস শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা" কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের ৫ম শ্রেণিতে ৩ জন, ৮ম শ্রেণিতে ৮ জন, এসএসসি ও সমমান-এ ১২৬ জন, এইচএসসি ও সমমান -এ ১৩৩ জন ও স্নাতক/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর ২৫ জনসহ মোট ২৯৫ জনকে বিভিন্ন গ্রেডে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ প্রদান কর্মসূচীঃ

কোম্পানির বাজেটে আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ ও মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ বাবদ ব্যয় ৫৩.৫২ কোটি টাকা এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনুসৃত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ বাবদ প্রায় ৬.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানঃ

ডেমরায় কোম্পানির আবাসিক কোয়ার্টারস্থ মসজিদে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ১৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দাফন/কাফনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা হিসেবে মোট ৩.২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি নীতি অনুযায়ী কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৫.০০ লক্ষ টাকা হারে মোট ৬৫.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও বিনোদনঃ

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন-এর তত্ত্বাবধানে তিতাস ক্লাব 'প্রথম বিভাগ প্রিমিয়ার ভলিবল লীগ'-এ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে এ পর্যন্ত ২ বার "চ্যাম্পিয়ন" ও ৫ বার "রানার-আপ" হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত 'ঢাকা মগানগরী প্রিমিয়ার ভলিবল লীগ-২০১৪' এবং 'জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা'-এ তিতাস ক্লাব "রানার আপ" এবং 'স্বাধীনতা দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা'-এ "তৃতীয় স্থান" লাভ করে।

২০১৩ সালে 'প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা লীগ'-এ তিতাস ক্লাব "৪র্থ স্থান" লাভ করে। কোম্পানির একজন কর্মকর্তা ও তিতাস ক্লাবের দাবারু এর অতীত সাফল্যের উপর ভিত্তি করে বিশ্ব দাবা সংস্থা (FIDE) তাকে ফিদে মাষ্টার খেতার প্রদান করেছে। বিভিন্ন ডিভিশন/বিভাগের উদ্যোগে কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিনোদনের জন্য আলোচ্য বছরে বনভোজনের আয়োজন করা হয়।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা এবং কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন ও স্টেশন ডিজাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনার নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

স্বাস্থ্যঃ

সরকার ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত হারে কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। কোম্পানির চিকিৎসকগণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল-এর সঙ্গে কোম্পানির চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানির ব্যয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের বহিঃবিভাগ, আন্তঃবিভাগ ও জরুরী বিভাগে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। তাছাড়াও কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত আরও ১৮টি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। আপারেশন টাই-ইন কাজের বায়ু দূষণ (মিথেন গ্যাস) ও শব্দ দূষণ রোধে গণসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। টাই-ইন (পাইপলাইন নির্মাণ) চলাকালীন সময়ে জরুরী চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে মেডিকেল টিম সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

নিরাপত্তাঃ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা পাইপলাইন নির্মাণ এবং সিস্টেম পরিচালনের সর্বক্ষেত্রে কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে এ যাবৎকাল পাইপলাইন সিস্টেম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। সিস্টেম পুরোনো বলে মাঝে মধ্যে গ্যাস লিকেজ দেখা দিলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের গ্যাস নির্বিঘ্ন পরিচালন নিশ্চিতকল্পে কোন পাইপলাইনের রাইট অফ ওয়েতে কোন ধরণের স্থাপনা নির্মাণ, গ্যাস লিকেজ, অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন কাজে পাইপলাইনের কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। পাইপলাইনের করোশন নিবারণকল্পে সিপি সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালনের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে সিপি স্টেশন পরিদর্শন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর পি.এস.পি. রিডিং গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মনিটরিং করা হয়। অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম (কার্বন ডাই অক্সাইড/ড্রাই গ্যাস পাউডার) প্রয়োজন মোতাবেক স্থাপন ও ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস নীতিমালা লঙ্ঘনক্রমে কোন গ্রাহক কর্তৃক অবৈধ কার্যক্রমের দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করাসহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের দপ্তরকে অবহিত করা হয়। গ্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। সিস্টেম পরিচালন ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় বা দুর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে কোম্পানির উদ্যোগে এবং পেট্রোবাংলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর ১ বার কোম্পানির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহের সেফটি অডিটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও কোম্পানি বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিমাসে স্টেশনসমূহের সেফটি অডিটিং ইন্সপেকশন করছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)ঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে কোম্পানি কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজ সম্পন্ন করা হয়ঃ

০১।	কুমিল্লা দাউদকান্দি উপজেলাধীন গৌরিপুরে ০৫ (পাঁচ) তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ২ (দুই) তলা অফিস ভবন নির্মাণ।
০২।	বিজিডিসিএল-এর লাকসাম উপ-এবিকা অফিস ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্সের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ।
০৩।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর চাঁদপুরস্থ এবিকা অফিস ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ।
০৪।	বিজিডিসিএল-এর আওতাধীন গৌরীপুর অফিস সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ।

নিরাপত্তা ঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিজিডিসিএল এবং ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, কুমিল্লা-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় "অগ্নি নির্বাপনী যন্ত্র ব্যবহার ও ভূমিকম্পে কোম্পানির সম্পদ এবং জানমাল রক্ষা" বিষয়ক ০২ (দুই) দিন ব্যপি একটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে নিরাপত্তা প্রহরী, প্রকর্মী, অটো-মেকানিক ও অন্যান্য কর্মচারীসহ মোট ৪৮ (আটচল্লিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন টিডিএস/ডিআরএস-এ গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি বিবরণী নিম্নে দেয়া হল ঃ

ক্রঃ নং	নিরাপত্তা মূলক কার্যক্রম গ্রহণের স্থাপনার নাম	নিরাপত্তার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম
(ক)	নন্দনপুর এইচপি ডিআরএস এবং আইপি ডিআরএস	১. গ্যাস গন্ধযুক্ত করার জন্য অডোরেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। ২. হাইভোল্টেজ বৈদ্যুতিক লাইন অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ৩. প্ল্যান্টে নিয়োজিত অপারেটরগণকে Personal Protective Equipment (PPE) (কভার অল, হেলমেট, ইয়ার প্লাগ, সেফটি বুট হ্যান্ড গ্লাভস) প্রদান করা হয়েছে। ৪. বজ্রপাত নিরোধ কল্পে বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। ৫. এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি অডিটিং প্রতিবেদনের আলোকে সাইন বোর্ড লাগানো হচ্ছে। ৬. সকল যন্ত্রাংশ ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চল আগাছা কর্তনপূর্বক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। ৭. যন্ত্রাংশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রংকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৮. টিবিএস/ডিআরএস-এর উপর অবস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ গাছপালা ও গাছের ডাল কর্তন করা হয়েছে। ৯. টিবিএস/ডিআরএস-এর উপর সেড নির্মাণ করা হয়েছে। ১০. ডিআরএস-এর দেয়াল মেরামত করা হয়েছে।
(খ)	কুমিল্লা ইপিজেড আইপি ডিআরএস	
(গ)	কুমিল্লা জেলখানা ডিআরএস	
(ঘ)	কুমিল্লা সরকারি হাঁস-মুরগী খামার ডিআরএস	
(ঙ)	দাগণভূঁইয়া ডিআরএস	
(চ)	বসুরহাট ডিআরএস	
(ছ)	মাইজদী ডিআরএস	
(জ)	সেনবাগ ডিআরএস	
(ঝ)	পূর্ব চৌমুহনী ডিআরএস	
(ঞ)	পশ্চিম চৌমুহনী ডিআরএস	
(ট)	লক্ষীপুর ডিআরএস	
(ঠ)	চন্দ্রগঞ্জ ডিআরএস	
(ড)	চাঁদপুর ডিআরএস/টিবিএস	
(ঢ)	আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট আরএমএস-১	
(ণ)	আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট আরএমএস-১	
(ত)	আশুগঞ্জ সারকারখানা আরএমএস	
(থ)	ঘাটুরা ডিআরএস	

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)ঃ

কল্যাণমূলক কার্যাবলী ঃ

কোম্পানির উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও আর্থিক অগ্রগতির সাথে সংগতি রেখে এর কল্যাণমূলক কর্মসূচীও এগিয়ে চলছে। কেজিডিসিএল এর কল্যাণমূলক কর্মসূচীর আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ এবং মোটর সাইকেল ও বাই-সাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে মোট ৪০১.০৯ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশুনায় উৎসাহ যোগানের লক্ষ্যে চলমান শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫২ জনকে ০.০৭ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১০০ জনকে ১৬.৪৩ কোটি টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে চিত্ত-বিনোদন কর্মসূচীর আওতায় কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত সরকার ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতি বছর ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)ঃ

গ্রাহকদের প্রত্যয়নপত্র প্রদানঃ

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বকেয়া গ্যাস বিলের পরিমাণ/বকেয়া পাওনা নেই ভিত্তিতে হিসাব করে কোম্পানির সকল আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে গ্রাহকদের নিকট মোট ৮৪,৪০৬ টি প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হয়েছে অর্থাৎ শতভাগ গ্রাহকের ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ে তা প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস ঃ

উন্নততর গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রকার বিড়ম্বনা ও ভোগান্তি নিরসনের জন্য কোম্পানিতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু আছে। কোম্পানি কর্তৃক প্রণীত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী গ্রাহকগণকে স্বল্প সময়ে প্রত্যাশিত সেবা/সহায়তা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস"-এর কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং এর নিমিত্তে একটি কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় সর্বমোট ৭,৬৫৪ জন গ্রাহকের নতুন সংযোগের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬,০৮২ জন গ্রাহককে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয় ও অবশিষ্ট ১,৫৭২ টি আবেদন অসম্পূর্ণ থাকায় প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, ওয়ান স্টপ সার্ভিস একটি চলমান ব্যবস্থা।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)ঃ

জনকল্যাণমূলক কাজঃ

শিক্ষাবৃত্তি ঃ

পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানির ন্যায় এ কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রবর্তিত শিক্ষাবৃত্তির আওতায় আলোচ্য অর্থ বছরে মোট ৫ জনকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণদান কর্মসূচীঃ

কোম্পানির বাজেটে বরাদ্দকৃত আর্থিক সংস্থানের আওতায় প্রতি অর্থ বছরে জমি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিবেচ্য অর্থ বছরে জমি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণ খাতে মোট ৪৪ লক্ষ টাকা এবং মোটর সাইকেল ও কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ১৬ লক্ষ টাকাসহ মোট ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও বিনোদনঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং অফিস কাজের ধরা-বাঁধা নিয়মের বাইরে চিত্তবিনোদনের জন্য পিজিসিএল এর পক্ষ হতে বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, বনভোজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াও তাদের পরিবার-পরিজন অংশগ্রহণ করে।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা কার্যক্রম ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস একটি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ামক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা এবং কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন ও স্টেশন ডিজাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ লক্ষ্যে বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে পিজিসিএল-এর পক্ষ হতে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

স্বাস্থ্য ঃ

পিজিসিএল বিশ্বাস করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কোম্পানির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে। এ কারণে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পিজিসিএল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনামূল্যে রুটিন চেপআপের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যগত চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রেখেছে। সরকার অনুমোদিত ১৫০ আইটেমের ঔষধ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।

নিরাপত্তা ঃ

পিজিসিএল-এর গ্যাস বিতরণ এলাকায় আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ১০ বার পাইপলাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনুমোদন নেয়া হয়। গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিজিসিএল কর্তৃক নিরাপত্তা ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাইপ লাইন, সিএমএস, ডিআরএস ও টিবিএস ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সিএমএস, টিবিএস ও ডিআরএসসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কোন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোম্পানির নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত পাইপ লাইনসমূহের ক্ষয়রোধের জন্য সিপি সিস্টেম স্থাপন করা আছে। মাসভিত্তিক এসব সিপি সিস্টেমের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা হয়। এছাড়া, জরুরী ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Emergency Cell-এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনস্বার্থে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের সাথে সাথে রি-ফিলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো বিপদকালে চালানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত মহড়া দেওয়া হয়।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের কাজের বাইরে কোম্পানির অন্যান্য কাজের অগ্রগতি ঃ

ক) ঈশ্বরদী আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২ তলা দাপ্তরিক ভবন (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পর ২৭-০৬-২০১৪ তারিখে নবনির্মিত দাপ্তরিক ভবনে অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে।

খ) পিজিসিএল প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দপ্তর, প্রশাসনিক ভবন-২, ইএসডি ভবন এবং বাংলো নং-০২, ০৪, ০৫-এর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ৫০% অংশ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫০% অংশ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হবে।

গ) সিরাজগঞ্জের সয়দাবাদে অবস্থিত ১৫০ মেগাওয়াট ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য স্থাপিত সিএমএস ও কন্ট্রোল বিল্ডিং-এর নিরাপত্তার স্বার্থে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

ঘ) রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে রাজশাহী শহরে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ০৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পিজিসিএল-এর আওতাভূক্ত এলাকায় আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আবাসিক রেগুলেটর, লকউইং কক, সার্ভিসটি, এ্যালবো এবং লাইনপাইপ ক্রয় করে রাইজার নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ১.৩ শ্রেণির ঠিকাদার কর্তৃক ১১,৯১৯ টি নতুন রাইজার উত্তোলনের মাধ্যমে ৩৬,৫০৮ টি দ্বৈত চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)ঃ

কোম্পানির Financial Accounting Information System সম্পূর্ণভাবে Local Area Network(LAN) ভিত্তিক Computerized এবং Management System Improvement Programme(MSIP)-Petrobangla কর্তৃক প্রদত্ত ছঝচ Financial System-টক এর মাধ্যমে ২০০১ সাল হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানির বার্ষিক হিসাব প্রণয়নের কাজ সম্পাদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৬ সাল হতে Local Area Network(LAN) ভিত্তিক Financial Management Software Solution(Dheeraj^{TM}) এর মাধ্যমে দক্ষতার সাথে কোম্পানির বার্ষিক হিসাব প্রণয়নের কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

কোম্পানির সকল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপলাইনের চাপ ও পরিবহন ক্ষমতা সঠিক ও দ্রুত উপায়ে নিরূপণের লক্ষ্যে Energy Solutions International কর্তৃক উদ্ভাবিত Pipeline Studio Software-এর মাধ্যমে কোম্পানির বিদ্যমান পাইপলাইনসমূহকে Steady State অবস্থায় Analysis করা হচ্ছে। উক্ত অহধষুংরং এর মাধ্যমে বিদ্যমান পাইপলাইনের সঞ্চালন ক্ষমতা, নতুন পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সঠিক তথ্য নিশ্চিত করা যায়।

সামাজিক দায়বদ্ধতা ঃ

কোম্পানির ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেটে "কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি" খাতে মোট ১৬,০০,০০০/= (ষোল লক্ষ) টাকার সংস্থান রাখা হয়। বিভিন্ন সময়ে কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর অনুমোদন মোতাবেক সাভারে রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে নিহতদের পরিবার ও আহতদের সাহায্যার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৭,০০,০০০/= (সাত লক্ষ) টাকা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী রিহেবিলিটেশন সেন্টার, ধানমন্ডি শাখা-কে ১,৩০,০০০/= (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা, বাইতুল উলুম জামে মসজিদ, মাদারীপুর এবং ডেমরা জামিয়া ফোরকানীয়া নূরানীয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা-এর অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৭০,০০০/=(সত্তর হাজার) টাকা, নবম জাতীয় ও প্রথম সানসো স্কাউট জাম্বুরী সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস-এর অনুকুলে ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা এবং তাড়াশ ডিগ্রী কলেজ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ-এর অনুকুলে ৪,০০,০০০/= (চার লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

উল্লিখিত সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও ক্রীড়া সংগঠনের ক্রোড়পত্র ও প্রকাশনায় কোম্পানি কর্তৃক সৌজন্য বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ধারা পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও অব্যাহত আছে। আগামীতেও কোম্পানির বিভিন্ন পাইপলাইন স্থাপনার সন্নিকটে অবস্থিত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসহ পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোন কোম্পানির এরূপ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সামাজিক দায়িত্ব পালনের ধারা অব্যাহত রাখবে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)ঃ

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ব পালন করে কোম্পানির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছেন।

এ বিষয়ের উপর কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং আরপিজিসিএল এর সার্বিক কার্যক্রমে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগের মাধ্যম পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আবশ্যক। এই লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনা-কে কম্পিউটারাইজড করে LAN সিস্টেম স্থাপন সহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট একসেস পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির ১৯ টি ডেস্কটপ কম্প্যুটারের সাথে LAN সিস্টেম সম্পৃক্ত রয়েছে। ইতোমধ্যে সিএনজি ও এলপিজি কার্যক্রমসহ কোম্পানির সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) ২০০৪ ইং সালে চালু করা হয়েছে এবং ওয়েব সাইটটি নিয়মিত আপডেট করা হয়ে থাকে। বর্তমানে পেট্রোবাংলা তথা সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর নির্দেশনা মোতাবেক ওয়েব এর নিরাপত্তা সুরক্ষার্থে কোম্পানীর ওয়েবসাইটের সাথে এস.এস.এল. (সিকিউরড সকেটস্ লেয়ার) সার্টিফিকেট সংযোজনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR)ঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় অত্র কোম্পানি ২০১৩-২০১৪ ইংরেজি অর্থবৎসরে পূর্বানুরূপ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক সাভার উপজেলায় অবস্থিত রানা প্লাজায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের পূর্নবাসন ফান্ডে নগদ ০১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী মোট বরাদ্দের ১০% অর্থ প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানে প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। সে মোতাবেক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান মেসার্স তরী ফাউন্ডেশান, ৬/৯, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ কে প্রিন্টারসহ একটি লেটেষ্ট ভার্সন (আই সেভেন) এর ডেস্ক কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। নারী শিক্ষা উন্নয়ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে আলেকান্দা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হযরত কালুশাহ্ সড়ক, বরিশাল -কে আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং কোম্পানি বোর্ড সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি লেটেষ্ট ভার্সন (আই সেভেন প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ) এর ডেস্কটপ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে এবং কোম্পানির কৈলাশটিলা প্লান্ট সংলগ্ন গোয়াসপুর কুতুব আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোলাপগঞ্জ, সিলেট - এ ০২ (দুই) টি স্যানেটারী টয়লেট নির্মান করে দেয়া হয়েছে।

এছাড়া মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড এর নিয়ন্ত্রণাধীন মধ্যপাড়া গ্রানাইট স্কুল, পার্বতীপুর, দিনাজপুর এর উন্নয়নে আবেদনের প্রেক্ষিতে ও কোম্পানি বোর্ড সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে স্কুল উন্নয়ন তহবিলে ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতেও সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)ঃ

সাবসিডেন্স মনিটরিং কার্যক্রমঃ

সিএমসি-এক্সএমসি কনসোর্টিয়াম-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে সাবসিডেন্স মনিটোরিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকৃত মনিটোরিং স্টেশনগুলি হতে মাইনিং জনিত কারণে সৃষ্ট ভূমি অবনমনের পরিমান কনসোর্টিয়াম কর্তৃক পরিমাপ করা হচ্ছে।

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রমঃ

বর্তমান অর্থবছরে কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এ তহবিল হতে সর্বমোট প্রায় ১৫.২০ (পনের দশমিক বিশ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বড়পুকুরিয়া

কয়লা খনিতে চীনা ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত স্থানীয় শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাদেরকে প্রতি মাসে কম/বেশী ২০ কেজি চাল, ডাল ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ১,১০০/- (এক হাজার একশত) টাকা করে প্রদান বাবদ প্রায় ১.১২ (এক দশমিক বার) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও খনি শ্রমিকদের বাৎসরিক এককালীন ৩,০০০/- টাকা করে প্রায় ৩২.৫২ (বত্রিশ দশমিক বায়ান্ন) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কয়লা খনির ইনফ্লুয়েস জোন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি-হীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে খনির পার্শ্ববর্তী পলাশবাড়ি নামক স্থানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য প্রায় ২.৪০ (দুই দশমিক চল্লিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত জমিতে ৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৬৪টি ব্যারাক হাউজ তৈরীর জন্য প্রায় ১০.৬২ (দশ দশমিক বাষট্টি) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই আশ্রয়ণ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করা ও ভিশন ২১ পূরণের লক্ষ্যে খনির আশে পাশেসহ সর্বমোট ০৭ (সাত) টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১১.০০ (এগার) লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে বিএমটিএফ, গাজীপুর হতে ৩৪.৮৫ (চৌত্রিশ দশমিক পঁচাশি) লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মিনিবাস ক্রয় পূর্বক অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। রমনা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা; বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ এর শিক্ষার মানসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা; তাড়াশ ডিগ্রী কলেজ, সিরাজগঞ্জ এর শিক্ষার মানসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং পাঁচখোলা মুক্তিসেনা উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর এ একটি বিজ্ঞানাগার স্থাপনের জন্য ৬.০০ (ছয়) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। আর্ত মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসে নিহতদের পরিবার ও আহতদের সাহায্যার্থে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৭.০০ (সাত) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাম্বুরী আয়োজনের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়, পার্বতীপুর-এর প্রধান শিক্ষকের হাতে অনুদানের কম্পিউটার তুলে দিচ্ছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান (এমপি)।

কয়লা খনির ইনফ্লুয়েস জোন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি-হীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নির্মাণাধীন ব্যারাক হাউজ।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাঃ

খনিতে কর্মরত জনবলের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নির্মিত হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বে চুক্তি ভিত্তিক ০১ (এক) জন ডাক্তার নিয়োজিত ছিলেন, চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে বর্তমান অর্থবছরে আরও ০১ (এক) জন MBBS ডাক্তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ০১ জন মহিলা নার্স নিয়োজিত রয়েছেন। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকতা ও কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে ও ঢাকা, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীর কয়েকটি হাসপাতালের সঙ্গে বিসিএমসিএল-এর চিকিৎসা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চিকিৎসা নীতিমালার আওতায় চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালসমূহে বিসিএমসিএল-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কোম্পানির খরচে চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন। কোন খনি শ্রমিক খনিতে দুর্ঘটনা কবলিত হলে কোম্পানির ডাক্তার দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে । প্রয়োজনবোধে এ্যাম্বুলেন্স যোগে দিনাজপুর ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরন করা হয়ে থাকে।

কোম্পানির হাসপাতালে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর ক্যাম্পেইন

কেপিআই নীতিমালা অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণঃ

আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত ০৪ জন নিরাপত্তা সুপারভাইজার এবং ৫৮ জন নিরাপত্তা কর্মী দ্বারা কোম্পানির নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কোম্পানিসহ এক্সপ্লোসিভ হাউজের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে উক্ত নিরাপত্তা কর্মী ছাড়াও ০১ জন ইন্সপেকটরসহ ২০ জন আর্মড ব্যাটালিয়ান পুলিশ এবং ৩০ জন সশস্ত্র আনসার নিয়োজিত রয়েছে। কয়লা খনির নিরাপত্তার স্বার্থে কয়লা খনির সন্নিকটে কোম্পানির অর্থায়নে একটি বাড়ী ভাড়া করে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন করা আছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ০৫টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা আছে, যা দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও স্পর্শকাতর মূল্যবান মালামাল চুরি রোধকল্পে খনি এলাকার প্রধান ফটকে এবং অক্সিলিয়ারী শ্যাফ্টের মুখে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে দেহ তল্লাশী করা হচ্ছে। নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকির জন্য কেপিআই কমিটি ও ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। কোম্পানির নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে কেপিআই নীতিমালা অনুযায়ী সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ০৩টি অস্থায়ী চৌকি এবং ১০টি ওয়াচ-টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)

বিপিসি'র পরিচিতি ঃ

দেশে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা মিটানোর জন্য ক্রুড পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিশোধন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, মিশ্রণসূত্রে লুব্রিকেন্টস উৎপাদন, (প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত) উপজাত পণ্যাদি ও লুব্রিব্যান্টস সহ পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য দ্রব্যাদির আমদানি, রপ্তানী এবং বাজারজাতকরণ এবং তৎসংক্রান্ত আনুসংগিক বা সহায়ক কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ১১ ই নভেম্বর তারিখের ৮৮ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর ০৩ টি তেল বিপণন কোম্পানি, ০২ টি ব্লেন্ডিং প্ল্যান্টস এবং ০১টি রিফাইনারী সহ ০৬ টি অংগপ্রতিষ্ঠানে সমন্বয়ে ১ জানুয়ারি'১৯৭৭ সালে সংস্থার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে এলপি গ্যাস লিমিটেড বিপিসি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত হলে বর্তমানে ০৭টি অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দেশব্যাপী পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা পুরণ করা হচ্ছে। বিপিসি'র প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত। ঢাকায় এর একটি লিয়াজোঁ অফিস রয়েছে।

বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন, শেয়ার ও মালিকানা ঃ

ক্রমিক নং	সাবসিডিয়ারী কোম্পানির নাম	মূলধন (কোটি টাকা)		মালিকানা	মূল দায়িত্ব
		অনুমোদিত	পরিশোধিত		
১।	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১০০.০০	৬৬.১৫	বিপিসি ৫০.৩৫% সরকারি অর্থলগ্নী সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৪৯.৬৫%	পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য মজুদ, সরবরাহ ও বিপণন
২।	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	৪০০.০০	৬৩.৩০	বিপিসি ৫৮.৬৭% বেসরকারি ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান ৪১.৩৩%	-ঐ-
৩।	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	৩০০.০০	৭০.২০	বিপিসি ৬০.০৮% বেসরকারি ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান ৩৯.৯২%	-ঐ-
৪।	ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড	৫০০.০০	৩৩.০০	বিপিসি ১০০%	ক্রুড অয়েল পরিশোধন ও বিটুমিন উৎপাদন
৫।	এলপি গ্যাস লিমিটেড	৫০.০০	১০.০০	বিপিসি ১০০%	এলপি গ্যাস বোতলজাতকরণ ও বিতরণ
৬।	ইস্টার্ন লুব্রিক্যান্টস বেন্ডার্স লিমিটেড	৫.০০	০.৯৯৪	বিপিসি ৫১.০০% সরকারি অর্থলগ্নী সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান৪৯.০০%	লুব্রিকেটিং অয়েল উৎপাদন
৭।	স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	০.৫০	০.১৯৭৬	বিপিসি ৫০% বেসরকারি ৫০%	লুব্রিকেটিং অয়েল উৎপাদন

বিপিসি'র কার্যাবলী ঃ

বিপিসি'র কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক) ক্রুড পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানি;
খ) ক্রুড পেট্রোলিয়াম শুদ্ধিকরণ এবং বিভিন্ন মানের পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন;
গ) রিফাইনারী বা শোধনাগার এবং অন্যান্য সহায়ক সুবিধা-সুযোগ বা অবকাঠামো স্থাপন;
ঘ) বেজ ষ্টক বা কাঁচামাল, আবশ্যকীয় এ্যাডিটিভস এবং অপরাপর রাসায়নিক পদার্থ এবং প্রস্তুত লুব্রিক্যান্টস ইত্যাদিসহ লুব্রিক্যাটিং অয়েল আমদানি;
ঙ) মিশ্রণসুত্রে লুব্রিক্যাটিং পণ্যাদি উৎপাদন;
চ) ব্যবহৃত লুব্রিব্যান্টস রীসাইক্লিং বা রীভ্যামপিং করণের প্যান্টসহ লুব্রিক্যাটিং প্ল্যান্ট স্থাপন;
ছ) রিফাইনারী বর্জ্য বা অবশিষ্টাংশ পণ্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও অবকাঠামো স্থাপন;
জ) পেট্রোলিয়াম (ক্রুড এবং অপরিশোধিত) গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থাপন;
ঝ) বিপণন কোম্পানিসমূহের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সমগ্রীর বরাদ্দ নির্ধারণ;
ঞ) আন্তঃদেশীয় অয়েল ট্যাংকার সংগ্রহ;
ট) পেট্রোলিয়াম বিপণনের ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ;
ঠ) পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি রপ্তানী;

ড) ম্যানেজিং এ্যাজেন্টস হিসাবে দায়িত্ব পালন বা যে কোন ফার্ম বা কোম্পানির সংগে যে কোন ব্যবস্থাপনার চুক্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তি সম্পাদন;

ঢ) অংগ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর তদারকি, সমন্বয়-সাধন ও নিয়ন্ত্রণ;

ণ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং

ত) অধ্যাদেশের লক্ষ্য সমূহ প্রতিপালনের জন্য আবশ্যকীয় অনুরূপ অন্যান্য কার্য্য ও বিষয়াদি সম্পাদন।

জনবল কাঠামো ঃ

''বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬'' অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ২ জন সরকার মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দিকনির্দেশনায় সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সংস্থার প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন চেয়ারম্যান। সংস্থার অনুমোদিত জনবল ১৭৮ জন, এর মধ্যে কর্মকর্তা ৫৯জন ও কর্মচারী ১১৯ জন। এর বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত ১২৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৩৬ জন, কর্মচারী ৯২ জন। অর্থাৎ বর্তমানে ৪৯ টি পদ (কর্মকর্তা ২৩ + কর্মচারী ২৬) শূন্য রয়েছে। সংস্থার জনবল কাঠামো নিম্নরূপঃ

কর্মকর্তা				কর্মচারী				মন্তব্য
অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	
চেয়ারম্যান	১	১	-	ইউডিএ	০৯	০৭	২	
পরিচালক	৩	৩	-	স্টেনোগ্রাফার/পিএ	১২	৭	৫	
				রেকর্ড কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				কেয়ার টেকার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ষ্টোর কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ক্যাশিয়ার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
সচিব	১	১	-	এল ডি এ কাম কম্পিঃ অপাঃ	২৭	১৬	১১	
মহাব্যবস্থাপক/উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক	৬	২	৪	কম্পাউন্ডার	১	১	-	
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক	১৩	৯	৪	টেলেক্স অপাঃ	২	১	১	
উর্ধ্বতন আবাসিক চিকিৎসক	১	১	-	টেলিফোন অপাঃ	২	২	-	
উপ-ব্যবস্থাপক	১৫	৮	৭	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
সহকারী ব্যবস্থাপক	১১	৫	৬	ড্রাইভার	১৩	১২	১	
				মোট ঃ(৩য় শ্রেণি)	৭২	৫২	২০	
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণী)	৭	৬	১	ডুপি- কেটিং মেশিন অপাঃ	১	১	-	
উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণি)	১	-	১	ডেসপাচ রাইডার	২	২	-	
				অফিস সহায়ক	২৭	২৪	৩	
				নিরাপত্তা প্রহরী	১০	৭	৩	
				বাস হেলপার	১	১	-	
				পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	৫	-	
				মোটঃ(৪র্থ শ্রেণী)	৪৬	৪০	৬	
মোট ঃ	৫৯	৩৬	২৩	সর্বমোট (৩য়+৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী) ঃ	১১৮	৯২	২৬	

২০১৩-১৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

বিপণন কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিবিধ জ্বালানি তেলের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বর্তমানে জ্বালানি তেলের চাহিদা প্রায় ৫৬.০০ লক্ষ মেঃ টন তন্মধ্যে ডিজেলের পরিমাণ প্রায় ৩৩.০০ লক্ষ মেঃ টন এবং ফার্নেস অয়েলের পরিমাণ ১২.৫০ লক্ষ মেঃ টন প্রাক্কলিত হিসেবে ধরা হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে দেশে জ্বালানি তেলের ব্যবহার ছিল ৫৪.৮৪ লক্ষ মেঃ টন তন্মধ্যে ডিজেলের পরিমাণ ৩২.৪০ লক্ষ মেঃ টন এবং ফার্নেস অয়েলের পরিমাণ ১১.৯৯ লক্ষ মেঃ টন। প্রসংগত, দেশে অব্যাহত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্মিত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ভাড়া ভিত্তিক বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তরল জ্বালানি হিসাবে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ ডিজেল সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৩.৬৭ লক্ষ মেঃ টন, ফার্নেস অয়েল সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১১.৮৯ লক্ষ মেঃ টন।

উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ সালে দেশের বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড এবং সরকারি ও বেসরকারি ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টসমূহ থেকে উৎপাদিত পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ যথাক্রমে পেট্রোল ঃ ১.১৮ লক্ষ মেঃ টন, অকটেন ঃ ০.৪৩ লক্ষ মেঃ টন, ডিজেল ঃ ০.৯৭ লক্ষ মেঃ টন, কেরোসিন ০.২৪ লক্ষ মেঃ টন

জ্বালানি তেল পরিবহণ বহরে বর্তমানে কোস্টাল ট্যাংকার ১১৪টি এবং ২৯টি শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার তন্মধ্যে বে-ক্রসিং শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার ৩৫টি। প্রায় ৯০% জ্বালানি তেল নৌ-পথে, ৮% রেলপথে এবং ২% সড়ক পথে পরিবহন করা হয়ে থাকে। চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনা ও অন্যান্য তেল ডিপো থেকে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ডিলার, এজেন্ট এর অনুকূলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে ১৬৬২টি ফিলিং স্টেশন, ৩১৯৬টি এজেন্ট/ডিষ্ট্রিবিউটর ও ২৮৭৫টি এলপি গ্যাসের ডিলার রয়েছে।

গত ২০১৩-১৪ সালে কৃষিখাতে ১৯.৮০%, শিল্পখাতে ৩.২৫%, বিদ্যুৎখাতে ২৫.০১%, যোগাযোগখাতে ৪৫.১০% এবং গৃহস্থালী ও অন্যান্যখাতে ৬.৯৩% জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভাগীয় শহরে অর্থাৎ; ঢাকায় ৪১.৯৭%, চট্টগ্রামে ২১.৬৫%, সিলেটে ৩.৪৪%, রাজশাহীতে ১০.৪৫%, রংপুরে ৫.৭৫%, খুলনায় ১৪.৯৭% ও বরিশালে ২.০০% জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বাসড়্ব সম্মত পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ২০১৩-১৪ বছরের কৃষিসেচ মওসুমে (ডিসেম্বর-মে) বোরো ধানসহ বিভিন্ন কৃষিজ ফসলাদির বাম্পার ফলন হয়েছে। গত কৃষি-সেচ মওসুমে দেশের উত্তরাঞ্চলে ডিপোসমূহের ডিজেল বিক্রির পরিমাণ ছিল ০৩.৬৫ লক্ষ মেঃটন।

বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১০.৩৪ লক্ষ মেঃটন, তন্মধ্যে ডিজেলের মজুদধারণ ক্ষমতা ৩.৭৬ লক্ষ মেঃটন। ইআরএলসহ বিপণন কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলের মজুদধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে ০.৭৮ লক্ষ মেঃটন (ইআরএল-০.৪১ লক্ষ মেঃটন) ও ০.৮২ লক্ষ মেঃটন (ইআরএল-০.৩৫ লক্ষ মেঃটন)। উল্লেখ্য দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান নৌ-ডিপো সিরাজগঞ্জ জেলাস্থ বাঘাবাড়ী ডিপোতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুদধারণ ক্ষমতা ০.৪১ লক্ষ মেঃটন, তন্মধ্যে ডিজেলের মজুদধারণ ক্ষমতা ০.৩৫ লক্ষ মেঃটন। প্রসংগত, দেশে জ্বালানি তেলের নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী বিপণন কোম্পানিগুলো মজুদ ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহতভাবে রেখেছে।

বাণিজ্যিক ও পরিচালন কার্যক্রম ঃ

যে কোন দেশের উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হল জ্বালানি তেল। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে এর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচি প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জ্বালানি তেলের আমদানি প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির জন্য বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির জন্য বিপিসি যে সব প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সেগুলো হলঃ- কুয়েতের Kuwait Petroleum Corporation (KPC), সংযুক্ত আরব আমিরাতের Emirates National Oil Company (Singapore) Pte. Ltd. (ENOC), মালয়েশিয়ার Petco Trading Labuan Company Ltd. (PTLCL), ভিয়েতনামের Petrolimex (Singapore) Pte. Ltd., গণচীনের Petrochina (Singapore) Pte. Ltd., গণচীনের Unipec Singapore Pte. Ltd., ফিলিপাইনের Philippines National Oil Corporation (PNOC), ইন্দোনেশিয়ার Bumi Siak Pusako (BSP)। এছাড়া অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) এবং আবুধাবীর Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানির জন্য বিপিসি'র মেয়াদী চুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেডে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১১৭৬৬৯২ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়। এ অর্থ বছরে বিপিসি উপরোক্ত পরিমাণ ক্রুড অয়েলের পাশাপাশি ২৭৭০৪৭৭ মেট্রিক টন ডিজেল, ২৮০৮৮৩ মেট্রিক টন জেট এ-১, ২৪৫৯৩ মেট্রিক টন কেরোসিন, ৬৩২৮২ মেঃটন মোগ্যাস (অকটেন) এবং ১০১৬১০১ মেঃটন ফার্নেস অয়েল আমদানি করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সামগ্রিকভাবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল !ঞযব ঋড়ৎসঁষধ ঘড়ঃ ওহ ঞধনষব মেট্রিক টন।

এ ছাড়া, স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম হতে ২৬,১১৬ মেট্রিক টন মোগ্যাস এবং পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেড মংলা হতে ১৬,০৯৭ মেট্রিক টন মোগ্যাস গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ন্যাফথার চাহিদা কম থাকায় ইআরএল এ উৎপাদিত ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে রপ্তানিকৃত ন্যাফথার পরিমাণ ছিল ৯৩,০৮৫ মেট্রিক টন।

প্রসঙ্গতঃ, ২০১১ সালের পূর্বে দেশে ফার্নেস অয়েল আমদানি করা হ'ত না। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফার্নেস অয়েলের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তা বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে আমদানি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ফার্নেস অয়েলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎতায়নের পরিধি সম্প্রসারনের প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে কেরোসিন আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সরকার সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করেছে।

আর্থিক কর্মকান্ড এবং সাফল্যঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিপিসি ৩১,৫৮,৩৪৩.০৪ মেট্রিক টন রিফাইন্ড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ২,৯৯৫.৬১ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ২৩,৪৮৫.৫৬ কোটি ব্যয় করে। উল্লেখিত সময়ে ১১,৭৬,৬৯২.৬৯ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৯৬৮.৫৫ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৭,৯৫৭.২৯ কোটি এবং ১০,১৬,১০১.০০ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৬৫৪.৩৮ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৫,১৪৪.৬৮ কোটি মাত্র ব্যয় হয়। একই সময়ে রিফাইনারীতে প্রক্রিয়াকৃত চাহিদার অতিরিক্ত ৯৩,০৮৫.৮০ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানী করে প্রায় মার্কিন ডলার ৮৫.৬২ মিলিয়ন সমপরিমাণ প্রায় ৬৬২.৫৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

বিপিসি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে সর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং ফেসিলিটির আওতায় মার্কিন ডলার ১৪৮২.৮৫ মিলিয়ন ঋণ সুবিধা গ্রহণ পূর্বক জ্বালানি তেল আমদানিতে ব্যয় করে এবং একই সময়ে সুদসহ মার্কিন ডলার ১৫৫৯.৩৭ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়। এছাড়া সিন্ডিকেশন লোনের আওতায় বর্ণিত সময়ে মার্কিন ডলার ৪০০.০০ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে মার্কিন ডলার ১০০.০০ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে দেশে বিভিন্ন ধরণের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ছিল ৪০,৮৩৫.০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে বিক্রয়কৃত পণ্যের মোট ব্যয় হয় ৪৩,৩১২.৭৩ কোটি টাকা। ফলে মোট ঘাটতি/লোকসান হয় প্রায় ২৪৭৭.৭৩ কোটি টাকা। একই সময়ে সরকারি কোষাগারে প্রায় ৪,৫২৫ কোটি টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১। প্রতি অর্থ বছরের জন্য বিপিসি'র আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২। দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎস/সরবরাহকারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়, ফলে পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম প্রিমিয়ামে/দামে জ্বালানি তেল আমদানি করা সহজতর হয়।

৩। আমদানি অর্থায়নের লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এতে অপেক্ষাকৃত কম সুদে আমদানি অর্থায়ন করা যায়।

৪। আর্থিক লেনদেনসমূহ আর্ন্তজাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণপূর্বক যথাযথভাবে হিসাবে লিপিবদ্ধকরণ করা হয় এবং অর্থ বছর শেষে চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন করা হয়।

৫। জ্বালানি তেল বিক্রয়ে ভর্তুকী/লোকসান কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়।

৬। সংস্থার আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর বাজেট প্রণয়ন করা হয় এবং কঠোরভাবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

(ক) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড (এডিপিভূক্ত) ঃ

নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) কনস্ট্রাকশন অব এভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট সিলেট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। খ) অক্টোবর'১০-জুন'১৪	৫৩১৫.৫০	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পূর্ণাংগতা লাভ করছে এবং জেট এ-১ এর বিক্রয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
২।	ক) কনস্ট্রাকশন অব ১০,০০০*৩ মেঃ টন স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ। খ) ডিসেম্বর' ২০১১ হতে জুন' ২০১৪	৪০১৪.০০	বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ এ জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৩০,০০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।
৩।	ক) কনস্ট্রাকশন অব ১০,০০০*৩ মেঃ টন স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট এমআই, চট্টগ্রাম। খ) জানুয়ারি'২০১২ হতে জুন' ২০১৪	২৬৯৩.৬৫	প্রধান স্থাপনায় জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৩০,০০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।

বাস্তবায়নাধীন এডিপিভূক্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি
১।	ক) ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম)। খ) মার্চ'১০- ডিসেম্বর'১২	৯৫৪২৮.০২	* অফসোর জিওফিজিক্যাল/জিওটেকনিক্যাল সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে। * অনসোর জিওফিজিক্যাল/জিওটেকনিক্যাল সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে। * FEED ও Cost calculation এর কাজ শেষ হয়েছে।
২।	ক) কনস্ট্রাকশন অব এ এম এস ষ্টোরেজ ট্যাংক (ফ্লোটিং রুফ) এ্যাট ইআরএল। (১৭,৫০০ মেঃ টন) খ) অক্টো'১০-ডিসে'১৪	২৪৯৮.৩৯	* সাইট ক্লিনিং ও সার্ভেয়িং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। * সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। * স্যান্ড ড্রেইন (পাইলিং) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। * ট্যাংক ফাউন্ডেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। * ট্যাংক প্রি-লোডিং ও আন-লোডিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। * পাম্প সেট (স্পেয়ারসহ), এজিটেটর এবং অটোমেটিক ট্যাংক (এটিজি) গেজিং ইআরএল সাইটে এসে পৌছেছে। * স্টীল প্লেট (১ম লট) ইআরএল সাইটে এসে পৌছেছে। স্টীল প্লেট (২য় লট) শিপমেন্ট করেছে। * পাইপ ও ফিটিংস চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। * ট্যাংক নির্মাণের মেকানিক্যাল কাজ শুরু হয়েছে।
৩।	ক) এক্সটেনশন অব এভিয়েশন ফুয়েল (জেট-এ-১) হাইড্রেন্ট সিস্টেম এ্যাট হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ঢাকা। খ) জুলাই'১১- জুন'১৪	৫৩৬৬.০০	* ১নং প্যাকেজের পুর্ত কাজ ২৭/১০/২০১৩ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে।গত ০৯/০৪/২০১৪ তারিখ থেকে এপ্রোনের হাইড্রেন্ট পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ চলছে। মোট ১২টি এয়ারক্র্যাফট পার্কিং বে এর মধ্যে হাইড্রেন্ট পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ করতে হবে। তন্মধ্যে প্রথম চারটি এয়ারক্র্যাফট পাকিং বে এর মধ্যে হাইড্রেন্ট পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। পরবর্তি ২টি পাকিং বে এর বরাদ্দের অপেক্ষায় রয়েছে। * ২নং প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে গত ১৭/০২/১৪ তারিখে এবং এলসি খোলা হয়েছে ১০/০৩/২০১৪ তারিখে। হাইড্রেন্ট ডিসপেন্সার প্রস্তুত করার কাজ চলছে।
৪।	ক) কনস্ট্রাকশন অব ৮,০০০ * ১মেঃ টন এবং ৭,০০০ * ২ স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট গোদনাইল, নারায়নগঞ্জ। খ) জানু' ২০১২ হতে ডিসে'২০১৪	২৬৩৭.৫০	* ৭০০০ মেঃ টন এইচ এস ডি স্টোরেজ ট্যাংকের টেস্টিং ও পাইপলাইনের কাজ শেষ পর্যায়ে। * ৭০০০ মেঃ টন জেট এ-১ ট্যাংকের ফেব্রিকেশনের কাজ শেষ হয়েছে। বান্ড ওয়ালেন কাজ এবং পাইপলাইনের কাজ চলছে। * ৮০০০ মেঃটন এইচ এস ডি ট্যাংকের মূল ফেব্রিকেশনের এবং সিড়ির কাজ শেষ হয়েছে। আনুমানিক ৪৮০০ ফুট ৮ ইঞ্চি ৭০০০ ফুট পাইপ ৬ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ সাইটে সরবরাহ করা হয়েছে।
৫।	ক) কনস্ট্রাকশন অব ১৩,০০০ * ৩ মেঃ টন স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট ইআরএল, চট্টগ্রাম। খ) জুলাই'১২ হতে ফেব্রু'২০১৫	৪৯২৬.৯৬	* ৩য় ট্যাংকের প্রি-লোডিং সমাপনান্তে আন-লোডিং চলছে, ২টি ট্যাংকের শেল কোর্স ও রুফ স্ট্রাকচার এর কাজ চলছে। ট্যাংকের নির্মাণ কাজের মূল উপাদান এমএস প্লেট, পাইপ ও ফিটিংস সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) কনস্ট্রাকশন এ্যান্ড কমিশনিং অব আন্ডার গ্রাউন্ড পাইপ লাইন (৮'' ডায়া) ফ্রম প্রপোজড রেলওয়ে সাইডিং এ্যাট এয়ারপোর্ট রেল ষ্টেশন আপ টু কেএডি ইনক্লুডিং রিনোভেশন অব ৩ ষ্টোরেজ ট্যাংক। খ) ১,১৫১.০০ লক্ষ টাকায় গ) জুলাই' ২০১০ হতে ডিসেম্বর' ২০১৪	হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জ্বালানি সরবরাহ সহজ হবে এবং জেট এ ১ এর বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে।
২।	ক) ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যান্ড এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ৩*২৫০০ মেঃ টন জেট-এ-১ ষ্টোরেজ ট্যাংক অন ডেভেলপড ল্যান্ড এ্যাট কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো, ঢাকা। খ) ১০,৮৯.০০ লক্ষ টাকা গ) জুলাই'২০১১ হতে ডিসেম্বর' ২০১৪	হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জ্বালানি সরবরাহ সহজ হবে এবং জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।
৩।	ক) কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনষ্টলেশন খ) ১৭,৮৯৯.০০ লক্ষ টাকা গ) জুলাই' ২০০৭ হতে জুন '২০১৬	দেশের উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার এ ডিপোটি তৈরী হলে জ্বালানি সরবরাহ করা সহজতর হবে। জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে পরিবহন খরচ হ্রাস পাবে।
৪।	ক) কনস্ট্রাকশন অব এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট ইনক্লুডিং ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ, ষ্টোরেজ ট্যাংকস, পাইপলাইন্স, জেটি এ্যাট মংলা, বাগেরহাট (১০০,০০০ মেঃ টন ক্যাপাসিটি পার এ্যানাম)। খ) ২১,০৪৬.৯৬ লক্ষ টাকা। গ) জানুয়ারি' ২০১২ হতে জুন '২০১৬	এলপি গ্যাসের আমদানি নির্ভর বটলিং উৎপাদন, মজুদ ও বিপণন বৃদ্ধি পাবে। ফলে এলপি গ্যাসের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে, যা পরিবেশ সহায়ক।
৫।	ক) এলপি গ্যাস লিমিটেড হেড অফিস ভবন নির্মাণ (৪র্থ তলা বিশিষ্ট)। খ) ৩১১.৬৬ লক্ষ টাকা। গ) জানুয়ারি' ২০১৩ হতে ডিসেম্বর' ২০১৪	এলপিজিএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুন্দর ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হবে।
৬।	ক) কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট) খ) ৬৭৬৬.৪৯ লক্ষ টাকা। গ) জুলাই'২০১৩ হতে জুন' ২০১৭	পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে বিপিসি'র মোট ৩ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে এবং ৩ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের নিমিত্ত আলোচ্য অর্থ বৎসরে বিপিসি'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপরোক্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসিতে শূন্য পদে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

আমদানিকৃত জ্বালানি তেল খালাসকালে সর্বোচ্চ সর্তকতা ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন তথ্যাদি যাচাইপূর্বক আমদানি কাজে ব্যবহৃত জাহাজসমূহের মনোনয়ন প্রদান করা হয়। জ্বালানি তেল খালাসকালে বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলী নদীতে জ্বালানি তেল নিঃসরণের মত কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি। জ্বালানি তেল খালাস কার্যক্রমের সময় বিপিসি, তেল বিপণন কোম্পানি ও জাহাজের মাষ্টার সকলে পরিবেশ দূষণ যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে।

ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্ম পরিকল্পনা ঃ

জ্বালানি তেল আমদানি কার্যক্রমঃ দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে জ্বালানি তেলের বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণের জন্য বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রায় ৫৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেলের চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণ পরিমাণই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেমে ০.২৫% মানমাত্রার সালফারযুক্ত ডিজেল আমদানি করা হচ্ছে। ২০১৫ সালের জানুযারি মাস হতে পর্যায়ক্রমে আরো উন্নতমানের ০.০৫% সালফারযুক্ত ডিজেল আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিপিসি জ্বালানি আমদানির সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয়	ফলাফল
১।	ইনস্টলেশন ইআরএল ইউনিট-২	জুলাই'১৩ হতে জুন'১৬	৭৬৬৫.৯৫	দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ইআরএল এর পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ উপযোগী স্পেসিফিকেশনের জ্বালানির উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সুসংহত রাখবে। অন্যদিকে জ্বালানি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে।
২।	কনস্ট্রাকশন অব এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট ইনক্লুডিং ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ, ষ্টোরেজ ট্যাংকস, পাইপলাইন্স, জেটি এ্যাট কুমিরা অর এ্যানি সুইটেবল প্লেইস ইন চিটাগাং (১০০,০০০ মেঃ টন ক্যাপাসিটি পার এ্যানাম) **(পিপিপি'র আওতায়)**।	জুলাই'১৪ হতে জুন'১৬	২৫০.০০	এলপি গ্যাসের আমদানি নির্ভর বটলিং উৎপাদন, মজুদ ও বিপণন বৃদ্ধি পাবে। ফলে এলপি গ্যাসের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে।
৩।	কনস্ট্রাকশন অব এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট এ্যাট এলেংগা, টাংগাইল (২৪০,০০০ সিলিন্ডার পার ইয়ার)	জুলাই'১৪ হতে জুন'১৬	২৫.৬০	টাংগাইলের এলংগায় সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে আমদানি নির্ভর সিলিন্ডারের উপর নির্ভরতা কমবে।
৪।	কনস্ট্রাকশন অব ১০,০০০*৩ মেঃ টন ক্যাপাসিটি পেট্রোলিয়াম অয়েল ষ্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট পার্বতীপুর ডিপো, দিনাজপুর।	জুলাই'১৪ হতে জুন'১৬	৪৬.১০	পাবর্তীপুর, দিনাজপুরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
৫।	বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন, চট্টগ্রাম।	জুলাই'১৪ হতে জুন'১৭	৫০.০০	বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা জাগাবে।
৬।	বিপিসি'র অফিসার্স এন্ড স্টাফ কোয়ার্টার্স, চট্টগ্রাম।	জুলাই'১৪ হতে জুন'১৬	১৮.০০	বিপিসি'র কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দর পরিবেশে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা জাগাবে।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (পিওসিএল)ঃ

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৃটিশ-ভারত উপনিবেশিক সময়কালে এর সৃষ্টি। কোম্পানির পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের এই অংশে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মধ্যে অন্যতম। কোম্পানির ঐতিহাসিক পটভূমি নিম্নরূপঃ

* ১৮৭১ সালে "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" তাদের প্রধান ব্যবসায়িক কার্যক্রম বার্মায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্কটল্যান্ডে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয় (ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বার্মা বৃটিশদের নিকট বৃটিশ-ভারতের একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত ছিল)।

* ১৯৮৮ সালে, রেংগুন অয়েল কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম সে সময় আসাম ও বাংলাসহ বৃটিশ-ভারত এর অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার লাভ করে। কোম্পানির প্রদান কার্যালয় ছিল ১৯১ ওয়েস্ট জর্জ ষ্ট্রীট, গ্লাসগো, ইউ কে।

* ১৯৮৮ সালে, বার্মা অয়েল কোম্পানি প্রথমবারের মত তেল আহরণের জন্য বার্মায় ড্রিলিং সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে। পূর্বে বার্মায় হাতে খননকৃত কুপ হতে তেল আরোহন করা হতো।

* ১৯০৩ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামে তাদের "মহেশখালী তেল স্থাপনা" প্রতিষ্ঠা করে।

* ১৯০৮ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করে।

* ১৯১৪ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামের সীতাকুন্ডে একটি কুপ খনন করে।

* ১৯২০ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানির প্রধান পরিবেশক মেসার্স বুলক ব্রাদার্স, চট্রগ্রামের সদরঘাটে তাদের ব্যবসায়িক কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

* ১৯২৯ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি মেসার্স বুলক ব্রাদার্স এর ৪.১ একর জমিসহ সদরঘাটস্থ কার্যালয় এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে এর নিজস্ব ব্যবসায়িক কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

* ১৯৪৭ সাল উপমহাদেশ বিভাগের পূর্ববর্তী সময় দু'টি প্রধান কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি) এবং বার্মা শেল অয়েল ষ্টোরেজ এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (বিএসওসি) এ অঞ্চলে তেলের ব্যবসা পরিচালনা করত, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অর্ন্তভুক্ত ।

* ১৯৪৮ সালে বার্মা শেল তেজগাঁও বিমান বন্দরে এভিয়েশন ডিপো প্রতিষ্ঠা করে।

* তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের তেল বিপণন পরিস্থিতি বিবেচনা করে বার্মা শেল তাদের শেয়ার বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) কে হস্তান্তর করে এবং ১৯৬৫ সালে বিওসি এর ৪৯% শেয়ার নিয়ে বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড নামে নতুন একটি কোম্পানি গঠিত হয়। অবশিষ্ট শেয়ার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বেসরকারি ব্যক্তি মালিকদের ইস্যু করা হয়।

* ১৯৭৭ সালে বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

* ১৯৮৫ সালে, বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) তাদের বাংলাদেশের সমস্ত সম্পত্তি (বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড এর শেয়ারসহ) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এর অনুকুলে হস্তান্তর করে। বিওসি এর সমস্ত শেয়ার বিপিসি-কে হস্তান্তরের শর্তানুযায়ী বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড এর নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে এবং তদানুযায়ী ১৯৮৮ সালে কোম্পানির নাম "পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এ রুপান্তরিত হয়।

পিওসিএল এর কার্যাবলীঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড দেশের বৃহত্তম পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কোম্পানি এবং অন্যতম বৃহত্তম কৃষি কীটনাশক বিপণন কোম্পানিও বটে। পেট্রোলিয়াম ও এগ্রো-কেমিক্যালস্ ব্যবসা পরিচালনার জন্য সারাদেশে কোম্পানির বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে নির্ধারিত মূল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কোম্পানির প্রধান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে নির্ধারিত মূল্যে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুরূপে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। তাছাড়া কৃষিজাত কীটনাশক পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে অত্র কোম্পানি দেশের কৃষি নির্ভর অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

পিওসিএল এর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নিম্নরূপ ঃ

২০১৩-২০১৪

ফিলিং স্টেশন	৫৭৮
এজেন্ট	১০৩৯
প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার	২৫৮
এল পি জি ডিলার	৭৫০
বার্জ ডিলার	৪৯
এগ্রো-কেমিক্যালস্ পরিবেশক	২৬৫
মোট	২৯৩১

পিওসিএল এর জনবল কাঠামো ঃ

৩০শে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত কোম্পানির বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল নিম্নরূপ ঃ

ক)	কর্মকর্তা	-	২৭২ জন
খ)	কর্মচারী	-	৮১৯ জন
	মোট	-	১০৯১ জন

ডিপো নেটওয়ার্কঃ

ক)	জ্বালানি তৈল ডিপো	ঃ	১৬টি
খ)	এগ্রো-কেমিক্যালস্	ঃ	১৬টি
গ)	এভিয়েশন ডিপো	ঃ	০৩টি
	মোট	-	৩৫টি

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড দেশের বৃহত্তম পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কোম্পানি এবং অন্যতম বৃহত্তম কৃষি কীটনাশক বিপণন কোম্পানিও বটে। পেট্রোলিয়াম ও এগ্রো-কেমিক্যালস্ ব্যবসা পরিচালনার জন্য সারাদেশে কোম্পানির বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে নির্ধারিত মূল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কোম্পানির প্রধান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে নির্ধারিত মূল্যে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুরূপে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। তাছাড়া কৃষিজাত কীটনাশক পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে অত্র কোম্পানি দেশের কৃষি নির্ভর অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন জ্বালানি তেল ও কৃষি রসায়ন বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ব্যালান্স সীট সম্পূর্ণ না হওয়ায় বিপণনকৃত পণ্যের পরিমাণ ও আর্থিক হিসাব উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য কমকান্ডের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালানি তেল সরবরাহকারী ডিপো সমূহে কিছু তৈলাধার নির্মাণ করা হয়েছে এবং কিছু নির্মানাধীন রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে শাহ আমানত আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে বিমানে জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য হাইড্রেন্ট লাইন এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে বিমানে জ্বালানি তেল সরবরাহের নিমিত্তে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। এই বিষয়ে ৪ ও ৫ নং ক্রমিকে বিস্তারিত বিবরণ বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পে দেওয়া আছে।

ক্রমিক নং-৩ : আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর ২০১৩-২০১৪ সনের ব্যালান্স শীট (এপ্রিল-জুন) এখনো পর্যন্ত তৈরী না হওয়ায় বিগত ০৯ মাসের (জুলাই-মার্চ) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

PADMA OIL COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 MARCH, 2014
(PROVISIONAL & UN-AUDITED)

Taka in' 000

	31 March 2014 Taka	30 June 2013 Taka
ASSETS		
Non-current assets		
Property, plant and equipment	679,503	633,692
Capital Work-in-progress	416,746	347,782
	1,096,249	**981,474**
Current assets		
Inventories	8,744,852	12,568,466
Accounts Receivable	10,096,137	9,667,314
Due from affiliated companies	44,433,260	35,229,829
Advances, deposits and pre-payments	106,914	96,650
Cash and cash equivalents	30,836,516	20,641,267
	94,217,679	**78,203,526**
TOTAL ASSETS	**95,313,928**	**79,185,000**
EQUITY AND LIABILITIES		
Shareholders' equity		
Share capital	982,328	893,025
Retained earnings	5,757,604	5,074,432
Total equity	**6,739,932**	**5,967,457**
Non-current liabilities:		
Deferred tax liabilities	72,289	66,680
	72,289	**66,680**
Current liabilities		
Accounts payable	3,456,487	1,751,002
Supplies and expenses payable	5,997,642	5,936,516
Due to affiliated companies	74,461,840	61,736,136
Other liabilities	4,179,867	3,388,463
Dividend payable	38,822	41,772
Income tax payable	367,049	296,974
	88,501,707	**73,150,863**
Total liabilities	**88,573,996**	**73,217,543**
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	**95,313,928**	**79,185,000**
Net Asset Value (NAV) per share - Basic	***Tk. 68.61**	**Tk. 79.74**
Net Asset Value (NAV) per share - restated		***Tk. 60.75**

***Computed on 9,82,32,750 Shares**

(Mohiuddin Ahmed)
CFO & Company Secretary

Chittagong

27 April, 2014

ক্রমিক নং-৩ : আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

PADMA OIL COMPANY LIMITED
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE 3RD QUARTER ENDED 31 MARCH 2014
(PROVISIONAL & UN-AUDITED)

Taka in ' 000

	July'13-March'14	July'12-June'13
Gross earnings on Petroleum Products	**1,229,539**	**1,500,654**
Direct cost on Petroleum Products:		
Packing Charges	(30,999)	(28,279)
Handling Charges	(4,617)	(6,752)
	(35,616)	(35,031)
	1,193,923	1,465,623
Net Operational gain / (loss)	-	37,664
Net earnings on petroleum products	1,193,923	1,503,287
Operating expenses:		
Administrative, selling and distribution expenses	(786,681)	(915,114)
Interest expense through BPC	(83,405)	(106,543)
	(870,086)	(1,021,657)
Operating Profit on Petroleum	**323,837**	**481,630**
Other operating income -petroleum trade	247,454	233,817
Operating (loss)/ profit on Agro-chemical business	8,654	(1,794)
	256,108	232,023
Total Operating Profit	**579,945**	**713,653**
Non-operating Income	1,632,758	2,399,556
Net profit before WPPF	**2,212,703**	**3,113,209**
Contribution to Workers' Profits Participation and Welfare Fund @5% on net profit	(110,635)	(155,660)
Net profit before income tax	**2,102,068**	**2,957,549**
Provision for Income tax:		
Current year tax	(520,262)	(706,202)
Prior's year tax	-	(169,731)
Deferred tax	(5,609)	(14,630)
	(525,871)	(890,563)
Net profit after tax transferred to Retained earnings	**1,576,197**	**2,066,986**
Earning Per Share - basic	*Tk. 16.05	Tk. 27.62
Earning Per Share - restated		*Tk. 21.04

***Computed on 9,82,32,750 Shares**

Chittagong
27 April, 2014

(Mohiuddin Ahmed)
CFO & Company Secretary

বিক্রয় কার্যক্রম ঃ

মেট্রিক টনে

বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পূর্ণ বাজেট	প্রকৃত (জুলাই'১৩- মার্চ ১৪) ২০১৩-২০১৪ অ-নিরীক্ষিত	বাজেট এর উপর অর্জন (%)	প্রকৃত (জুলাই'১২- মার্চ '১৩) ২০১২-২০১৩ অ-নিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী (জুলাই- মার্চ) বৎসরের সাথে তুলনা (%)
অকটেন (HOBC)	৩৯,২৯১	২৯,১৪৬	৭৪.১৮	২৮,৪৮৫	১০২.৩২
এভিয়েশন ফুয়েল(Jet A-1)	৩৩৭,৪০৯	২৪১,৯০৩	৭১.৬৯	২৪৮,৭৯৯	৯৭.২৩
মটর স্পিরিট (MS)	৬৭,১৮৩	৪৭,৯৫৭	৭১.৩৮	৪৯,৬২২	৯৬.৬৪
কেরোসিন (SKO)	৬৯,৯১১	৫০,৬৮৮	৭২.৫০	৫৫,৫৪১	৯১.২৬
ডিজেল (HSD)	৯৩৫,১৮০	৭১৩,০৯৩	৭৬.২৫	৬৮৬,৩৯৮	১০৩.৮৯
লাইট ডিজেল অয়েল (LDO)	৩২১	৯৩৩	২৯০.৬৫	১,০৫৭	৮৮.২৭
ফার্নেস অয়েল (FO)	৩৪২,৭৭৩	২১৬,৪১৫	৬৩.১৪	১৩৬,০১০	১৫৯.১২
এস বি পি (SBP)	৪২১	২৯৫	৭০.০৭	৫৬৮	৫১.৯৪
এম টি টি (MTT)	৭,২০৮	৫,৭০৫	৭৯.১৫	৭,২৬৮	৭৮.৪৯
জুট বেসিং অয়েল (JBO)	১০,২৮১	৭,১২৯	৬৯.৩৪	৭,৬৪৮	৯৩.২১
লুব/গ্রীজ	৩,৯৩৯	৩,১৮৭	৮০.৯১	২,৬৮৮	১১৮.৫৬
বিটুমিন	৯,৩৪৬	৭,৯৬৮	৮৫.২৬	৮,৫০৮	৯৩.৬৫
এলপিজি	৩,৯৯৪	৩,২০৮	৮০.৩২	৩,৫৩৪	৯০.৭৮
অন্যান্য	৯০	৪৫	৫০.০০	২৮	১৬০.৭১
	১,৮২৭,৩৪৭	**১,৩২৭,৬৭২**	**৭২.৬৭**	**১,২৩৬,১৫৪**	**১০৭.৪২**

উপরোক্ত বিক্রয় হিসাব বিবরণীতে দেখা যায় যে, আমাদের প্রকৃত বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার ৭২.৬৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। কিছু কিছু পণ্যের (ফার্নেস অয়েল/জেবিও) ক্ষেত্রে বিক্রয়ের লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি। পরবর্তী তিন মাসে বাজেট বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় বাজেট বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

ক্রমিক নং-৩ : আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পাঁচ বছরের আর্থিক পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং-২

লক্ষ টাকায়

	(জুলাই ১৩- মার্চ ১৪) ২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১০-১১	২০০৯-১০
	(অনিরীক্ষিত)				
ব্যবসায়িক ফলাফল :					
পন্যের হ্যান্ডলিং (মেঃ টনে)	১৩.২২	১৬.৮৮	১৭.৮২	১৭.৮৫	১৩.৯৯
পেট্রোলিয়ামজাত পন্যের নীট আয়	১১,৯৩৯.২৩	১৫,০৩২.৮৭	১৫,২০১.১৭	১৫,০২০.১২	১৩,৪৩৯.৩১
ওভার হেডস	৮,৭০০.৮৬	১০,২১৬.৫৭	৯,৫১৯.৯৪	১১,৮৭২.৪০	৭,০৭১.৩৫
ব্যবসায়িক মুনাফা	৩,২৩৮.৩৭	৪,৮১৬.৩০	৫,৬৮১.২৩	৩,১৪৭.৭২	৬,৩৬৭.৯৬
বিবিধ আয়	১৮,৮৮৮.৬৬	২৬,৩১৫.৭৯	১৭,১৭০.৫৬	৯,১৬৫.৪০	২,৭৪৫.৩১
শ্রমিকদের মুনাফায় অংশীদারিত্ব তহবিল	১,১০৬.৩৫	১,৫৫৬.৬০	১,১৪২.৫৯	৬১৫.৬৬	৪৫৫.৬৬
আয়কর বাবদ বরাদ্দ	৫,২৫৮.৭১	৮,৯০৫.৬৩	৭,০৮০.৯৮	২,৯৩১.৪৭	২,২৮১.৬৭
বন্টনযোগ্য নীট মুনাফা	১৫,৭৬১.৯৭	২০,৬৬৯.৮৬	১৪,৬২৮.২২	৮,৭৬৫.৯৯	৬,৩৭৫.৯৪
.০২ আর্থিক তথ্যাবলী					
চলতি অনুপাত	১.০৬	১.০৭	১.০৬	১.০৬	১.০৭
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	১৬.০৫	২৭.৬২	২২.১১	১৯.৮৮	২১.৬৯
লভ্যাংশ (বোনাস শেয়ার)		১০%	৬৫%	৫০%	৫০%

শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ (টাকা)		৯০%	৩৫%	৫০%	৫০%
শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তি (টাকা)	৬৮.৬১	৭৯.৭৪	৬৫.৪৬	৭৩.৩৬	৮০.২২
শেয়ার প্রতি বাজার দর (টাকা)	৩৩০.০০	২৯৩.০০	৩০৫.৮০	৫১১.০০	৭৩৩.০০
শেয়ারহোল্ডার তহবিল (লক্ষ টাকায়)	৬৭,৩৯৯.৩২	৫৯,৬৭৪.৫৭	৪৩,৩০৪.৪৪	৩২,৩৫১.২৪	২৩,৫৮৫.২৫
শেয়ারহোল্ডারদের তহবিলের বিপরীতে প্রাপ্তি (%)	২৩.৩৯	৩৪.৬৪	৩৩.৭৮	২৭.১০	২৭.০৩
.০৩ জন সম্পদ (সংখ্যা)	১০৯২	১০৯২	৯৮৯	৯৯৩	১০১১
নির্বাহী	২৭৫	২৭৫	২৩৭	২৩৬	২৩৫
স্টাফ	৮১৭	৮১৭	৭৫২	৭৫৭	৭৭৬

ঘ) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা

খাত	(জুলাই ১৩- মার্চ ১৪) ২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১০-১১	২০০৯-১০
আয়কর	৪,৫০১.৮৭	৬,৩৮৭.০০	৪,২৮৯.৪৩	৪,১২৪.৯০	১,২৮১.০০
মূসক	১৪৩,৩৯০.০০	২১৫,৯৬৪.০০	১৫৯,৩৪৯.৫৬	১৫৬,৩৬১.১০	১৫০,৩২৬.০০
আমদানী শুল্ক	১৮৯.২২	২৬৬.০০	৯৭.৬৩	৯২.৩০	৯৯.২০
বিবিধ	৭২১.০০	৭৮.০০	৮০১.২৩	৭৯৬.৯০	৫৫৮.৫০
মোট	**১৪৮,৮০২.০৯**	**২২৩,২৯৫.০০**	**১৬৪,৫৩৭.৮৫**	**১৬১,৩৭৫.২০**	**১৫২,২৬৪.৭০**

২০১৩-২০১৪ ইং সন পর্যন্ত বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/কর্মকান্ডসমূহঃ

১। প্রকল্পের নাম ঃ ইনষ্টলেশন অব জেট এ-১ হাইড্রেন্ট ফুয়েলিং সিস্টেম এ্যাট শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্রগ্রাম।
প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি, ২০১২ইং-অক্টোবর, ২০১৩ইং।
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৩,০৮,৫৯,৩০০.০০ টাকা।
অর্থায়নে ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড।

২০১৩-২০১৪ ইং সন পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

ক। প্রকল্পের নাম ঃ কন্সট্রাকশন অব এভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, সিলেট।
প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ অক্টোবর ২০১০ ইং হতে জুন, ২০১৪ইং (প্রকল্পটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে)
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৫৩১৫.৫০ লক্ষ টাকা ।
অর্থায়ন ঃ ১০০% সরকারি তহবিল হতে।

ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর হতে বিগত কয়েক বছর যাবত আর্ন্তজাতিক রুটে বিমান চলাচল করে আসছে। কিন্তু উক্ত বিমান বন্দরে বিমানে জ্বালানি তেল সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় আর্ন্তজাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, বিধায় এ অসুবিধার কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে আগত বিমানে জ্বালানি তেল সরবরাহের তরিৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের মাধ্যমে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ। প্রকল্পের নাম ঃ এক্সটেনশন অব এভিয়েশন ফুয়েল (জেট এ-ওয়ান) হাইড্রেন্ট সিস্টেম এ্যাট হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০৩.১২.২০১৩ ইং হতে জুন, ২০১৫ ইং (অদ্যাবধি প্রকল্পের কাজ ৫০% সম্পন্ন হয়েছে)
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৫৩৬৬.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন ঃ মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯০% সরকারি তহবিল এবং ১০% বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের তহবিল হতে ব্যয় করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে আর্ন্তজাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানে জ্বালানি তেল সরবরাহে গতি সঞ্চারিত হবে।

গ। প্রকল্পের নাম ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, চট্রগ্রামে জ্বালানি তেল (ফার্নেস অয়েল) সংরক্ষণের জন্য ৭০০০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০৫.০৫.২০১৩- ডিসেম্বর, ২০১৪ইং পর্যন্ত ।

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৬২৯০৯৬০০.০০ টাকা

অর্থায়নে ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, চট্রগ্রামে জ্বালানি তেল (ফার্নেস অয়েল) সংরক্ষণের জন্য ৭০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণর কাজ চলছে।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, চট্রগ্রামে জ্বালানি তেল (ফার্নেস অয়েল) সংরক্ষণের জন্য ৭০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের কাজ চলছে।

ঘ। প্রকল্পের নাম ঃপদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, চট্রগ্রামে জ্বালানি তেল (ডিজেল) সংরক্ষণের জন্য ১২,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ১৪.১১.২০১৩ হতে - ডিসেম্বর, ২০১৪ইং পর্যন্ত ।

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৯৩৬৭৯২০০.০০ টাকা।

অর্থায়নে ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, চট্রগ্রামে জ্বালানি তেল (ডিজেল) সংরক্ষণের জন্য ১২,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের কাজ চলছে।

ঙ। প্রকল্পের নাম ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, চট্রগ্রামে ইনষ্টলেশন অব রার্ডার টাইপ অটোগ্যাজিং সিস্টেম নির্মাণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০৫.০৩.২০১২ হতে - সেপ্টেম্বর, ২০১৪ইং পর্যন্ত ।

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ইউ এস ডি ৬১২৩৭৪.০০।

অর্থায়নে ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, চট্রগ্রামে ইনষ্টলেশন অব রার্ডার টাইপ অটোগ্যাজিং সিস্টেম নির্মাণ কাজ চলছে।

চ। প্রকল্পের নাম ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, চট্রগ্রামে ইনষ্টলেশন অব ১২'' ডায়া জেট-এ ওয়ান ট্যাংকার পাইপ লাইন নির্মাণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০২.০৭.২০১৩ হতে - জুলাই, ২০১৪ইং পর্যন্ত ।

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৮৭০০৭০০.০০ টাকা

অর্থায়নে ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, চট্রগ্রামে ইনষ্টলেশন অব ১২'' ডায়া জেট-এ ওয়ান ট্যাংকার পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ চলছে।

ছ। প্রকল্পের নাম ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নারায়নগঞ্জের গোদনাইল ডিপোতে জ্বালানি তেল সংরক্ষণের জন্য ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ অক্টোবর, ২০১২ হতে - ডিসেম্বর, ২০১৪ইং পর্যন্ত ।

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৬.৩৭৫০ কোটি

অর্থায়ন ঃ মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২২.৩৭ কোটি সরকারি তহবিল এবং ৪.০০ কোটি পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হবে।

৭,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা ধারণসম্পন্ন জেট এ-১ সংরক্ষণের জন্য ১টি ট্যাংক এবং ৭০০০+৮০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল সংরক্ষণের জন্য ০২(দুই) টি ট্যাংক নির্মাণের কাজ চলছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানি এই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত আছে যে, কোম্পানির প্রবৃদ্ধি এবং সাফল্যের মূল হচ্ছে কোম্পানীর সবচেয়ে বড় সম্পদ অর্থাৎ মানব সম্পদের অবদান ও দায়িত্বের প্রতি একাগ্রতার ফল। উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন, ত্যাগী ও দক্ষ জনশক্তি প্রতিযোগীতামূলক বাজার বিশাল সুবিধা হিসেবে কাজ করে এবং আপনাদের কোম্পানি সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পুরোপরি অবগত।

জনশক্তির প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবন করে কোম্পানি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানের পেশাগত চাহিদা পূরণের জন্য কর্মচারীদের প্রশিক্ষণখাতে একটা ভালো অর্থ ব্যয় করে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বেশ গুরুত্ব দেয়। অফিস এবং অফিসের বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সর মাধ্যমে। কোম্পানি তার কর্মচারীদের ক্রমাগত উন্নয়ন ও শিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড মূলত পেট্রোলিয়াম কৃষি রসায়ন জাতীয় পণ্য বিপণনকারী একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ও ভোক্তা সাধারণের দোড়গোড়ায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে পণ্য সরবরাহের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্থাপনার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষরোপণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে যৌথভাবে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশগ্রহণ করে পরিবেশ সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। পদ্মা অয়েল কোম্পানির প্রধান স্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণপূর্বক যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে। এই ছাড়া প্রধান স্থাপনার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ETP বিদ্যমান আছে। আরো সম্প্রসারণ ও আধুনিকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড জ্বালানি তেল ও কৃষি রসায়ন বিপণনের পাশাপাশি তৈলাধার ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যাহা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

ক। মংলা অয়েল ইনষ্টলেশন প্রকল্পঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড নিজস্ব অর্থায়নে (প্রায় ১৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে) যৌথ উদ্যোগে ২১ একর জমির উপর মংলা অয়েল ইনষ্টলেশন প্রকল্পটির কাজটি চলমান। আশা করা যাচ্ছে জুন, ২০১৬ নাগাদ এর কাজটি সম্পন্ন হবে।

খ। পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান কার্য্যালয় ভবন নির্মাণ ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানে আগ্রাবাদস্থ বাণিজ্যিক এলাকায় কোম্পানির নিজস্ব ০.৪২ একর জায়গার ওপর ২২ (বাইশ) তলা ভবন নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদিত হয়েছে, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক DPP অনুমোদিত হয়েছে। ভবণ নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৬৮ (আটষট্রি) কোটি টাকা
অর্থায়নে ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড।
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০১৭ ইং।

গ। বাণিজ্যিক ভবন নিমার্ণ ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড প্রায় ৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে মতিঝিলস্থ বাণিজ্যিক এলাকায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ১৫.৫০ শতাংশ জায়গার উপর ১২(বার) তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের নিমিত্ত আর্কিটেক্ট কনসালটেন্ট নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঘ। বহুতল ভবন ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নিজস্ব মালিকানাধীন ঢাকাস্থ পরিবাগে ১৮০ শতাংশ জায়গার উপর নিজস্ব অর্থায়নে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য আর্কিটেক্ট কনসালটেন্ট নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল)ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানিআইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিহিসেবে নিবন্ধিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সনের ৭ই মার্চ তারিখে তদানিন্তন দু'টি তেল বিপণন কোম্পানি-মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানিলিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড একীভূত হয়ে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) গঠিত হয়।

১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় উভয় প্রতিষ্ঠানের (মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানিলিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড) পরিচালনার দায়-দায়িত্ব ০১-০১-১৯৭৭ হতে

বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের এক সার্কুলার মোতাবেক মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিঃ ও পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিঃ উভয় প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে বর্তমান মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) হিসেবে নামকরণ করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে এ নব গঠিত কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

কোম্পানি ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ৯৮.৩৭ কোটি টাকা (৩০ জুন, ২০১৪ তারিখে)।

কার্যাবলী ঃ

* সমগ্র দেশব্যাপী চাহিদার নিরীখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, বিটুমিন, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং লুব্রিকেন্টস সংগ্রহকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ;
* ফিলিং স্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা, পরিমাপ, নির্ধারিত মূল্য যাচাইকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
* সমগ্র দেশে সমগ্র পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
* খরা মওসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ;
* নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত দেশের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল সরবরাহ করা।

জনবল কাঠামো ঃ

কোম্পানির ২০১৩ সালের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমান লোকবল
কর্মকর্তা	২২৮	১৩৬
কর্মচারী	১৪০	১৩৩
শ্রমিক	৩৭০	২১৮

জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪, অর্থবছরে লোকবল নিয়োগের পরিসংখ্যানঃ

সরকার নির্ধারিত কোটাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক বিপিসি প্রনীত নিয়োগ নীতিমালার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত লোকবল নিয়োগ করা হয়ঃ

লোকবল	নিয়োগকৃত লোকবল
কর্মকর্তা	৪ জন
কর্মচারী	২ জন
শ্রমিক/ সিকিউরিটি গার্ড	০ জন
মোট	৬ জন

নিয়োগ প্রক্রিয়াধীনঃ

১. কর্মকর্তা-৩০ জন (১২ টি পদে)
২. শ্রমিক- ৩০ জন (ক্যাজুয়েল)
৩. সিকিউরিটি গার্ড- ৫০ জন (ক্যাজুয়েল)
৪. ফায়ার ফাইটিং শাখায় ১ (এক) জন কর্মকর্তা, ৮ (আট) জন ফায়ার ফাইটার ও ১ (এক) জন ফায়ার টেন্ডার ড্রাইভার এর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যের বিবরণ ঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানি সমগ্র দেশের ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানিসংস্থা কর্তৃক গঠিত কন্ট্রোল সেলের সমন্বয়ক এর দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মান সম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল (BP Brand) সরবরাহ করা হয়। অত্র কোম্পানি উক্ত অর্থ বছরে বিপণন নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬ টি ফিলিং স্টেশন, ৪৩ টি এজেন্সী পয়েন্টস, ৯ টি প্যাকড্ পয়েন্টস্ ডিলার নিয়োগ দেয়া হয়। কোম্পানি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৯,৩৫,১৭৩ মেঃটন

পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে। উল্লেখিত অর্থ বছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩১.০১% পেট্রোল, ৩৮.৫৫% অকটেন, ৪০.৫৭% কেরোসিন, ৩৬.৬৭% ডিজেল, ৪৩.৬৯% ফার্নেস অয়েল এবং ৪৬.০৯% লুব অয়েল বিক্রি করে। সর্বোপরি উক্ত অর্থ বছরে কোম্পানির দেশের মোট চাহিদার ৩৮.২৬% পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ

২০১৩-২০১৪ হিসাব বছরে করোত্তর মুনাফা দাড়াঁয় ২১৮,১০,৪৬,৪৬৮ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরে নেট এসেট ভ্যালু দাড়াঁয় ৭৩৫,৮২,৯৩,৩৬৭ টাকা, নেট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ৭৪.৮০ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাড়াঁয় ২২.১৭ টাকা। (সম্ভাব্য অনিরীক্ষিত হিসাব)

কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ/চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ট্যাংক নং "১২" মেরামত করণ	১,৩৯,১৭,৪৭৮.০০	সমাপ্ত
২.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ট্যাংক ফার্মে অয়েল সেপারেটর নির্মাণ	১৬,৪৬,৪৫৩.০০	সমাপ্ত
৩.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে নর্থ ও এসএওসিএল এর মধ্যবর্তী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৪,৩০,১৭৬.১৮	সমাপ্ত
৪.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ১০ টি ট্যাংকের চতুর্দিকে সারফেস ড্রেইন নির্মাণ	১০,৯৫,৪৪৬.০০	সমাপ্ত
৫.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে পাম্প হাউস হতে ট্যাংক নং ৪৬৮ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১৭,৩৪,৭১৮.৭৭	সমাপ্ত
৬.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ট্যাংক নং " ১৭" মেরামত করণ	৫২,৫৩,২২০.০০	সমাপ্ত
৭.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে নর্থে বান্ড ওয়াল নির্মাণ	৬৩,৯৪,২২০.০০	সমাপ্ত
৮.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ১০,০০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন পিওএল মজুদ ট্যাংক নির্মাণ	৭,৯৭,৫১,২৩৩.০০	সমাপ্ত
৯.	ভৈরব বাজার ডিপোতে রিটেইনিং ওয়াল ও ভূমি উন্নয়ন কাজ	২৩,৮২,৭৬৩.০০	সমাপ্ত
১০.	ভৈরব বাজার ডিপোতে পাম্প হাউস বর্ধিতকরণ ও আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ	১৭,৭৬,০০০.০০	সমাপ্ত
১১.	গোঁদনাইল ডিপোতে চিলমারী বার্জ মেরামত করণের কাজ	৮২,৫১,০০০.০০	সমাপ্ত
১২.	গোঁদনাইল ডিপোতে রুফিং সীট প্রতিস্থাপন ও ওয়্যার হাউস মেরামত	২৫,০১,৭৩৪.০০	সমাপ্ত
১৩.	গোঁদনাইল ডিপোতে ১০০মিমি X ২০০মিমি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	১২,১৫,১৭৪.০০	সমাপ্ত
১৪.	গোঁদনাইল ডিপোতে ভূমি উন্নয়নমুলক কাজ	১২,৮৭,৫০০.০০	সমাপ্ত
১৫.	গোঁদনাইল ডিপোতে সাউথ সাইডে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৩১,২৩,৯০০.০০	সমাপ্ত
১৬.	গোঁদনাইল ডিপোতে ৩০০ কেভিএ সাব ষ্টেশন নির্মাণ ও পাম্প হাউসের প্যানেল স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ	৫০,৪০,৯২৫.০০	সমাপ্ত
১৭.	গোঁদনাইল ডিপোতে পাম্প হাউস নির্মাণ	৪১,৬০,৫৩৯.০০	সমাপ্ত
১৮.	আলীগঞ্জ ডিপোতে ৫০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ	৩,০৮,৬৩,০০০.০০	সমাপ্ত
১৯.	চাঁদপুর ডিপোতে এলটি প্যানেল স্থাপন	১১,৪২,৮০০.০০	সমাপ্ত
২০.	চাঁদপুর ডিপোতে জেনারেটর হাউস নির্মাণ	৩২,৫৭,০০০.০০	সমাপ্ত
২১.	ঝালকাঠি ডিপোতে জেটি মেরামত	১০,৮০,৪২৭.০০	সমাপ্ত
২২.	ঝালকাঠি ডিপোতে ট্যাংক ফার্ম এরিয়ায় ক্ষয়রোধকল্পে উন্নয়ন মুলক কাজ	৬,৮১,১৫৩.৬০	সমাপ্ত
২৩.	শ্রীমঙ্গল ডিপোতে ফায়ার পাম্প হাউস ও ড্রেইনেজ সিস্টেম নির্মাণ	৩৭,৯২,০০০.০০	সমাপ্ত
২৪.	বরিশাল ডিপো নির্মাণ ব্যয়	৫,৯২,০০,০০০.০০	সমাপ্ত

কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ/চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১.	মোঘলা বাজার ডিপোতে ১,০০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন পিওএল মজুদ ট্যাংক নির্মাণ	১,২২,২৪,৭৯০.০০	৩০% সমাপ্ত
২.	মোঘলাবাজার ডিপোতে ওয়াচ টাওয়ার ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৩৪,৪৯,০০০.০০	৪০% সমাপ্ত
৩.	গোঁদনাইল ডিপোতে ডিএন রোড হতে এমপিএল প্রধান গেইট পর্যন্ত আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ	২,৮৮,৮৮,০০০.০০	৮৫% সমাপ্ত
৪.	আলীগঞ্জ ডিপোতে ৮০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ	৬,৮৫,০০,০০০.০০	৬০% সমাপ্ত
৫.	আলীগঞ্জ ডিপোতে লুব গোডাউন নির্মাণ	৯৯,৯৪,০০০.০০	৩৫% সমাপ্ত
৬.	বাঘাবাড়ি ডিপোতে পাম্প হাউস ও হাইড্রেন্ট সিস্টেম নির্মাণ	১০,৯১,০০০.০০	৭০% সমাপ্ত
৭.	বাঘাবাড়ি ডিপোতে ষ্টারটার প্যানেল স্থাপন	২৩,৬৫,৫০০.০০	৯০% সমাপ্ত

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

প্রতিবছর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের মধ্যে তথা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট,চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ,বিএসটিআই, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা ষ্টক একচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম ষ্টক একচেঞ্জ লিমিটেড, শিল্প সম্পর্ক ইনষ্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ, ইনষ্টিটিউট অব কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস অব বাংলাদেশ, সোসাইটি ফর এডভান্সমেন্ট অব কম্পিউটার টেকনোলজী, ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া কর্মকর্তাদের উন্নতর শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোম্পানিকর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

* কোম্পানি কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশের যাতে কোন বিপর্যয় না হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান। এ লক্ষ্যে গ্রাহককে নির্ভেজাল ও মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে কোম্পানির ডিপো/স্থাপনাসমূহে টেষ্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে;
* মেইন ইনষ্টলেশন্স ও ডিপোসমূহে যাতে জ্বালানি তেলের স্ল্যাশ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ না হয় সে লক্ষ্যে মেইন ইনষ্টলেশন্স ও ডিপোর ড্রেনেজ সিষ্টেমে অয়েল ওয়াটার সেপারেটর স্থাপন করা হয়েছে।
* কোম্পানির ডিপো/স্থাপনায় যাতে কোন ধরণের দূর্ঘটনা ঘটতে না পারে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
* কোম্পানীর ডিপো/স্থাপনায় ফায়ার ফাইটিং এর ব্যবস্থাকরণসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল মোতায়ন করা হয়েছে;
* পরিবেশ সংরক্ষণের পদক্ষেপ হিসেবে কোম্পানিডিপো/স্থাপনায় নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়;
* তৈল সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মচারীকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট পোষাক সরবরাহ করা হয় এবং উক্ত পোশাক পরিধানপূর্বক কাজে মোতায়েন করা হয়;
* তাছাড়া যাতে অন্য কোন প্রকার দূর্ঘটনা না ঘটে সে জন্য সব ধরণের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করা হয়;
* কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটি (সি.এস.আর) এর আওতায় বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করা হয়;
* সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ম্যাগাজিনে বিষেশ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন, অনুদান প্রদানসহ গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব নীতিমালা (CSR) এর আওতায় অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	টাকার পরিমাণ
০১.	পাঁচখোলা মুক্তিসেনা উচ্চ বিদ্যালয় মাদারীপুর,বাংলাদেশ।	৩,০০,০০০.০০
০২.	বাংলাদেশ স্কাউট আঞ্চলিক সদর দপ্তর, পলোগ্রাউন্ড, চট্টগ্রাম।	২,০০,০০০.০০

১) বরিশাল ডিপো উদ্বোধন ঃ

২) নবনির্মিত বরিশাল ডিপো পরিদর্শন করছেন সচিব মহোদয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ঃ

৩) প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে বিআরটিসি এর সাথে **MOU** স্বাক্ষর ঃ

৪) ঢাকার মতিঝিলস্থ কোম্পানির ৪০ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে আইএবি এর সাথে **MOU** স্বাক্ষর ঃ

৫) আলীগঞ্জ ডিপোতে ৫০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ ঃ

৬) প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম এ ১০,০০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন পিওএল মজুদ ট্যাংক নির্মাণ ঃ

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল)ঃ

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামোঃ

১৯৬৫ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএসওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাব্যানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিসপোজাল) আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েল্স লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখের এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১-৪-১৯৭৩ তারিখের ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানি পেট্রোবাংলার আওতাধীনে একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানিজ এডভাইজরী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সনের ১২ মার্চ কোম্পানির আইন ১৯১৩ এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পনী হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি এবং পরিশোধিত মূলধন ০৫ (পাঁচ) কোটি টাকা। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং LXXXVIII (যা ১৩ নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা অর্ডিনারীতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১ (সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর নিকট স্থানান্তর করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারী হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে ৩০% শেয়ার প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থ্যাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯-০১-২০০৮ তারিখে তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অফ-লোড করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি নির্দেশে বিপিসি'র নিকট থাকা অবশিষ্ট শেয়ারের আরো ১৭% ভাগ শেয়ার পূঁজিবাজারে অফ-লোড করা হয়। ফলে বিপিসি'র মালিকানায় দাড়ায় ৬০.০৮% শেয়ার এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানায় দাড়ায় ৩৯.৯২% শেয়ার। বিভিন্ন অর্থবছরে বোনাস শেয়ার ইস্যু করায় বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০০.৩৯ কোটি টাকা।

কোম্পানি পরিচালনার জন্য বর্তমানে নয় সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ ৮ (জন) পরিচালক সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১ (জন) পরিচালক সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত। কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

প্রধান কার্যালয়	ঃ যমুনা ভবন, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
আবাসিক কার্যালয়	ঃ যমুনা ভবন, ২ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
বিভাগীয় কার্যালয়	ঃ চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও বগুড়া।
প্রধান স্থাপনা	ঃ গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
ডিপো	ঃ সমগ্র দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে।
ব্যবসার প্রকৃতি	ঃ কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস গ্রহণ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।
জনবল কাঠামো	ঃ কোম্পানির ১৯৮৯ সালে প্রণীত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ২০০ জন কর্মকর্তা, ১২৯ জন কর্মচারী ও ৩২৭ জন শ্রমিক সহ মোট ৬৫৬ টি পদ রয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

যমুনা অয়েল কোম্পানি বিগত ৪ বছরে কৃষি, শিল্প, বিদুৎ ও যোগাযোগ সেক্টরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বিদ্যুতের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে যথাসময়ে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল সরবরাহের মাধ্যেমে এ কোম্পানি জাতীয় উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জ্বালানি তেল বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫.২৪ মেট্রিক টন হতে ১৬.৩১ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে যা গত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের তুলনায় ১.০৬ মেট্রিক টন (৬.৯৯%) বেশী।

নিম্নে ০৫ বছর পণ্য বিক্রয়ের পরিসংখ্যানঃ

মেঃ টন

পণ্য	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
অকটেন	২৩১৮৬	২৮০২৮	২৯৬০৭	২৯৯০৩	৩০৩৭৭
পেট্রোল	৩৭৯৫৭	৪১৮৩৭	৫০৬৬২	৫০৫১৭	৫৬৫২১
কেরোসিন	১২৯৫২০	১৩৬৮৫৮	১২৪৯৯৭	১১১৮৮০	১০৫১৫১
ডিজেল	৮২৬৮৮৭	১০৮৬২৯৩	১০৯১৯৯৭	৯৪০৮১৮	১০৫৫৩০২
ফার্নেস অয়েল	১১২৯৬০	১৯২৩২২	৩৩৬৭৬২	৩৬৬৩৩২	৩৫৬৪১৬
জেবিও	৪৯৭৯	৬৯৭৬	৮০১১	৬১৯৫	৫৯৪৫
লুব অয়েল	৪৪৭৩	৪৯৭৭	৪৭৫৫	৪৫৯১	৪৯৩৯
গ্রীজ	৪৯	৭৫	৬২	৪৬	৭৩
এলপিজি	৩৬১৮	৪৬৪৫	৪৯০৩	৪৮৯৫	৪১৭৪
বিটুমিন	১৪৪৫৩	৫৭২৬	১৬২৭৭	৯৭৮০	১২৭৭৯
মোট	১১৫৮০৮২	১৫০৭৭৩৭	১৬৬৮০৩৩	১৫২৪৯৫৭	১৬৩১৬৭৭
হ্রাস/বৃদ্ধি	-	৩৪৯৬৫৫	১৬০২৯৫	(১৪৩০৭৬)	১০৬৭২০
%	-	৩০.১৯	১০.৬৩	(৮.৫৮)	৬.৯৯

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

যমুনা অয়েল কোম্পানি বিগত ০৪ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। কোম্পানির বিগত ০৪ বছরের লাভ/ক্ষতির বিবরণী, স্থিতিপত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আয়কর পরবর্তী মুনাফা ৫৬.৪১ কোটি হতে ১৯৯.০১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা বিগত ২০০৯-১০ অর্থ বছরের চেয়ে ১৪২.৬০ কোটি (২৫২.৭৯%) বেশী। আয়কর হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমা পরিমাণ ১৮.৭১ কোটি টাকা হতে ৬৪.৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা বিগত ২০০৯-১০ অর্থ বছরের চেয়ে ৪৬.০১ কোটি ১৪৫.৯১% বেশী। শেয়ার প্রতি আয় ১২.৫৩ টাকা হতে ২১.৮১ টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৯-১০ অর্থ বছরের তুলনায় ৯.২৮ টাকা ৭৪.০৬% বেশী।

বিগত ০৫ বছরের লাভ ক্ষতির বিবরণ (কোটি টাকা)

	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪ (জুলাই-মার্চ)
মোট বিক্রয়	৫৮০২.৮৪	৭৭৯৬.৬৬	১০৯৩০.৮৬	১১৫৬৩.৫৭	৯২৯৭.২০
বিক্রয় পরিব্যয়	(৫৭৩৬.৮৩)	(৭৭০০.২৯)	(১০৭৪৯.৩৪)	১১৪২৩.২১	৯২২৩.৩২
নীট আয়	৬৬.০১	৯৬.৩৭	১৮১.৫২	১৪০.৩৬	৭৩.৮৮
মোট খরচ	(৪১.৫৫)	(৫৩.৩৮)	(৫৪.৬৮)	(৬৬.৯৯)	(৫৬.২৫)
অন্যান্য পরিচালন আয়	৬.০৭	১৭.৫৮	২৫.৯৮	২৪.৪৬	১৫.৪৪
পরিচালন মুনাফা	৩০.৫৩	৬০.৫৬	১৫২.৮২	৯৭.৮৩	৪৬.৩০
অন্যান্য আয়	৪৮.৫৪	৮১.৩৪	১৩৭.২৬	১৭৯.৭৮	১৪২.৩৭
নীট মুনাফা	৭৯.০৭	১৪১.৯০	২৯০.০৮	২৭৭.৬১	১৭৫.৪১
শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল	(৩.৯৫)	(৭.১০)	(১৪.৫০)	(১৩.৮৮)	(৮.৭৭)
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৭৫.১২	১৩৪.৮০	২৭৫.৫৮	২৬৩.৭৩	১৬৬.৬৪
আয়কর	(১৮.৭১)	(৩৩.৩৫)	(৬৭.৬৭)	(৬৪.৭২)	(৪১.২৪)
আয়কর পরবর্তী মুনাফা	৫৬.৪১	১০১.৪৫	২০৭.৯১	১৯৯.০১	১২৫.৪০
শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	৪.৫০	৫.৪০	৭.০২	৯.১৩	১০.০৪
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	১২.৫৩	১৮.৭৯	২৯.৬২	২১.৮১	১২.৪৯

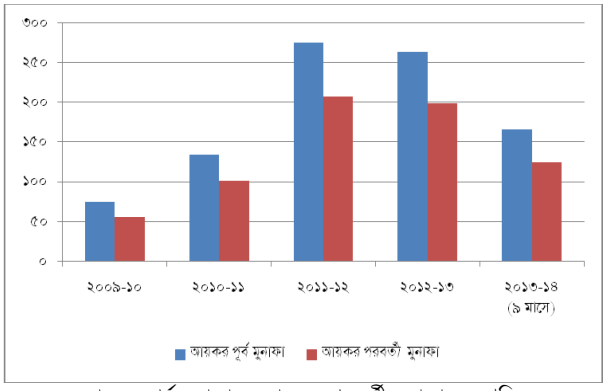

আয়কর পূর্ব মুনাফা ও আয়কর পরবর্তী মুনাফার লেখচিত্র

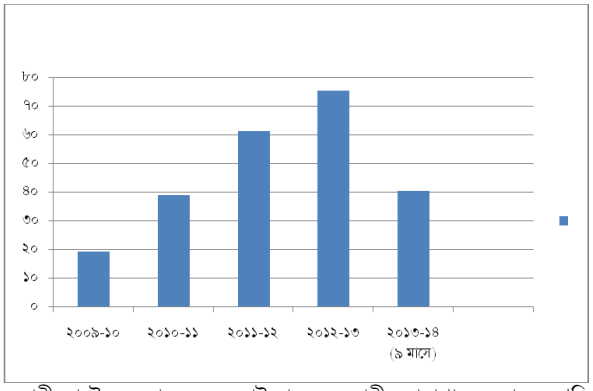

সরকারী কাস্টমস্, আয়কর ও ভ্যাট বাবদ সরকারী কোষাগারে জমার লেখচিত্র

বিগত ০৫ বৎসরের স্থিতিপত্র (কোটি টাকা)

	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪ (জুলাই-মার্চ)
তহবিলের উৎস					
শেয়ার মূলধন	৪৫.০০	৫৪.০০	৭০.২০	৯১.২৬	১০০.৩৯
মূলধন সঞ্চিতি	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮
সাধারণ সঞ্চিতি	১১৮.০০	১৮১.০০	৩৩১.০০	৪৩১.০০	৪৩১.০০
অবন্টিত মুনাফা	৯.৬৪	১৫.৬৮	৭৩.৬০	১১৯.৯৫	১৫৪.০৯
মোট তহবিলের উৎস	**১৮৭.৯২**	**২৬৫.৯৭**	**৪৯০.০৮**	**৬৫৭.৪৯**	**৭০০.৭৬**
তহবিলের প্রয়োগ					
মোট স্থায়ী সম্পদ	২৬.৪৬	৩১.৮৮	৫১.৪৫	৬৪.২৫	৬৬.৯৭
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি	(১৩.০০)	(১৮.৬৭)	(২০.৫৭)	(২৩.৩৯)	(২৩.৩৯)
বিলম্বিত কর	২.৫৪	৩.৯৩	৩.৯৪	৩.৮৭	৩.৮৭
বিনিয়োগ	১৭.৫৪	১৭.৫৪	২৮৪.২৮	৪৬৩.৫৫	৫৪০.০৬
চলতি সম্পদ	১২৩১.৯৩	১৪৪২.৮৩	১৬৭৬.৪৬	১৫৪৪.৬০	২৩০১.২৫
চলতি দায় দেনা	(১০৭৭.৫)	(১২১১.৫৪)	(১৫০৫.৪৮)	(১৩৯৫.৩৯)	(২১৮৮.০০)
নীট চলতি সম্পদ	১৫৪.৩৯	২৬৩.৬৯	১৭০.৯৮	১৪৯.২১	১১৩.২৫
নীট সম্পদ	**১৮৭.৯২**	**২৬৫.৯৭**	**৪৯০.০৮**	**৬৫৭.৪৯**	**৭০০.৭৬**
মোট শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	৪.৫০	৫.৪০	৭.০২	৯.১৩	১০.০৪
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ	**৪১.৭৬**	**৪৯.২৫**	**৬৯.৮১**	**৭২.০৫**	**৬৯.৮১**

বিগত ৫ বছরে কোম্পানির মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	করপূর্বক মুনাফা (কোটি টাকায়)	করোত্তর মুনাফা (কোটি টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	ঘোষিত লভ্যাংশ (%)	
				নগদ	স্টক
২০০৮-২০০৯	৫৫.৪৭	৪১.৯২	৯.৩২	৪০	-
২০০৯-২০১০	৭৫.১২	৫৬.৪০	১২.৫৩	৩০	২০
২০১০-২০১১	১৩৪.৮০	১০১.৪৫	১৮.৭৯	৩০	৩০
২০১১-২০১২	২৭৫.৫৮	২০৭.৫১	২৯.৬২	৪৫	৩০
২০১২-২০১৩	২৬৩.৭৩	১৯৯.০১	২১.৮১	৯০	১০

২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১০০% লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

<u>বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড</u> ঃ

কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ৪ বছরে প্রধান-স্থাপনা চট্টগ্রাম, দৌলতপুর, ফতুল্লা, বরিশাল, পার্বতীপুর ও চাঁদপুর ডিপোতে মোট ৫২,২০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ১২টি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকার কাওরান বাজারে অবস্থিত অসমাপ্ত 'যমুনা ভবন' এর ১ম পর্বের কাজ সম্পন্ন করে কোম্পানির আবাসিক কার্যালয় ও বিপিসি'র লিয়াজোঁ অফিস স্থানান্তরপূর্বক ২য় তলা ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। ভবনের ২য় পর্বের অবশিষ্ট ১৮তলা নির্মাণের লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে হয়েছে। সুনামগঞ্জের সাচ্না বাজারে স্থায়ী ডিপো স্থাপনের জন্য ৫ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে।

বিপিসি'র তত্ত্বধানে নির্মাণাধীন মংলায় অয়েল ইন্সটলেশন ও এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পে অর্থলগ্নী করা হয়েছে। কোম্পানির উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে কোম্পানির নীট আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শেয়ার প্রতি আয়ও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাবে।

- সিলেট ডিপো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিপো সংলগ্ন ০.৩৭৬০ একর জমি গত ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে ক্রয় করা হয়েছে।
- কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়, পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনা, ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর ও সিলেট ডিপোতে জ্বালানি তেলের পরিচালন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১২(বার)টি স্টোরেজ ট্যাংকে রাডার টাইপ অটো গেজিং সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- জিওবি এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জস্থ বাঘাবাড়ীতে ১০০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের ১(এক)টি ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

- যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেজ-৩য় থেকে ২০তম তলা) প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ডিপিপি তৈরী ও এর অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ০৪(চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র (কারিগরী ও আর্থিক) গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরী দরপত্রের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানির ১৯৮৯ সালে প্রণীত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ২০০ জন কর্মকর্তা, ১২৯ জন কর্মচারী ও ৩২৭ জন শ্রমিক সহ মোট ৬৫৬ টি পদ রয়েছে। উক্ত অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে বর্তমানে ৬৬টি কর্মকর্তা ও ৬৩ টি কর্মচারী/শ্রমিকের শূন্য পদ আছে। শূন্য পদের বিপরীতে ২৫জন শ্রমিক এবং ৫জন কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোম্পানির কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ এবং নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । পর্যায়ক্রমে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগবিধি অনুসরন ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। গত ২০১৪ সনের জানুয়ারীতে এম-১ গ্রেড (ডিজিএম) ৮ জন; এম-৮ গ্রেড থেকে এম-২ পর্যন্ত ৩২ জন কর্মকর্তাকে এবং ১৫ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি (আপ-গ্রেডেশন) দেয়া হয়েছে। জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুতকরণ, সেফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এ কোম্পানিতে একদল দক্ষ মানব সম্পদ রয়েছে। এ মানব সম্পদের মান আরও উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট এ বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। জ্বালানি তেলের নিরাপত্তা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাদির উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন চলমান আছে। অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপনের বাস্তব জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় বিগত ১৫-১৭ জুন'১৪ তিন দিন ব্যাপী অগ্নি নির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়া বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

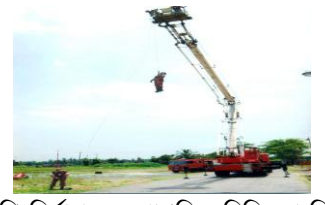

অগ্নি নির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়া

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

এ কোম্পানি ক্ষেত্র বিশেষে পরিবেশ দূষণকারী হিসেবে বিবেচিত জ্বালানি তেলের ব্যবসা করে বিধায় কোন অবস্থায় যাতে কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রমের ফলে নদী দূষণ বা অন্য কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ না হতে পারে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং

এতদ্বিষয়ে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এ কোম্পানির প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনাঃ

- প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম এর এলজে-৩ পন্টুন জেটি আরসিসি জেটিতে রূপান্তরের বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে। প্রধান স্থাপনা দীর্ঘ প্রতিক্ষিত আরসিসি জেটি নির্মাণ করা হলে কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রম সহজতর ও গতিশীল হবে।
- সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে সিলেট ডিপো সংলগ্ন ক্রয়কৃত জমিতে পূর্ণাঙ্গ ডিপো নির্মাণ।
- সুনামগঞ্জের সাচনাবাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে ক্রয়কৃত ৫(পাঁচ) একর জমিতে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ।
- ঝালকাঠি বার্জ ডিপোর পরিবর্তে জমি ক্রয়পূর্বক উক্ত জেলার সুবিধাজনক স্থানে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ।
- কোম্পানির মিরপুরে অবস্থিত ০.৯৯ একর জায়গায় আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- কোম্পানির সকল আঞ্চলিক অফিস/ডিপোর জ্বালানি তেলের পরিচালন, বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনায়ন।

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)ঃ

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো ঃ

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য-সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন ও যোগান নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত দেশের একমাত্র জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন ১৯১৩ (১৯৯৪ইং সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অংগ প্রতিষ্ঠান। এই শিল্প-কারখানা, আনুষঙ্গিক সার্ভিস প্ল্যান্ট ও অফিস ভবনাদি চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় প্রায় ১৯০ একর জমির উপর বিস্তৃত। ১৯৬৮ সালে প্রায় ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ রিফাইনারীর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার ভার ১৯১৩ (১৯৯৪) সনের কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত হয়। পরিচালকমন্ডলীর চেয়ারম্যান এবং পরিচালকবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।

জনবল কাঠামো ঃ

অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে ২২১ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীর পদের বিপরীতে বর্তমানে ২০৮ জন কর্মকর্তা, ৫৪০ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

উৎপাদিত পণ্য ঃ

প্রারম্ভকালে ইআরএল মূলতঃ একটি ফুয়েল রিফাইনারী হিসাবে সীমিত কলেবরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে নন-ফুয়েল পণ্য যথা- জুট ব্যাচিং অয়েল, খনিজ তারপিন তেল, এসবিপি, বিটুমিন প্রভৃতি উৎপাদন শুরু করে। রিফাইনারীর প্রধান কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানিকৃত "ক্রুড অয়েল" বা অপরিশোধিত তেল। বড় অয়েল ট্যাংকারে আমদানীকৃত "ক্রুড অয়েল" বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া পয়েন্ট থেকে ছোট লাইটারেজ ট্যাংকারে পরিবহন করে আর এম-৭ ডলফিন জেটি থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ইআরএল এর ক্রুড ট্যাংকে মজুদ করা হয়।

মজুদকৃত "ক্রুড অয়েল" পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধনের মাধ্যমে

(১) লাইট গ্যাসোলিন
(২) হ্যাভি গ্যাসোলিন
(৩) লাইট কেরোসিন
(৪) হেভি কেরোসিন
(৫) লাইট গ্যাস অয়েল
(৬) হ্যাভি গ্যাস অয়েল ও
(৭) আরসিও বা রেসিডিউ

নামে সাতটি ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টে ভাগ করা হয়।

ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টগুলোর বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণে ১৫টি ফিনিসড প্রোডাক্ট উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত ফিনিসিড প্রোডাক্টগুলো হলঃ

(১) এল পি জি (লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস)
(২) এস বি পি এস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)
(৩) এম এস (মোটর স্প্রিট বা পেট্রোল)
(৪) এইচ ও বি সি (হাই অকটেন ব্লেন্ডিং কম্পোনেন্ট বা অকটেন)
(৫) ন্যাপথা
(৬) মিনারেল টারপেনটাইন
(৭) সুপিরিয়র কেরোসিন অয়েল
(৮) জে পি-১ (জেট ফুয়েল)
(৯) এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল)
(১০) জে বি ও (জুট ব্যাচিং অয়েল)
(১১) এল এস ডি ও (লো সালফার ডিজেল অয়েল)
(১২) এল ডি ও (লাইট ডিজেল অয়েল)
(১৩) এইচ এস এফ ও (হাই সালফার ফুয়েল অয়েল)
(১৪) এল এস এফ ও (লো সালফার ফুয়েল অয়েল)
(১৫) বিটুমিন।

ইআরএল এর উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে এলপিজি, এলপিগ্যাস লিমিটেড এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পন্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এ তিনটি বিপনন কোম্পানির মাধ্যমে সারাদেশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন দরে বাজারজাত হয়ে থাকে। ইআরএল এর আয়ের মূল উৎস বিপিসি এর সাথে বিদ্যমান চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রসেসিং ফি।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

প্রধান ডিস্‌টেলেশন ইউনিট-এ অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণ ঃ

আমদানিকৃত ক্রুড, স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট ও প্রারম্ভিক মজুদ থেকে মোট ১২,০৪,৮০০ মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণ করে এ ইউনিট থেকে ১১,৮৪,৫৪৬ মেট্রিক টন ফিনিসড প্রোডাক্ট পাওয়া যায়।

সেকেন্ডারী কনভারশন প্ল্যান্ট ঃ

এই অর্থবছরে ১,৯৪,২০৫ মেঃ টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৭৩৭ মেঃ টন ন্যাপথা, ২৭,৯৪২ মেঃ টন ডিজেল ও ১,৬১,৭১৪ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়।

এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট ঃ

এ অর্থবছরে ১,১৫,৬৪০ মেঃ টন আরসিও প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে ২২,৫৯৭ মেঃ টন ডিজেল, ৩৩,৮৫১ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল ও ৫৬,৯২৩ মেঃ টন বিটুমিন পাওয়া যায়।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১১,২১৪ মেট্রিক টন এলপিজি, ১,৩১,৫৭৪ মেট্রিক টন ন্যাফথা, ৪০১ মেট্রিক টন এসবিপিএস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট), ৫৪,৭৯১ মেট্রিক টন এম এস (মোটর স্প্রিট বা পেট্রোল), ৪,৩০১ মেট্রিক টন এইচ ও বি সি (হাই অকটেন ব্লেন্ডিং কম্পোনেন্ট বা অকটেন), ৭,০৮৫ মেট্রিক টন মিনারেল টারপেনটাইন, ২,৩১,১৭৫ মেট্রিক টন সুপিরিয়র কেরোসিন অয়েল, ১,৩৩৬ মেট্রিক টন জে পি এ-১ (জেট ফুয়েল), ৩,৫৯,৬২৩ মেট্রিক টন এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল), ২৩,২৬৩ মেট্রিক টন জে বি ও (জুট ব্যাচিং অয়েল), ২,৯০,৮৫৬.০০ মেট্রিক টন এইচ এস এফ ও (হাই সালফার ফুয়েল অয়েল) ও ৫৬,৯২৩ মেট্রিক টন বিটুমিন উৎপাদন করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ, প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনসেন্টিভ, আরসিও প্রক্রিয়াকরণ, ক্রুড অয়েল ও রপ্তানি হ্যান্ডেলিং কমিশন, বিটুমিন বিক্রয়ে মার্জিন ইত্যাদি খাতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কোম্পানির মোট আয় ১৪১৫৩.৮৫ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৩২৪২.১৫ লক্ষ টাকা এবং মোট মুনাফা ৯১১.৭০ লক্ষ টাকা (অনিরীক্ষিত)।

সরকারি কোষাগারে জমাদান ঃ

বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থবৎসরে আয়কর, ভ্যাট, আমদানি ও আবগারি শুল্ক, ভূমি উন্নয়ন কর, ঋণের উপর সুদ পরিশোধ ইত্যাদি বাবদ কোম্পানি সর্বমোট ২৪৪১.০৭ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে পরিশোধের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ-

১) এ্যাসফল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্ট
২) এলপিজি সুইটিনিং ইউনিট
৩) এলপিজি স্পেয়ার্স
৪) ক্রুড অয়েল এন্ড প্রডাক্ট ট্যাংক
৫) ৩ মেগাওয়াট পাওয়ার ষ্টেশন
৬) রিভারমুরিং আরএম-৭ স্থানে ডলফিন জেটি
৭) সেকেন্ডারী কনভারসন প্ল্যান্ট (এসসিপি)
৮) ২টি প্রসেস বয়লার স্থাপন
৯) ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর
১০) হোয়াইট অয়েল ট্যাংক প্রজেক্ট
১১) ট্রেনিং সেন্টার বিল্ডিং
১২) কোয়ালিটি কন্ট্রোল এর বর্ধিতকরণ ও আধুনিকায়ন
১৩) ফায়ার ফাইটিং ও সেফটি সিস্টেম এর বর্ধিতকরন ও আধুনিকায়ন
১৪) পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন ইউনিট এর প্রতিস্থাপন
১৫) অতিরিক্ত ক্রুড অয়েল ষ্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন
১৬) আরসিও ষ্টোরেজ ট্যাংক
১৭) মেরক্স-১ রিভাম্পড
১৮) কনডেন্সসেট ষ্টোরেজ ট্যাংক
১৯) দ্বিতীয়-৩ মেগাওয়াট পাওয়ার জেনারেশন ইউনিট
২০) এআরও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন
২১) অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম স্থাপন

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

বর্তমানে ইআরএল- এ নিম্নে বর্ণিত তিনটি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

(১) এমএস স্টোরেজ ট্যাংক ঃ

১৭,৫০০ মিটার কিউব ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি এমএস স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে যা ২০১৪ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে। এই ট্যাংকে লেডমুক্ত এম এস ও এইচ ও বি সি সংক্ষরণ করা হবে। যা স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক।

(২) স্টোরেজ ট্যাংক নির্মান প্রকল্প ঃ

এই প্রকল্পের আওতায় ৩টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের কাজ চলছে। ট্যাংক ত্রয় নির্মিত হলে ১৩,০০০ মেঃ টন ডিজেল ও ২৬,০০০ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল সংরক্ষণ করা যাবে।

(৩) ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) ঃ

এসপিএম মহেশখালী দ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে উপকুল থেকে ৯ কি.মি দুরে স্থাপিত হবে। এই স্থানে ২২ মিটারের অধিক গভীরতা বিদ্যমান যা ১,২০,০০০ উডঞ জাহাজ ৪৮ ঘন্টায় ক্রুড অয়েল আনলোড করতে পারবে। জাহাজ থেকে তেল পাম্প করে ৩৬'' ব্যাসার্ধের পাইপ লাইনের মাধ্যমে এসপিএম হয়ে মহেশখালী স্টোরেজ ট্যাংকে তোলা হবে। স্টোরেজ ট্যাংক থেকে তেল ১৮'' ও ১০'' ব্যাসার্ধের পাইপ লাইনের মাধ্যমে অফসোর হয়ে গহিরা দিয়ে কর্ণফুলী নদীর পূর্বপাড় পর্যন্ত যাবে। এরপর ঐউউ পদ্ধতির মাধ্যমে এটি কর্ণফুলী নদী অতিক্রম করে চঙঈখ হয়ে ইআরএল এ পৌছবে। মোট অফসোর পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য ৭৩.০০ কি:মি: এবং অনসোর পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৩৭.০০ কি:মি: ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

শুরু থেকেই ইআরএল এর অভ্যন্তরে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষনার্থীদের পেট্রোলিয়াম ওয়েল রিফাইনিং ও প্রসেসিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি তথা মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে ইআরএল-এ একটি সতন্ত্র 'প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার (পার্সোনেল এন্ড এ্যাডমিন) এর অধীনে 'ট্রেনিং শাখা'র এজিএম (ট্রেনিং) ও ম্যানেজার (ট্রেনিং)-এর তত্ত্বাবধানে এ সকল আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

এছাড়া, প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট যথা-শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আই আর আই), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য পেশামূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার কার্যক্রমে প্রেরণ করা হয়।

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রেরণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ইআরএল দেশের বাহিরেও কর্মকর্তাদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়া, পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবলের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে 'শিক্ষানবিস স্কীম', 'প্রবেশনারী ইঞ্জিনিয়ার স্কীম' ও 'ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস স্কীম' এর মাধ্যমে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি বাস্তব কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও ইআরএল মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কার্য পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর, যা কর্মরত এমপ্লয়ী ও কারখানার সন্নিকটস্থ এলাকাবাসীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। প্ল্যান্টের ইউনিটগুলো এমনভাবে অপারেট করা হয় যাতে পরিবেশ দুষনের শিকার না হয়। সকল ধরনের অস্বাস্থ্যকর সালফাইডযুক্ত গ্যাস সুউচ্চ FLARE এর মাধ্যমে উপরেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। সীসামুক্ত বায়ু বজায় রাখার স্বার্থেই ১৯৯৯ সাল হতে TEL/TML ব্যবহার বন্ধ করে অকটেন তৈরিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজ এর ব্যাপারে ইআরএল পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উন্নত ধরনের ডিজাইনে ওয়েলি ওয়াটার ও বৃষ্টির পানির সেপারেশন সিস্টেম চালু আছে, যাতে উক্ত মিশ্রণ পরিবেশের কোন ক্ষতি করতে না পারে।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যহত রাখার নিমিত্তে নিম্ন বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা আবশ্যকঃ

১) ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন ঃ

প্রারম্ভকালে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ছিল খুবই সীমিত। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ১৯৪৮ সালের ১.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৬৮ সালে ১১.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৭৮ সালে ১৩.২১ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৮৮ সালে ১৭.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৯৮ সালে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে এর চাহিদা প্রায় ৬৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ইআরএল এর উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে সীমাবদ্ধ থাকায় বর্তমানে দেশের এক পঞ্চমাংশ চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না, যা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে এবং এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে।

ইআরএল এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলে, একদিকে যেমন দেশের অধিকাংশ চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে তেমনি অপর দিকে উৎপাদন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ লক্ষ্যে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বাৎসরিক ৩০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইআরএল প্রকল্প-২ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের জন্য জায়গা ক্রয়ের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে এবং দাতাদের সাথে বিনিয়োগে আলপ-আলোচনা চলছে।

২) ফ্লোমিটারিং সিস্টেম স্থাপন

৩) EFFLENT PLANT (ETP) স্থাপন

৪) ইআরএল ইউনিট-২ এর জন্য ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর স্থাপন

৫) ইআরএল ল্যাবরেটরী ও লুব্রিকেন্ট টেষ্টিং ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণ

৬) ভ্যাকুয়াম ডিষ্টিলেশন কলাম এবং রিএ্যাক্টর আর-১২০১ ও আর-১২০৪ প্রতিস্থাপন।

কোম্পানিকে অব্যাহতভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালিয়ে রাখার জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও শ্রমিক/কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও আন্তরিক নিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের এরূপ কর্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক পরিস্থিতি বজায় রাখায় আন্তরিক সহযোগিতার ফলে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোম্পানি অদ্যাবধি সুনামের সাথে একটি লাভজনক ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। মুক্তবাজার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের অধিকতর সজাগ, সচেতন ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এল পি গ্যাস লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজাতপূর্বক গার্হস্থ রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামস্থ এলপিজি ষ্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে। স্থাপনকাল হতে ইহা বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এল পি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি-এর একটি সাবসিডিয়ারী হিসাবে ৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত এলপিজি বাজারজাত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার জন্য বিপিসি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি ষ্টোরেজ, বটলিং ও ডিষ্টিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করে, যা ১৯৯৮ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভুত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং শেয়ারের ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা।

কার্যাবলী ঃ

এলপি গ্যাস লিমিটেড-এর চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলাস্থ দু'টি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল ও আরপিজিএল-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে নির্দেশনানুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এক শিফ্‌টে এল পি গ্যাস লিমিটেড-এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১০,০০০ মেঃ টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৫,৫০০ মেঃ টন। এলপি গ্যাস লিমিটেড-এর শতভাগ শেয়ারের মালিক বিপিসি।

জনবল কাঠামো ঃ

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল এবং বিদ্যমান জনবলের পরিসংখ্যান নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

	অর্গানোগ্রাম মোতাবেক জনবল		বিদ্যমান জনবল	
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট
কর্মকর্তা	২১	১০	১২	০৬
কর্মচারী	৬৫	৫৭	৬১	৩৫
মোট	৮৬	৬৭	৭৩	৪১

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

বর্তমানে অত্র কোম্পানির বাল্ক এলপিজি'র বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় এ প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে ইআরএল ও আরপিজিসিএল-এর এলপিজি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অত্র কোম্পানির চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিপিসি, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এলপিজিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে ২১০.৪৬৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মংলায় বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট নির্মাণ করার প্রকল্পের কাজ চলছে, যা ২০১৬ সালে উৎপাদনে যাবে। এছাড়া চট্টগ্রামে পিপিপি'র আওতায় একই ক্ষমতার আমদানি নির্ভর আর একটি এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে উৎপাদনের পরিমাণ

বছর	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	মোট
	উৎপাদন (মেঃ টনে)	উৎপাদন (মেঃ টনে)	উৎপাদন (মেঃ টনে)
২০১৩-২০১৪	১১,২৫৫	৬,২২৬	১৭,৪৮১

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

কোম্পানির ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ডের (নিরীক্ষিত নয়) সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের কোম্পানীর আর্থিক কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান (নিরীক্ষিত নয়)

(লক্ষ টাকায়)

বছর	করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)				লভ্যাংশ প্রদান
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	অবচয় তহবিল	মোট	
২০১৩-১৪	১১৫.২৫	৫০.৪২	৪৮৬.৭৩	৬৫২.৪০	ঘোষণা হয়নি।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অত্র কোম্পানির আওতায় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

অত্র কোম্পানির আওতায় বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ ঃ

বার্ষিক ১.০০(এক) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার "LPG Import, Storage & Bottling Plant at Mongla" শীর্ষক প্রকল্পটি বিপিসি, এলপিজিএল ও তিন বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) এর নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৬ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ২১,০৪৬.৯৬ (বৈঃ মূদ্রা- ১১,৯১৪.৫৬) লক্ষ টাকা। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজ ও যৌথ কোম্পানি গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে, সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসের মধ্যে পরামর্শক নিয়োগ করা সম্ভব হবে। পরামর্শকের প্রদানকৃত ডিজাইন-ড্রয়িং ও তথ্যাদির ভিত্তিতে পরবর্তীতে নির্মাণ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হবে।

৩১১.৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Construction of four-storied office building with five storied foundation for head office of LP Gas Limited (LPGL)" শীর্ষক প্রকল্পটির ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিআইএম, পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত ও পরিচালিত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অত্র কোম্পানি হতে জনবল প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানির মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সাকসেশন প-্যন হিসেবে কোম্পানিতে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামস্থ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির সকল প্রকার অপারেশন্স সহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত দেশের বনাঞ্চল ধবংসরোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোম্পানিটি বর্তমানে গৃহস্থালী রান্নার কাজে ব্যবহৃত গাছ ও লতা-গুল্মের বিকল্প হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে উৎপাদিত বার্ষিক প্রায় ২০,০০০ মেঃ টন এলপিজি বোতলজাত করে সারাদেশে ভোক্তাসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

ভবিষ্যতে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় একটি ছোট আকারের এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে। এছাড়া বাস্তবায়নাধীন আমদানি নির্ভর মংলা এলপিজি প্রকল্পটির মাধ্যমে এলপিজি'র প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার পর পরিবহণ সেক্টর, বহুতল ভবন, বাসা-বাড়ী, বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রোথ-সেন্টারে ক্ষুদ্র/মাঝারী শিল্পের জ্বালানি হিসেবে এলপিজি সরবরাহের পরিকল্পনা আছে।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে কোম্পানির খালি জায়গায় বৃক্ষরোপন করা, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্থ এমপ্লয়ী বা প্রতিষ্ঠানের দুস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিমিটেড (ইএলবিএল)ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিমিটেড মূলত একটি লুব্রিকেন্টস্ প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠান। এটি কোন তেল বিপণন কোম্পানি নয়। অত্র কোম্পানি পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। অত্র কোম্পানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্রধান কার্য্যালয়	ঃ	১৯৮, সদরঘাট রোড, চট্রগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ।
প্রধান স্থাপনা	ঃ	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্রগ্রাম, বাংলাদেশ।
কোম্পানীর ধরণ	ঃ	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
নিবন্ধনের তারিখ	ঃ	২২ অক্টোবর, ১৯৬৩ইং।
তালিকাভুক্তি	ঃ	ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিমিটেড।

কার্যাবলীঃ

তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের পক্ষে লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং এবং গ্রীজ সামগ্রী প্রক্রিয়াজাতকরণ। কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার জন্য ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। কোম্পানির নীতি-নির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের দায়িত্ব পর্ষদের উপর ন্যস্ত।

জনবল কাঠামোঃ

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিমিটেড, পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর অংগ প্রতিষ্ঠান হলেও এটি পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর জনবল দ্বারা পরিচালিত।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ব্যবসায়িক ফলাফল ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সমাপ্ত হিসাব সম্পন্ন হয়েছে।

অর্থ বছর	সর্বমোট ব্লেন্ডিং	মোট টাকা
২০১৩-২০১৪	৩০.৬৮১৫৪ = ২৭৩২ (মেঃটঃ)	৯৩৫৯.৯১২.০০

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

জনশক্তি প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবন করে অত্র কোম্পানি চলতি প্রতিবেদনাধীন বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৩(তিন) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল)ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

বিগত ১৯৬৫ সালে এসো ষ্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (এশিয়াটিক)- এর যৌথ উদ্যোগে ৫০ঃ৫০ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী (প্রাইভেট) লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০/- টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৯,৭৬,০০০/- টাকা। প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের ৯৮,৮০০ টি 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার এবং ৯৮,৮০০ টি 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার। এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

বিগত মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'- এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির ৯৮,৮০০ টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং অবশিষ্ট ৫০% এর মালিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ঃ

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এ্যাসোসিয়েশনের ৬৮ নং ধারা মোতাবেক 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত সম সংখ্যক (দুই জন করে মোট ৪ জন) পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত এবং ৭০ ধারা মোতাবেক "বি" ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত পরিচালকগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় দিক-নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে।

কার্যাবলি ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানি হিসেবে লুবজোন ব্রান্ডের লুব অয়েল, বিটুমিন, এল পি গ্যাস, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল বিপণন করছে। নিজস্ব ব্রান্ডের (লুবজোন) লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং এছাড়াও মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চাহিদা মোতাবেক লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিংপূর্বক সরবরাহ করে থাকে।

জনবল কাঠামো ঃ

অর্গানোগ্রাম ঃ

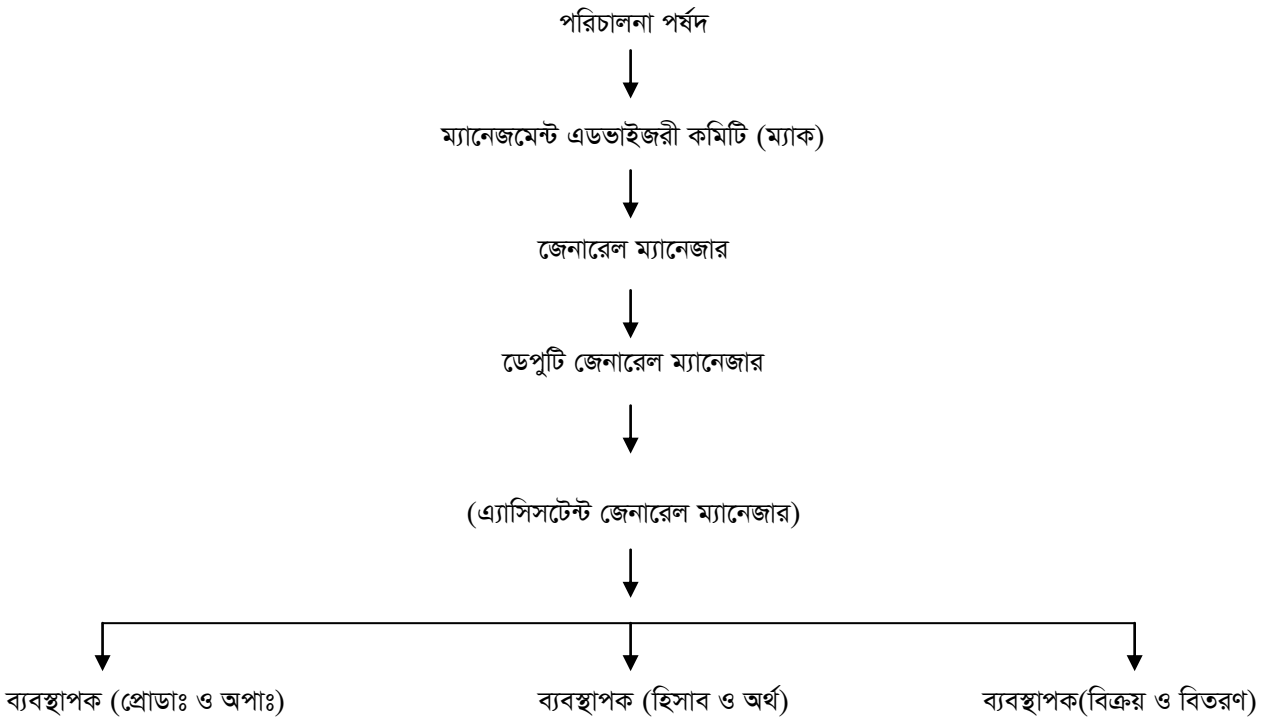

মোট অফিসার = ২৫
শ্রমিক/কর্মচারী = ৪৯

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠান ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩৯২৪.৯০ মেঃ টন লুব অয়েল উৎপাদন (ব্লেন্ডিং) করেছে। ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি ১৯১৬.০০ মেঃ টন লুব অয়েল বাজারজাত করেছে। এছাড়া ৩৯৭৪.৬৮ মেঃ টন এল পি গ্যাস, ১০১৬৭.৪৫ মেঃ টন বিটুমিন, ৫৩৬৬৬.৩৩ মেঃ টন ডিজেল এবং ৩১২৩৫.৮৮ মেঃ টন ফার্সে অয়েল বাজারজাত করেছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অত্র প্রতিষ্ঠান কর পূর্ব ১৮৫.৪৩ লক্ষ টাকা এবং কর উত্তর ১১৫.৮৯ লক্ষ টাকা মুনাফা করতে সক্ষম হবে। সরকারি কোষাগারে ৭০.১৭ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে ২৯.৩২ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। বিগত ৫ বছরের আর্থিক চিত্র নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বৎসর	কর উত্তর মুনাফা	লভ্যাংশ প্রদান	লভ্যাংশের শতকরা হার	মন্তব্য
২০০৯-২০১০	৩৫,৩৫,১১৬.০০	৮.৯৫	৮৯.৪৫	বিগত ১৯৬৫ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি কোন লোকসান হয় নি।
২০১০-২০১১	৬৯,৫৯,৪৫১.০০	১৭.৬১	১৭৬.১০	
২০১১-২০১২	৯২,২৫,৫৭৬.০০	২৩.৩৪	২৩৩.৪০	
২০১২-২০১৩	১,৬৮,৫৭,৩১৪.০০	২৬.৬৫	২৬৬.৫৯	
২০১৩-২০১৪	১,৮৫,৪৩,০৪৫.৪০	২৯.৩২	২৯৩.১৫	

বিগত ৫ বৎসরের সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা ঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	কাষ্টমস শুল্ক	ভ্যাট	সর্বমোট
২০০৯-২০১০	১৪.৫১	১৮.০৭	৩২.৫৮
২০১০-২০১১	৮.৪৩	৭.৭৭	১৬.৮২
২০১১-২০১২	১২.৮৯	১৮.০৪	৩০.৯৩
২০১২-২০১৩	২১.৮৯	৩৪.৪৬	৫৬.৩৫
২০১৩-২০১৪	২৫.২৮	৪৪.৮৯	৭০.১৭

বিগত ৫ বৎসরের উৎপাদন ঃ

(লক্ষ লিটার)

বৎসর	লুব্রিকেটিং অয়েল
২০০৯-২০১০	৬১.৭১
২০১০-২০১১	৪৮.৯৬
২০১১-২০১২	৪১.৯০
২০১২-২০১৩	৫৩.০৫
২০১৩-২০১৪	৪৪.১৬

বিগত ৫ বৎসরের বিক্রয় ঃ

(মেঃ টন)

বৎসর	লুব্রিকেটিং অয়েল	এল পি গ্যাস	বিটুমিন	ফার্ণেস অয়েল	ডিজেল
২০০৯-২০১০	৫৪৮৫.৮৯	২৮৭৮.১২	১০০৪৩.৬২	-	-
২০১০-২০১১	৪৩৫১.৬৩	৪০১১.১২	১৫৩২২.৬৩	৫১৩.৭৩	-
২০১১-২০১২	৩৭২৪.২৫	৪৬৭৯.২১	১৮০১৪.৭১	১৯১৫৪.৬০	২০৫.১৩
২০১২-২০১৩	৪৭১৫.৬৭	৪৩২৮.১৫	১৪৬২৫.১৯	৪১৮৩.২১	১৬০০৬.৫৫
২০১৩-২০১৪	১৯১৬.১২	৩৯৭৪.৬৮	১০১৬৭.৪৫	৫৩৬৬৬.৩৩	৩১২৩৫.৮৮

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

জ্বালানি তেল এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা হিসাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মতে ফায়ার সেফটি কোড অনুযায়ী অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন স্থাপনের কাজ চালছে যা বাস্তবায়ন চলমান আছে এবং একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পোর্টেবল/ট্রলি টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইসার স্থাপন করা আছে। এছাড়া জাতীয় ও কোম্পানির অভ্যান্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে অত্র প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম সি সি ক্যামেরায় মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে।

জ্বালানি তেল সরবরাহ অধিকতর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জেটি হতে (আর এম-৪) অত্র প্রতিষ্ঠানের ট্যাংক ফার্মের সহিত ১ টি নতুন পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানি তার জনবলের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া, কর্মপরিচালনা এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ণে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা সহ বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। এ লক্ষে বিভিন্ন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কে প্রশিক্ষনের জন্য পাঠানো হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধরণের গাছ রোপন করা হয়েছে। বর্জ্য উৎপন্ন হয় এমন ধরণের কোন পণ্য তৈরী করা হয় না।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

দেশের জ্বালানি চাহিদা ও জাতীয় জনগুরুত্ব বিবেচনা করে চট্টগ্রাম প্রধান স্থাপনার পাশাপাশি বিগত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রিঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ হতে ১.০৩ একর জায়গা নিয়ে নারায়নগঞ্জের কাঁচপুর ল্যান্ডিং ষ্টেশনের নিকটে অত্র প্রতিষ্ঠান লিজ ল্যান্ড লাইসেন্স চুক্তি সম্পন্ন করেছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে জ্বালানি চাহিদা বিবেচনা করে নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিপিসি'র অনুকুলে মংলায় বরাদ্দকৃত জায়গা থেকে ২.৫ একর জায়গা অত্র প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। উক্ত বরাদ্দ জায়গায় ৪ টি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ পূর্বক অয়েল ইনষ্টলেশন নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সারা দেশে জ্বালানি তেলের দৈনন্দিন চাহিদার কথা বিবেচনা করে রেলওয়ে ওয়াগনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জ্বালানি তেল পৌঁছানোর লক্ষ্যে রেল লাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। যথাশিঘ্র সম্ভব রেল কর্তৃপক্ষ রেল লাইন স্থাপনের কাজ শুরু করবে।

নদী পথে উৎপাদন কেন্দ্রে জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য ২ টি কোষ্টাল ট্যাংকার আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিপিসি প্রস্তাবিত কমন পাইপ লাইনে অত্র প্রতিষ্ঠানকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া লুব অয়েল মজুদ সংরক্ষণ বৃদ্ধির জন্য পূর্বের ৪ টি ষ্টিল ষ্টোরেজ ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর পবিত্র-ঈদ-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন করে থাকে। কর্মকর্তা ও শ্রমিক কর্মচারিগণ একত্রে বার্ষিক বনভোজনে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতি বছর জুলাই মাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কোম্পানি রেজিষ্টার্ড ঠিকানা ঃ

অবস্থান ঃ কে পি আই এলাকা, এয়ারপোর্ট রোড, গুপ্তখাল, চট্টগ্রাম-৪২০৫।

ঠিকানা ঃ ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোং লিঃ,
গুপ্তখাল, পতেংগা,চট্টগ্রাম-৪২০৫
বাংলাদেশ।
টেলিফোন নং ঃ ০০৮৮-০৩১-২৫০১২৩৭
ফ্যাক্স নং ঃ ০০৮৮-০৩১-২৫০১২৩৮
ই-মেইল ঃ saocl@bttb.net.bd
ওয়েব সাইট : www.saocl.com

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)ঃ

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিস্কার, মূল্যায়ণ ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে জিএসবি বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে। ফলশ্রুতিতে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিস্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজ সহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিস্কৃত হয়েছে। অধিদপ্তরে বিদেশী প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহ রয়েছে।

মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী হিসাবে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁকে সহায়তা করার জন্য অপারেশন ও সমন্বয় এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দু'টি শাখাসহ দু'জন উপ-মহাপরিচালক/দু'টি কারিগরি বিভাগ এর অধীনে মোট ১৯টি শাখা রয়েছে।

অধিদপ্তরের পরিচিতি ও মর্যাদাঃ

জিএসবি একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাজের ধারা ও কর্মকান্ড সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে ভূবৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকর্তাগণ সরাসরি বহিরংগন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং জরিপ কাজ সমাধা করে সংগৃহীত নমুনা গবেষণাগারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে লব্ধ কাজ প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেন।

এ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যও অনেক পুরাতন। ১৮৫১ সনে তৎকালিন বৃটিশ শাসনামালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় সরাসরি বৃটিশরাজের অধীনে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোয়েটায় পাকিস্তান ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় এবং ঢাকায় পূর্বাঞ্চলীয় শাখা অফিস স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের অফিসের ৫০ জন কর্মকর্তা নিয়ে জিএসবি যাত্রা শুরু করে এবং পরবর্তীতে আরও ৩৭

জন কর্মকর্তা পাকিস্তান থেকে এসে এ অফিসে যোগদান করেন এবং ১৯৭৭ সালে ২২ জন কর্মকর্তা অধিদপ্তর ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। ১৯৭২ সালের ১০ই নভেম্বর মন্ত্রীপরিষদের একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক এ অফিসটিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত একটি জাতীয় ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ার লক্ষ্যে তেল গ্যাস ব্যতিত সর্বপ্রকার খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষা, প্রাপ্ত সম্পদের মূল্যায়ন ও তথ্য সরবরাহ করার মূল দায়িত্ব অর্পন করে। ১৯৮০ সালের মে মাসে এ অধিদপ্তরটিকে একটি স্থায়ী সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৮০ সালে ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ৪,২৫১ লক্ষ টাকার "খনিজ সম্পদের তড়িৎ অনুসন্ধান ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আধুনিকিকরণ" শীর্ষক ১০ বৎসর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় জিএসবিতে নতুন জনবল নিয়োগ করা হয় এবং এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম এবং খুলনাতে জিএসবি-র আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জমি ক্রয় করা হয় এবং বগুড়ায় আঞ্চলিক অফিসের অবকাঠামো তৈরী করা হয়। ১৯৯১ সালে প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হলে প্রকল্পের জনবল ও অন্যান্য মালামাল জিএসবি এর রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

দেশের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও আবিস্কার; অবকাঠামো ও প্রকৌশলগত উন্নয়ন; নগর পরিকল্পনা; প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ মোকাবেলা এবং পরিবেশ ও পানি সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ অধিদপ্তর ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, ভূ-রাসায়নিক ভূ-প্রকৌশল ও খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া সামাজিক সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জিএসবি যেসব দায়িত্ব নিয়মিত পালন করে তার বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

- বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক, ভূগাঠনিক, ভূ-পদার্থিক মানচিত্র ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা।
- বাংলাদেশের ভূগাঠনিক কাঠামো ও শিলাস্তর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ; বিভিন্ন শিলাস্তরের বয়স ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা।
- ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক মানচিত্রায়নের ফলশ্রুতিতে খনিজ, প্রকৌশল শিলা এবং ভূগর্ভস্থ পানির সন্ধান প্রাপ্তি ও সম্ভাবনাময় এলাকায় বিশদ ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক, ভূরাসায়নিক অনুসন্ধান এবং খননের মাধ্যমে খনিজ সম্পদের অবস্থান ও সম্ভাব্য মজুদ নির্ণয়।
- প্রাপ্ত খনিজের গুনগত মান ও মজুদ নির্ধারণসহ অর্থনৈতিক ও কারিগরী প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ।
- খনিজ সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভূতাত্ত্বিক, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান।
- বিভিন্ন পুরকৌশল কাজ যেমন- নগরায়ন ও শিল্পায়ন, বাঁধ, সেতু, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও পরিকল্পনাবিদগণকে ভূবৈজ্ঞানিক পরামর্শ দান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক (বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ইত্যাদি) ও মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ, বন্যা ও জলাবদ্ধতা, ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের কারণ নিরূপণ ও প্রতিকারের জন্য সমীক্ষা/গবেষণা পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা প্রদান। প্রাকৃতিক দূর্যোগের মূল্যায়ণ ও জনসাধারণকে অবহিতকরণ।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও জলসীমায় সামুদ্রিক ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক অনুসন্ধান ও গবেষণা।
- দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-বৈজ্ঞানিক/জিওসাইন্স এর বিভিন্ন শাখায় গবেষণা পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ দান।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভূবৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাসমুহের আদান-প্রদান।
- ভূ-বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান।
- খনিজ সম্পদ, পানি সম্পদ ও পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে ও আইন প্রনয়ণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- এ ছাড়া, বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে তাদের সরবরাহকৃত নমুনাসমুহের গবেষণাগার বিশ্লেষণ ও মতামতসহ প্রতিবেদন প্রদান।

জনবল কাঠামোঃ

অধিদপ্তরের মোট জনবল ৬৫১ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ২০৩ জন

ভূতত্ত্ববিদ	১০০ (বর্তমানে কর্মরত ৭১ জন)
ভূ-পদার্থবিদ	২৩ (বর্তমানে কর্মরত ১১ জন)
রসায়বিদ	১৩ (বর্তমানে কর্মরত ১০ জন)
খনন প্রকৌশলী	২৬ (বর্তমানে কর্মরত ০৮ জন)
অন্যান্য কর্মকর্তা	৪১ (বর্তমানে কর্মরত ১৯ জন)

এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৪৪৮ জন
তৃতীয় শ্রেণি -৩০৮ জন (বর্তমানে কর্মরত ২০১ জন)
চতুর্থ শ্রেণি -১৪০ জন (বর্তমানে কর্মরত ১১৭ জন)

বর্তমানে ১১৯ জন কর্মকর্তা ও ৩১৮ জন কর্মচারী মোট ৪৩৭ জন কর্মরত রয়েছে।

১৮টি শাখা, ২৫টি উপ-শাখা; ৮টি গবেষণাগার, ১টি ট্রেনিং সেন্টার এবং ২টি সেলের মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরের ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। উল্লেখিত শাখার মধ্যে অপারেশন ও সমন্বয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং সম্পাদনা ও প্রকাশনা শাখা; জিওসাইন্স এ্যাওয়ারনেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (জিএটিসি) এবং আর্থকোয়েক গবেষণা সেল সরাসরি মহাপরিচালক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এবং অন্যান্য শাখা সমুহ দু'টি কারিগরি বিভাগের মাধ্যমে মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

কর্মসূচির নামঃ খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূবৈজ্ঞানিক কার্যক্রম-দ্বিতীয় পর্যায়। কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫৯৬.৫০ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় হয়েছে ৫২১.৫২ লক্ষ টাকা। কর্মসূচীটি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন হয়েছে।

এ উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নিচের কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ক) "মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার চাতাল বিল ও পাশ্ববর্তী এলাকায় প্রাপ্ত পিট এর প্রকৃত মজুদ, ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম-২য় পর্যায়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখার সার্বিক তত্ত্বাবধানে "মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলার চাতাল বিল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রাপ্ত পিট এর প্রকৃত মজুদ, ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক বহিরংগন কর্মসূচীর সরেজমিন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। জরিপকৃত এলাকাটি হাকালুকি হাওরের প্রায় ৯০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত যেখানে অগার কুপ খননের মাধ্যেমে পিটের পূরুত্ব নির্ধারণ করা হয়। উক্ত এলাকায় পিটের পূরুত্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে ১০০ থেকে ৩০০ মিটার ব্যবধানে সর্বমোট ১৩৫২ টি অগার কুপ খনন করা হয়। খননকৃত অগার কুপের গভীরতা ০৪ থেকে ১১ মিটার পর্যন্ত। এলাকাটির প্রায় সকল জায়গায় ০.৫ মিটার থেকে ৬.০ মিটার মাটির নীচে পিটের স্তর পাওয়া গেছে। জমাকৃত পিটের উপরিভাগ ক্লে এবং সিল্টি ক্লে দ্বারা আবৃত। ভূতাত্ত্বিক স্তরক্রম বিন্যাসের এলুভিয়াম ফরমেশনের মধ্যেই এই পিটের অবস্থান যার ভূতাত্ত্বিক বয়স হলোসিন যুগ। ভৌত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যায় যে, এই পিট ক্রান্তিয় অঞ্চলের মিঠাপানির জলাভূমিতে স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জমাকৃত গাছপালা ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জমা হয়েছে। সরেজমিন জরিপকৃত পিট সমৃদ্ধ এলাকাটি দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটি অংশ হলো পূর্বাংশ এবং অপর অংশটি পশ্চিমাংশ। পূর্বাংশের পিট সমূহ ভেজা (wet) শুকনো (dry), ধূসর বাদামী হতে ধূসর কালো বর্ণের, তন্তুময়, মধ্যম আকারের দৃঢ় এবং সামান্য আঙ্গুলের চাপেই ভেঙ্গে যায়, যার গড় পূরুত্ব প্রায় ৬.০ মিটার এবং পশ্চিমাংশের পিট সমূহ অপেক্ষাকৃত শুকনো (dry), ধূসর বাদামী হতে ধূসর কালো বর্ণের, তন্তুময়, দৃঢ় থেকে মধ্যম আকারের দৃঢ় এবং ভঙ্গুর, যার গড় পূরুত্ব প্রায় ১.৫ মিটার। গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য অগার কুপ খননের মাধ্যেমে প্রাপ্ত পিট, ক্লে এবং সিল্টি ক্লে এর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। মোট ৮৫ টি নমুনা রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং জিএসবি'র বৈশ্লেষিক রাসায়নিক শাখায় ৪০ টি নমুনা প্রেরণ করা হয়।

জরিপকৃত বিশাল এলাকাটির মোট আয়তন প্রায় ৯০ বর্গকিলোমিটার । শুকনো অবস্থায় উক্ত এলাকার পিটের মোট মজুদ ১১২ মিলিয়ন টন যা ভেজা অবস্থায় ২৮২ মিলিয়ন টন। পিটের মজুদ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাকালুকি হাওর দেশের সর্ববৃহৎ পিট সমৃদ্ধ এলাকা বা পিট ফিল্ড।

পিটের ব্যবহারঃ পিটের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার আছে। প্রধানত জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়। ইহা ইট ভাটাতে জ্বালানি হিসেবে কাঠের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন শিল্প কারখানাতে ইহার ব্যবহার আছে। শুকনো পিট স্থানীয় এলাকার রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরণের রং তৈরিতে এর ব্যবহার আছে।

জরিপকৃত হাকালুকি হাওরে বিশাল পিটের মজুদ আছে যা খুবই সম্ভাবনাময়। এখানকার পিট ব্যবহার করে ছোট আকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২০ থেকে ৫০ মেগা ওয়াট) চালানো সম্ভব বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা যায়। বৈজ্ঞানিকভাবে এ পিট উত্তোলন ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করলে দেশের জ্বালানি চাহিদা কিছুটা মেটানো সম্ভব হবে।

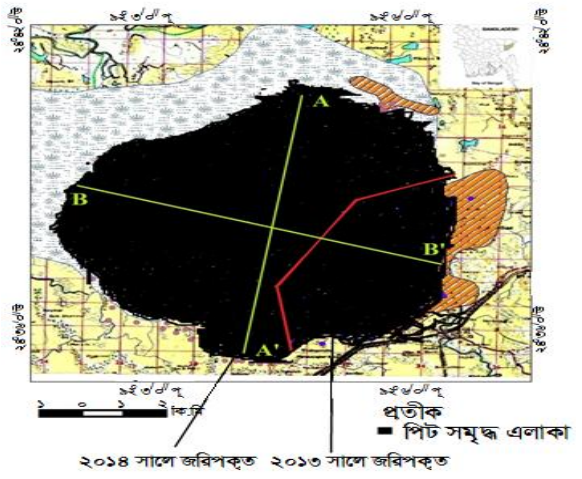

চিত্র-১: জরিপকৃত হাকালুকি হাওরের পিট সমৃদ্ধ এলাকা এবং প্রোফাইল মানচিত্র, হাকালুকি হাওর, মৌলভীবাজার, সিলেট।

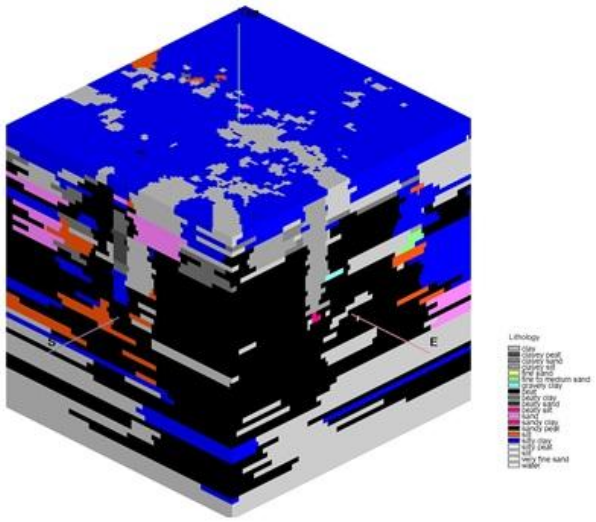

চিত্র-২: জরিপকৃত হাকালুকি হাওরের পিট সমৃদ্ধ এলাকার ত্রিমাত্রিক চিত্র, হাকালুকি হাওর, মৌলভীবাজার, সিলেট।

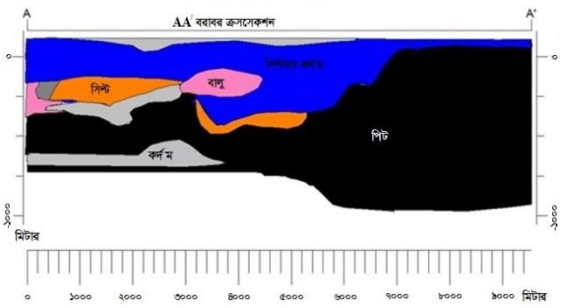

চিত্র-৩: জরিপকৃত হাকালুকি হাওরের ক্রস সেকসন (পূর্ব-পশ্চিম) হাকালুকি হাওর, মৌলভীবাজার, সিলেট।

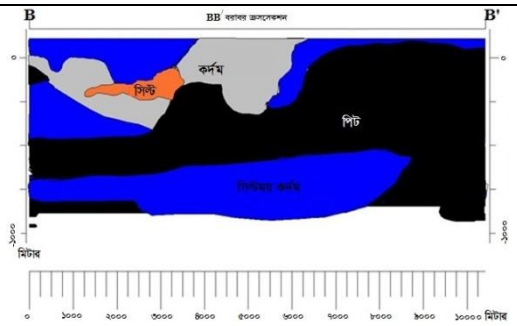

চিত্র-৪: জরিপকৃত হাকালুকি হাওরের ক্রস সেকসন (উত্তর-দক্ষিণ) হাকালুকি হাওর, মৌলভীবাজার, সিলেট।

চিত্র-৫: অগারিং চলছে, শাহাপুর, চাতাল বিল এলাকা, বড়লেখা উপজেলা, মৌলভীবাজার জেলা।

চিত্র-৬: অগার হোলে প্রাপ্ত পিট, বেলাগাও, চাতাল বিল এলাকা, বড়লেখা উপজেলা, মৌলভীবাজার জেলা

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে একটি অনুসন্ধান কূপ (GDH-69/14) এর খনন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর এলাকার জিডিএইচ-৫২ হতে প্রাপ্ত আলট্রা ম্যাফিক ল্যামপ্রোফায়ার শিলায় ২২০-৩০২.৩৬ মিটার (৭২২-৯৯২ফুট) গভীরতায় উচ্চ মাত্রার টিটানিয়াম অক্সাইড, প্ল্যাটিনাম অক্সাইড ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই প্রেক্ষাপটে খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জিডিএইচ-৫২ হতে ৭৩৫ মিটার দূরত্বে আরেকটি অনুসন্ধান কূপ (জিডিএইচ-৬৯/১৪) এর খনন কার্যক্রম ২২/২/১৪ ইং আরম্ভ হয় এবং ০২/৫/১৪ ইং সমাপ্ত হয়। অনুসন্ধান কূপটি সর্বমোট ৭০৪.৩৯ মিটার (২৩১১ ফুট) খনন করা হয়। জিডিএইচ-৬৯/১৪ রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার রানীপুকুর ইউনিয়নের মাদারপুর মৌজায় অবস্থিত (২৫°৩৭′২৮″ উত্তর , ৮৯°১২′২৮.৮″ পূর্ব)। খনন এলাকাটি বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের পশ্চিম পাশে জায়গীর হাট নামক স্থান থেকে পাকা সড়কে ১০কিলোমিটার পশ্চিমে রানীপুকুর ইউনিয়নের মাদারপুর মৌজায় অবস্থিত। জিডিএইচ-৫২ হতে ৭৩৫ মিটার উত্তর-পূর্বে খনন স্থানটি কাঁচা রাস্তায় গমনযোগ্য।

জিডিএইচ-৬৯ খনন কার্যক্রমে বোর্ট লংইয়ার এলএফ ৯০ কোর ড্রিল (অয়ারলাইন) রিগ ব্যবহার করা হয়। ভূগর্ভস্থ চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য মাড পাম্পের মাধ্যমে মাড ব্যবহার করা হয়। খননকালীন সময়ে ভিত্তিশিলা পৌছানো পর্যন্ত নন কোরিং ড্রিলিং করা হয় এবং প্রতি পাঁচ ফুট অন্তর ফ্লাশ স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়। কোরিং নমুনার জন্য ডায়মন্ড বিট ব্যবহার করা হয়। মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি নমুনাকে হ্যান্ডলেন্স, চুম্বক, হাইড্রোক্লোরিক এসিড(১০%), গাইগার কাউন্টার ও আনুষাঙ্গিক টুল দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিবরণ তৈরী করা হয়। ভিত্তিশিলার কোরিং পূর্বক প্রাপ্ত নমুনা সমুহের বর্ণ, গঠন, ফাটল, ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া ভিত্তিশিলায় সংঘটিত গ্যাব্রো উদবেদের প্রকৃতি, মনিকায়ন, শিলার কম্পোজিসন ইত্যাদির উপর গবেষণা করা হয়। অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ খনিজের উপস্থিতি অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন গভীরতায় মোট ৬৩ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ভূতাত্ত্বিক লগ প্রস্তুত করা হয়। এ লগ হতে ভূগর্ভস্থ পলল স্তর সমূহের অবস্থান, প্রকৃতি, পলল জমার পরিবেশ সম্পর্কে গবেষণা ও বিস্তারিতভাবে আদি শিলার গঠন প্রকৃতি লিপিবিদ্ধ করা হয়। খনন কূপে ভূপদার্থিক লগিং এর দ্বারা শিলাস্তরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বাছাইকৃত কোর নমুনাসমুহ রাসায়নিক ও মনিক বিশ্লেষণের জন্য অত্র অধিদপ্তরে এবং মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ইডিএক্সআরএফ বিশ্লেষণের জন্য বিসিএসআইআর-এ প্রেরণ করা হয়।

স্তরতাত্ত্বিক বিবরণঃ

জিডিএইচ-৬৯ কূপটিতে ১৭৬.৭ মিটার (৫৮০ফুট) গভীরতায় ভিত্তিশিলা পাওয়া যায়। এর উপর প্লায়ো- প্লায়োস্টোসিন যুগের ডুপি টিলা সংঘ (৬-১৭৬.৭ মিটার), প্লায়োস্টোসিন যুগের বরেন্দ্র কর্দম (১-৬ মিটার) এবং সর্বোপরে নবীন পলল অসঙ্গতভাবে সঞ্চিত হয়েছে। ভিত্তিশিলার ১৭৬.৭-২৮৪ মিটার (৫৮০ ফুট হতে ৯৩৩ ফুট) গভীরতায় আবহাওয়া জনিত ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবর্তিত আদি শিলা এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ২৮৪ মিটার (৯৩৩ ফুট) হতে ৭০৪.৩৯ মিটার (২৩১১ফুট) বেসিক আগ্নেয় শিলা গ্যাব্রো পাওয়া গেছে। স্থানভেদে আগ্নেয় শিলাটি ব্যাপক পরিবর্তিত, ফাটল যুক্ত এবং ফাটলস্থান কেয়োলিনে পরিবর্তিত।

শিলাস্তরের বর্ণনাঃ

- ক্ষয়ীভূত ও পরিবর্তিত আগ্নেয়শিলা ঃ পরিবর্তিত আদি শিলায় (৫৮০ ফুট হতে ৯৩৩ ফুট গভীরতায়) স্থান ভেদে নরম ও ভঙ্গুর কেওলিনাইজড ও ক্লোরিটাইজড অংশসহ প্রচুর সবুজ মণিক পাওয়া যায়। পরিবর্তিত আদি শিলায় ক্যালকেরিয়াস শিরা ও ব্যান্ড, নিসিক ব্যান্ড, মাইকা/সিসটোস ব্যান্ড এবং স্থানভেদে মাইকার ঘন সমাবেশ দেখা যায়। পরিবর্তিত আদি শিলার উপরাংশটি নিম্নাংশ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষয়ীভূত। পরিবর্তিত আদি শিলার ভঙ্গুর তলে স্থানভেদে স্লিকেনসাইড বলে প্রতীয়মান হয় যা স্থানীয় চ্যুতির নির্দেশ করে। এছাড়া ৫৮০ ফুট হতে ৯৩৩ ফুট গভীরতায় কোথাও কোথাও অত্যন্ত নরম ও ভঙ্গুর পরিবর্তিত আদি শিলা এবং কোথাও কোথাও অপরিবর্তিত কঠিন শিলা লক্ষ্য করা যায়।
- অপরিবর্তিত আগ্নেয়শিলাঃ ২৮৪.৩৭ মিটার (৯৩৩ ফুট) গভীরতা হতে ৭০৪.৩৯ মিটার (২৩১১ ফুট) পর্যন্ত অপরিবর্তিত আদি শিলা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে গ্যাব্রো মনে হয়। ক্যালকেরিয়াস শিরা ও ব্যান্ড, নিসিক, মাইকা/সিসটোস ব্যান্ড এবং স্থানভেদে মাইকা ও পাইরোক্সিন মনিকের ঘন সমাবেশ দেখা যায়। এছাড়া কোথাও কোথাও পাইরাইট জাতীয় মনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই গ্যাব্রো উদবেদের কোন কোন স্থান নিম্ন মাত্রার রূপান্তরিত শিলায় পরিবর্তিত হয়েছে। শিলার ৬১০.৮১-৬১৪.৭৮ মিটার গভীরতায় (২০০৪-২০১৭ ফুট) কালো, সুক্ষ (অ্যাফেনাইটিক) শিলা পাওয়া গেছে যা সম্ভবতঃ পাইরোক্সিনাইট অথবা অ্যাম্ফিবলাইট শিলা হতে পারে এবং এটি পরবর্তী উদবেদ আকারে জমা হয়েছে। সার্বিকভাবে গ্যাব্রোশিলার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

গাঢ় সবুজ ধূসর হতে ধূসর, পৃষ্ঠদেশ-অমসৃণ, বুনন-দৃশ্যমান বুনট শিলা (মধ্যম হতে মোটা দানা), কঠিন হতে অতি কঠিন, গঠন-পাইরোক্সিন মনিক ৬০-৭০%, ক্যালসিক প্ল্যাজিওক্লেস ফেল্ডসপার মনিক ২০-২৫%, বায়োটাইট/ফ্লোগোফাইট মনিক ২-৫%, কোয়ার্টজ মনিক ০-২% । কোথাও কোথাও পাইরাইট মনিকের স্ফটিক রয়েছে। ইলমেনাইট মনিকের উপস্থিতি খালি চোখে বা লেন্সের সাহায্যে দৃশ্যমান নয়।

অপরিবর্তিত আগ্নেয়শিলা ব্যাপক ফাটল যুক্ত। ফাটল সমুহের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গ্যাব্রো স্থান ভেদে অত্যন্ত নরম, কর্দমময়, ক্লোরিটাইজ ও কেওলিনাইজ হয়ে গেছে। সাধারণত ভূ-চ্যুতির কারণে সৃষ্ঠ ফাটলের দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ের মনিকায়ন ঘটে থাকে এবং কোন উদবেদের মধ্যে শিরা, ব্যান্ড অথবা ল্যামপ্রোফায়ার ইত্যাদি আকারে মূল্যবান খনিজের আধার হিসেবে জমা হয়।

বিভিন্ন গভীরতার ৫টি কঠিন শিলা নমুনার ইডিএক্সআরএফ বিশ্লেষণের মাধ্যমে টিটানিয়াম অক্সাইড-এর পরিমাণ ৭.৬-৯.৯% পাওয়া গেছে যা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, কঠিন শিলায় টিটানিয়াম অক্সাইড-এর প্রাচুর্যতা রয়েছে।

- ডুপি টিলা সংঘ (৬-১৭৬.৭ মিটার)ঃ স্যান্ডস্টোন, পিবলি স্যান্ডস্টোন ও পিবল বেড পালানুক্রমে অবস্থিত, কোন কোন ক্ষেত্রে সিলটি স্যান্ডস্টোন ব্যান্ড উপস্থিত। বালুকা সাধারণত মধ্যম খয়েরী হতে গাঢ় হলদে কমলা বর্ণের হয়। বালু কণা মধ্যম হতে মোটা ও অতিমোটা দানা হয়। কোয়ার্টজ পরিস্কার ও দাগপড়া উভয় উপস্থিত।
- বরেন্দ্র কর্দম (১-৬ মিটার)ঃ গাঢ় লালচে খয়েরী, ম্যাসিভ, আঠালো, মটল্ড। উদ্ভিজ পঁচা অংশ, লৌহ ও ম্যাংগানিজের কনক্রিশন রয়েছে।
- নবীন অ্যালুভিয়াম (১-০মিটার)ঃ সিলটি ক্লে এবং বালু সমৃদ্ধ পলল।

জিডিএইচ-৬৯ কূপের গ্যাব্রোশিলা নমুনা হতে প্রতিয়মান হয় যে, স্থানীয় চ্যুতির ফলে গ্যাব্রো শিলা বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ফাটলযুক্ত এবং পরিবর্তিত হয়েছে যা সম্ভবত এই উদবেদ সংঘটনের বহু পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রাক-ক্যাম্ব্রিয় যুগের পরবর্তী সময়ের। এ কারণে ফাটলসমুহের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গ্যাব্রো স্থান ভেদে অত্যন্ত নরম, কর্দমময়, ক্লোরিটাইজ ও কেওলিনাইজ হয়ে গেছে। সাধারণত ভূ-চ্যুতির কারণে সৃষ্ট ফাটলের দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ের মনিকায়ন ঘটে থাকে এবং কোন উদবেদের মধ্যে শিরা, ব্যান্ড অথবা ল্যামপ্রোফায়ার ইত্যাদি আকারে মূল্যবান খনিজের আধার হিসেবে জমা হয়। মাঠ পর্যায়ে ধারণা করা হয় যে, জিডিএইচ-৬৯ কূপের গ্যাব্রোশিলায় নবীন ভূ-চ্যুতির কারণে মনিকায়ন ঘটার সম্ভাবনা হ্রাস পায়, অথবা মনিকায়ন ঘটে থাকলেও ভূ-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ইলমেনাইটসহ অনেক মূল্যবান মনিক চেনা যায় না। তথাপি বিভিন্ন গভীরতার ৫টি কঠিন শিলা নমুনার ইডিএক্সআরএফ বিশ্লেষণের মাধ্যমে টিটানিয়াম অক্সাইড-এর পরিমাণ ৭.৬-৯.৯% পাওয়া গেছে যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এলাকাটিতে কঠিন শিলায় মাইনিং গ্রেডের টিটানিয়াম অক্সাইড-এর প্রাচুর্যতা রয়েছে। টিটানিয়াম অক্সাইড রং তৈরীর পিগমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বিশ্বব্যাপি এর বিপুল চাহিদা রয়েছে। এ এলাকায় আরও কূপ খননের মাধ্যমে টিটানিয়াম অক্সাইডের বিস্তৃতি, মজুদ, গুণাগুণও খনি উন্নয়নের সম্ভাব্যতা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

চিত্র-৭: জিডিএইচ-৬৯/১৪ খনন কার্যক্রম এলাকা

জিডিএইচ ৬৯/১৪ এর কতিপয় নমুনার ইডিএক্সআরএফ বিশ্লেষণের ফলাফলঃ

এলিমেন্ট সমূহের নাম	নমুনার গভীরতা				
	১৫৪৯'১০"-১৫৫০'৩"	১২৪০'৬"-১২৪০'৮"	১৮৯৭'১০"-১৮৯৮'	১৪৬৭'১.৫"-১৪৬৭'৪"	১৬৬৩'৪"
সিলিকন (Si)	৩৯.৮ %	৪৫.৩%	৩৭.৫%	৩৬.৮%	৩৩.৯%
আয়রন (Fe)	১৭.৬%	১৭.৩%	১৪.০%	১৬.১%	১৯.৭%
ক্যালসিয়াম (Ca)	১৪.১%	১১.৩%	১০.৮%	১৮.৭%	১৭.৭%
পটাসিয়াম (K)	১০.৬%	১০.০%	১৬.২%	১২.০%	১১.০%
টিটানিয়াম (Ti)	৯.৩%	৮.৭%	৮.৭%	৭.৬%	৯.৯%
এ্যালুমিনিয়াম(Al)	৬.১%	৬.০%	৬.৩%	৩.৫%	৩.৮%
স্ট্রনসিয়াম (Sr)	১.৫ %	-	-	-	১.১%
তামা (Cu)	-	০.০১%	০.০১%	-	-
বেরিয়াম (Ba)	-	-	১.৭%	-	-
(Px)	-	-	৪.০%	৩.০%	২.৮%

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজিলার মাদারপুর এলাকায় "জিডিএইচ ৬৯/১৪" শীর্ষক খনন কর্মসূচীতে ভূপদাথিক লগিং কাজ বাস্তবায়নঃ

কর্মপদ্ধতিঃ ভূপদাথিক লগিং পদ্ধিতিতে খননকৃত কূপের ভিতরে একটি সন্ড প্রবেশ করানো হয় যেটি শীলাস্তরে গভীরতা সাপেক্ষে প্রতি ১ (এক) সে.মি পরপর শীলাস্তরের ভূপদার্থিক বৈশিষ্ঠের রের্কড গ্রহণ করে। ভূঅভ্যন্তরের শীলাস্তরের কি বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হবে তা নির্ভর করে প্রধানতঃ জরিপ কাজের উদ্দেশ্য। যেমন ভূগর্ভস্থ পানির জন্য পানির তড়িৎ প্রতিবন্ধকতা (Resistivity) মাপা হয়। তবে সময়, পর্যাপ্ত অর্থ এবং লগিং যন্ত্রের ক্ষতির সম্ভবনা কম থাকলে যতগুলো সম্ভব সবগুলোর ডাটা নেওয়া উত্তম এতে করে ভবিষ্যতে কোন ডাটার জন্য নতুন করে হোল করার প্রয়োজন পরে না। এই হোলে তড়িৎ প্রতিবন্ধকতা (Resistivity), সনিক, সাধারণ গামা তেজস্ক্রিয়তা, ম্যাগনেটিক সাসস্পেটিবিলিটি, ড্রিলিং ফ্লুইড পরিবাহিত ও তাপমাত্রার লগ করা হয় । তড়িৎ প্রতিবন্ধকতা লগ শীলাস্তরের ভিতর দিয়ে তড়িৎ পরিবাহিত হতে কতটুকু বাধা পায় তা পরিমাপ করে, ম্যগনেটিক সাসস্পেটিবিলিটি শীলা স্তরের লৌহ জাতীয় ধাতব খনিজের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে, সনিক লগ শীলাস্তরের ভিতর দিয়ে শব্দের গতি পরিমাপ করে এবং সাধারন গামা তেজস্ক্রিয়তার লগ পরিমাপ করে শীলাস্তরের ভিতর কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ (যেমনঃ তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম, ইউরেনিয়াম ও থরিয়াম) আছে । উক্ত লগগুলো খোলা হোলে (Without Casing) করা হয় ।

ফলাফলঃ সবগুলো লগ মাদারপুরের শিলাস্তরে তেমন কোন অর্থনেতিক খনিজ সম্পদের উপস্থিতি নাই তা নির্দেশ করে। তরে সাধারণ গামা লগ কিছু অস্বাভাবিক গামা রে এর উপস্থিতি দেখায় যা নিম্নরূপঃ

১) গভীরতা ৪৬৮ মি থেকে ৪৬৮.৭মি গামা এপিআই মান ৫০০ এর কাছাকাছি ।
২) গভীরতা ৬০২ মি থেকে ৬০২.৬ মি গামা এপিআই মান ১২০০ এর কাছাকাছি ।
৩) গভীরতা ৬৩৮ মি থেকে ৬৩৮.৬মি গামা এপিআই মান ৭০০ এর কাছাকাছি ।

৬৮৩ মি গভীরতা পর সাধারণ গামা এপিআই মান ৩৫০ এর উপরে ।

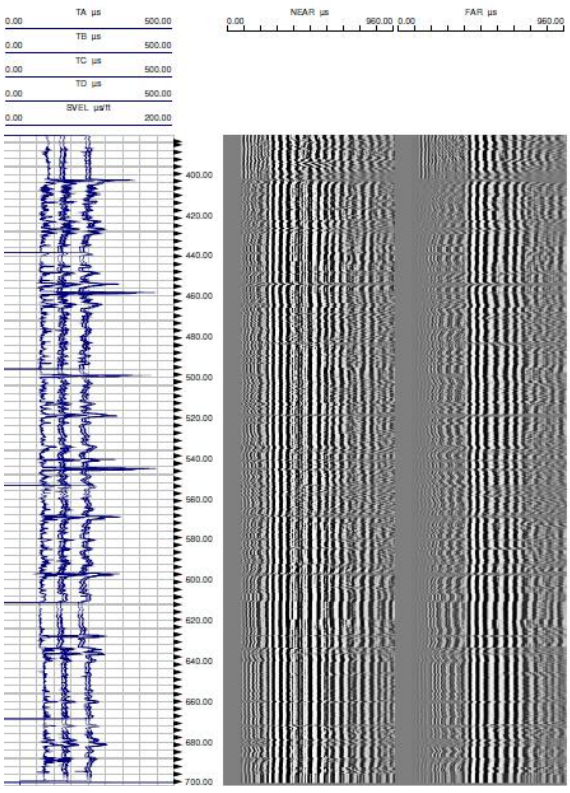

চিত্র-৮ : সনিক লগ ৪০০ থেকে ৭০০ মি গভীরতা পর্যন্ত।

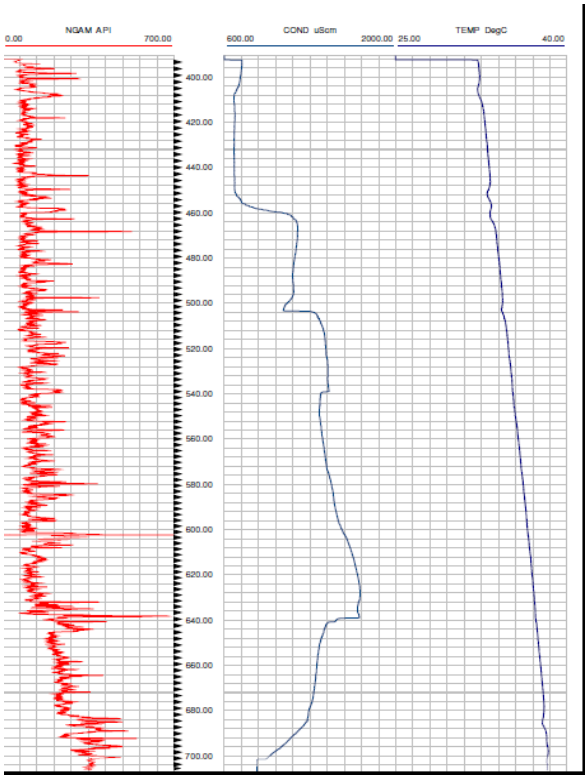

চিত্র-৯: সাধারণ গামা তেজস্ক্রিয় লগ ৪০০ থেকে ৭০০ মি গভীরতা পর্যন্ত।

নওগাঁ ও বগুড়া জেলাধীন তিলকপুর-সান্তাহার এলাকায় বিস্তারিত অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় প্রোফাইলিং জরিপ কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

নওগাঁ, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলাধীন সান্তাহার-তিলকপুর-ভান্ডারপুর এলাকায় ইতঃপূর্বে সম্পাদিত আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় জরিপ এবং বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে পরিচালিত ২টি বিস্তারিত প্রোফাইলিং জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলে চ্যুতি বেষ্টিত একটি ঋণাত্মক Gravity closure-এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই Closure টির সর্বনিম্ন মান-40 mgal। Closure টি একটি বেসিন/গ্রাবেন আকৃতির ভূতাত্ত্বিক কাঠামো হতে পারে বলে ধারণা করা যায়। ইহার উত্তর দিকে জামালগঞ্জ এলাকায় মোটামুটি একই প্রকৃতির আর একটি ঋণাত্মক Gravity closure রয়েছে, সেখানে ষাট-এর দশকে খননকৃত কূপে (EDH-14) চুনাপাথর এবং কয়লার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অভিকর্ষীয় মান এবং বিন্যাসের প্রকৃতি বিবেচনায় তিলকপুর- ভান্ডারপুর Gravity closure টিকে উক্ত জামালগঞ্জ Closure-এর সাথে সাদৃশ্য করা যায় এবং দুটি Closure-ই একটি বৃহৎ ভূতাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। ফলে, সান্তাহার-তিলকপুর-ভান্ডারপুর Gravity closure টিতেও চুনাপাথর এবং কয়লাসমৃদ্ধ গন্ডোয়ানা শিলাস্তর পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, উক্ত এলাকায় আরও কয়েকটি অভিকর্ষীয়, চুম্বকীয় প্রোফাইলিং জরিপের মাধ্যমে সম্ভাব্য সান্তাহার-তিলকপুর-ভান্ডারপুর বেসিনের পরিধি, কাঠামো, ভিত্তিশিলাসহ অন্যান্য শিলাস্তরের গভীরতা নির্ণয় করাই এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল প্রাপ্তি সাপেক্ষে এই বেসিনে একটি পরীক্ষামূলক খনন কূপের স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। জরিপকৃত এলাকায় দুইটি অভিকর্ষীয় ও দুইটি চুম্বকীয় প্রোফাইলের মাধ্যমে প্রায় ৫০+৫০ লাইন কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রোফাইল দুইটি উত্তর-দক্ষিণ ও পুর্ব পশ্চিম দিক বরাবর আড়াআড়ি ভাবে বিস্তৃত। প্রক্রিয়াজাতকরণ কালে অভিকর্ষীয় উপাত্তসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা হয়। এর সব কয়টি স্বতন্ত্র প্রোফাইলের জন্য দূরত্ব বনাম বোগার মধ্যাকর্ষণ ব্যত্যয় এবং দূরত্ব বনাম চুম্বকীয় ব্যত্যয় প্রোফাইল প্রস্তুত করা হয়। বোগার মধ্যাকর্ষণ ব্যত্যয় উপাত্তসমূহ থেকে জরিপকৃত এলাকায় একটি বেসিনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গিয়াছে। বেসিনের পূর্ব দিক বরাবর একটি তীক্ষ্ণ চ্যুতির লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। চুম্বকীয় (টোটাল) জরিপে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। তবে প্রোফাইল দুইটিতে কিছু বিচ্ছিন্ন চুম্বকীয় ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দুইটি আড়াআড়ি অভিকর্ষীয় প্রোফাইল থেকে একটি সম্ভাব্য বেসিন সদৃশ গঠনের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বেসিনটির সীমানা নির্ধারণ ও ভিত্তিশিলার গভীরতা নির্ণয়ের জন্য অধিকতর অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় প্রোফাইলিং জরিপ এবং ভূকম্পন/তড়িৎ প্রতিবন্ধকতা জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে।

চিত্র -১০: নওগাঁ, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলাধীন সান্তাহার-তিলকপুর-ভান্ডারপুর এলাকায় অবস্থান মানচিত্র।

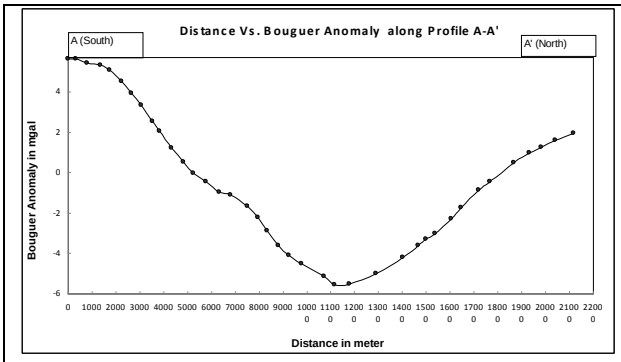

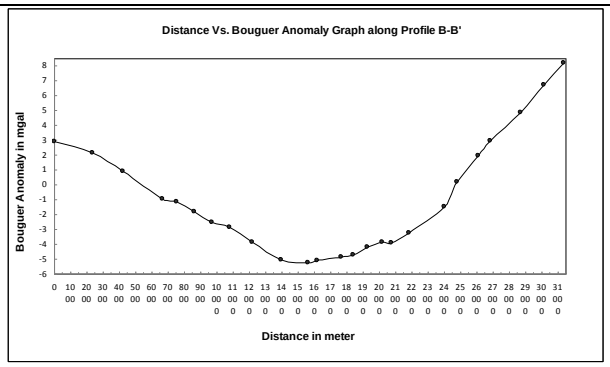

চিত্র-১১: নওগাঁ, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলাধীন সান্তাহার-তিলকপুর-ভান্ডারপুর এলাকায় অভীকর্ষীয় প্রফাইলসমূহ।

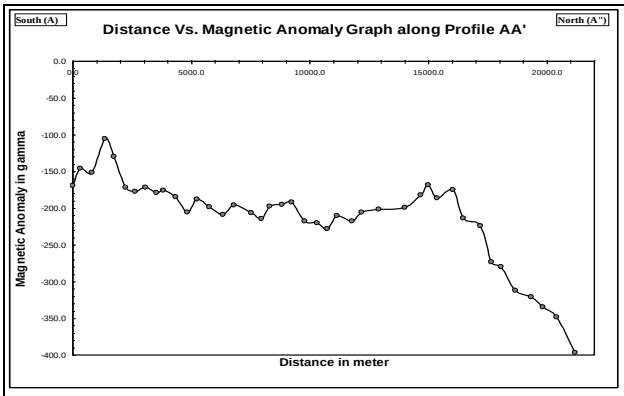

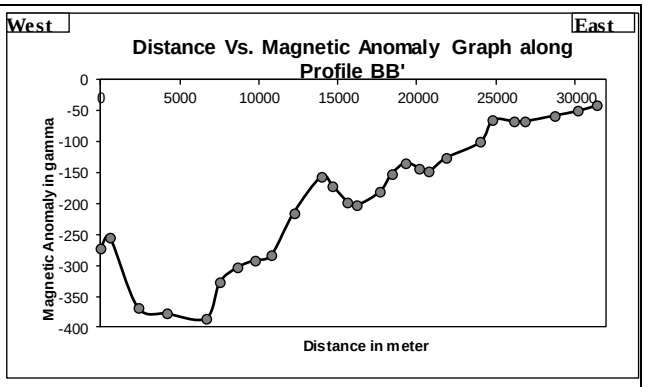

চিত্র-১২: নওগাঁ, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলাধীন সান্তাহার-তিলকপুর-ভান্ডারপুর এলাকায় ম্যাগনেটিক এ্যানোম্যালীর গ্রাফসমূহ।

বিশেষ প্রকল্প

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও নানইয়াং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অব সিঙ্গাপুর-এর মাঝে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় "কাইনেমেটিকস্ অব দ্যা বেঙ্গল-আসাম সিনট্যাক্সিস" শীর্ষক যৌথ গবেষণা কর্মসূচী ঃ

গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ও সন্নিহিত এলাকার নব্য-ভূগাঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে আরো অবহিত হওয়ার মাধ্যমে ভূমিকম্প দূর্যোগ নিরূপণে সহায়তা করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও সিংগাপুরের নানইয়াং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অবজারভেটরী অব সিংঙ্গাপুর গত অক্টোবর, ২০১০ মাসে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। "কাইনেমেটিকস্ অব দ্যা বেঙ্গল-আসাম সিনট্যাক্সিস" শীর্ষক এ গবেষণা কর্মসূচীর জন্য উভয় পক্ষ বাংলাদেশে বহিরংগণ কাজ পরিচালনা করবে। এসব কাজের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হবে সক্রিয় চ্যুতি (ভূতত্ত্ব, ভূ-প্রকৃতিবিদ্যা, প্রত্ন-ভূকম্পবিদ্যা) ও অন্যান্য ভূমিকম্প তথা নবীন ভূ-আলোড়নের সূচকসমূহ পরীক্ষণ। গবেষণা কাজের মধ্যে আছে দু'পক্ষ-সম্মত স্থানে স্থায়ী জিপিএস ষ্টেশন স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ। উভয় পক্ষের সম্মতিতে উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যাখ্যাকরণ এবং ভূবৈজ্ঞানিক প্রকাশনা করা। উভয়পক্ষের প্রতিষ্ঠানসমূহে পন্ডিতোচিত ও প্রযুক্তিগত পরিদর্শন, এবং প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক তথ্য/উপাত্ত বিনিময়ের দ্বারা গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর যৌথ প্রকাশনায় উৎসাহিত করাও এ কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া উভয় পক্ষের সম্মতিতে অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

ভূবৈজ্ঞানিক কার্যাদিঃ

১. গত ১৭ ফেব্রুয়ারি-০৫ মার্চ, ২০১৪ সময়ে হবিগঞ্জ জেলার রঘুনন্দন পাহাড়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের দু'জন ও আর্থ অবজারভেটরী অব সিঙ্গাপুরের চারজনসহ মোট ছয়জন বিজ্ঞানি ও প্রকৌশলী ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচলনা করেন। উক্ত কাজে উপগ্রহচিত্র ব্যবহার ও সরেজমিন পরিক্ষা করে জিওমরফোলজিক মানচিত্র এবং কাইনেমেটিক জিপিএস ও টোটাল স্টেশন যন্ত্রের সাহায্যে রঘুনন্দন পাহাড়ের পশ্চিম দিকে টপোগ্রাফিক লেভেলিং করা হয়। ভূতাত্ত্বিক গবেষণা কাজে দেশে প্রথম এ ধরণের আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে এসব যন্ত্র পরিচালনা ও উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ

প্রদান করা হয়। অনুসন্ধানকালে উক্ত এলাকায় প্রধানত দু'টি টেরাস সনাক্ত ও মোট ৩৩টি টপোগ্রাফিক প্রোফাইল প্রণয়ন করা হয়। এ সকল উপাত্ত এই এলাকার নব্যভূগঠন প্রক্রিয়া তথা ভূমিকম্প বিষয়ে ধারণা প্রদান করবে।

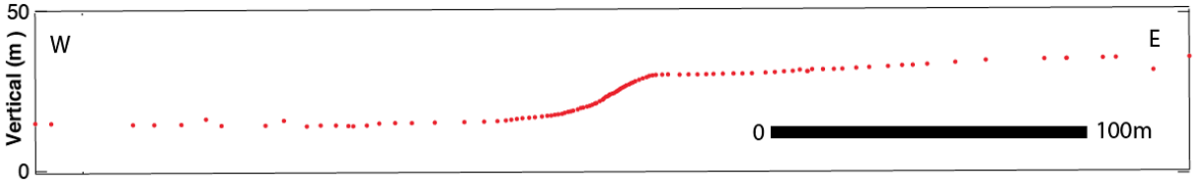

চিত্র-১৩: রঘুনন্দন পাহাড়ের শাহাপুর এলাকায় শাহাজীবাজার চ্যুতি বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে টপোগ্রাফিক প্রোফাইল।

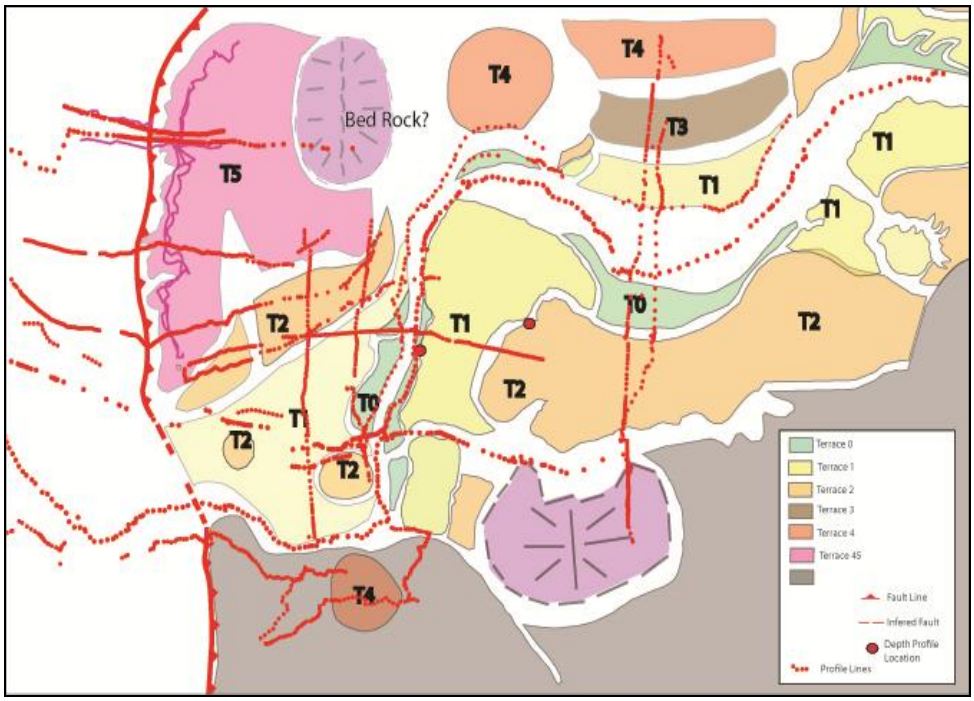

চিত্র-১৪: রঘুনন্দন পাহাড়ের শাহাপুর এলাকার জিওমরফোলজিক মানচিত্রে (প্রাথমিক) বিভিন্ন টেরাস দেখানো হয়েছে।

চিত্র-১৫ : বহিরঙ্গনে সরেজমিন পরিক্ষণ (উপরে-বামে), টপোগ্রাফিক প্রোফাইলিং (উপরে-ডানে)

২. এছাড়া টেরাস দু'টির ডেপ্থ প্রোফাইল করা হয় এবং এ দু'টি টেরাস হতে বয়স নির্ণয়ের জন্য ৪৩টি পলল নমুনা, প্রথম টেরাস হতে ৩১টি ও দ্বিতীয় টেরাস হতে ১২টি, সংগ্রহ করা হয়।

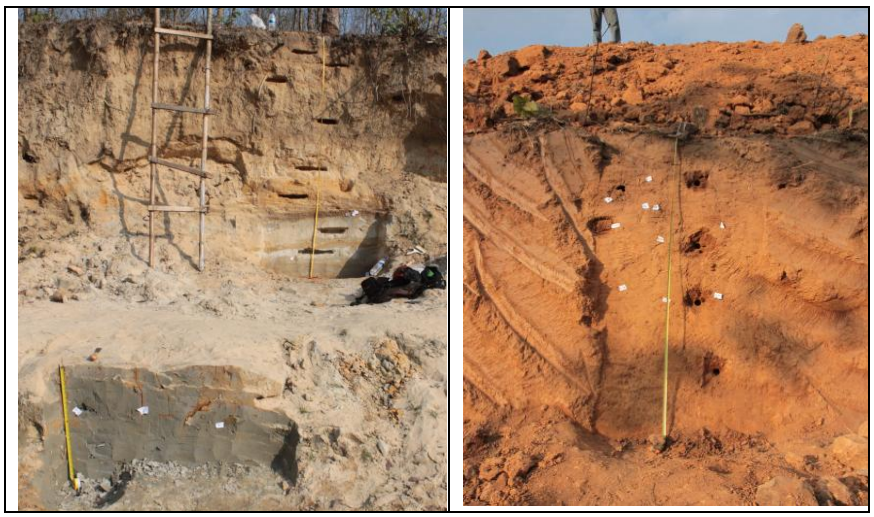

চিত্র-১৬: শাহাপুর ছড়ার টেরাস-১ এ ডেপ্থ প্রোফাইল (বামে) ও রতনপুরে পরিখা নমুনা সংগ্রহের স্থান (ডানে)।

৩. উক্ত বহিরংগন কাজে রতনপুর এলাকায় প্রত্নভূমিকম্প গবেষণার জন্য ৩০ মি. লম্বা, ২-৪ মি. গভীর ও ৫-৮ মি. প্রশস্ত একটি পরিখা খনন করা হয়। পরিখা হতে বয়স নির্ণয়ের জন্য ৩৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরিখার উত্তর দেয়ালটি ১ মি. X ১মি. গ্রীডে বিভক্ত করে বিস্তারিত মানচিত্রায়ন ও পরিক্ষা করা হয়।

চিত্র-১৭: রঘুনন্দন পাহাড়ের রতনপুর এলাকায় খননকৃত পরিখা।

৪. বহিরঙ্গন কাজ চলাকালে শাহাপুর ছড়া এলাকায় বেশ কয়েকটি পেট্রিফাইড উড সংগ্রহ করা হয় যার আনুমানিক বয়স প্রায় ২-৩ মিলিয়ন বছর। সংগৃহীত সব চেয়ে বড় পেট্রিফাইড উডটি ১১২ সে.মি. লম্বা ও ৩৮ সে.মি. প্রস্থ। সংগৃহিত এ প্রেট্রিফাইড উড প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

চিত্র-১৮: হবিগঞ্জ জেলার রঘুনন্দন পাহাড়ের শাহাপুর ছড়া হতে সংগৃহীত পেট্রিফাইড উড।

৫. খননকৃত পরিখায় অল্প কিছু সংখ্যক মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। এসকল মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ হতে পললের বয়স নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রত্নভূমিকম্পের সম্বন্ধে ধারণা প্রদানে সহায়ক হবে।

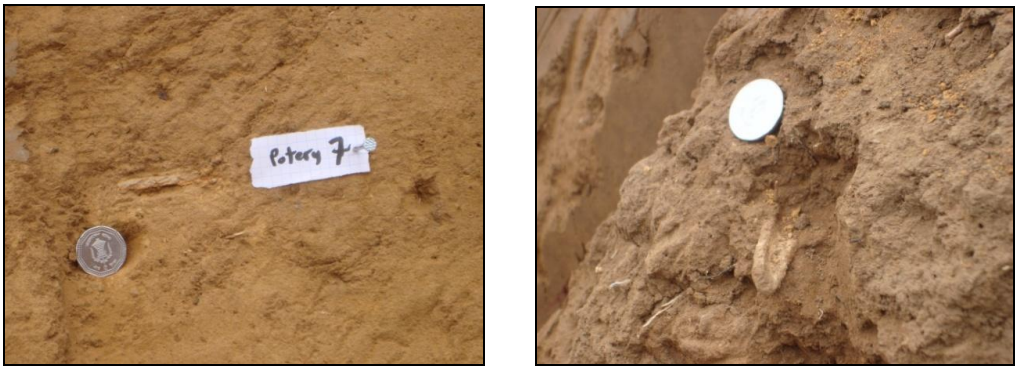

চিত্র-১৯: রঘুনন্দন পাহাড়ের রতনপুর পরিখায় প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ।

৬. আলোচ্য বছরে অধিদপ্তরের দু'জন ভূবৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা গবেষণা কাজের অগ্রগতি, ভবিষ্যত পরিকল্পনা বহিরঙ্গনে সংগৃহিত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রশিক্ষণের জন্য আর্থ অবজারভেটরী অব সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেন। উক্ত দু'জন কর্মকর্তার একজন বর্তমানে এ গবেষণা কর্মসূচির আওতায় ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণা কাজে নিয়োজিত আছেন। উল্লেখ্য যে, এ গবেষণা কাজটি স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়, আর্থ অবজারভেটরী অব সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের বিজ্ঞানিগণ তত্ত্বাবধান করছেন।

সেমিনার

গত ৯ মার্চ, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মিলনায়তনে এ গবেষণা কাজে নিয়োজিত সকল বিজ্ঞানিগণের পক্ষে ড. এলিসি ক্যালি "কাইনেমেটিকস্ অব দ্যা বেঙ্গল-আসাম রিজিয়ন উইথ এ্যামফ্যাসিস অন বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। এতে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের বিজ্ঞানিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশনা

ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গত ৭-১১ মে, ২০১৪ খ্রি. সময়ে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট ও বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটি আয়োজিত ১ম বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রদর্শনী-র সুভ্যেনির-এ আলোচ্য গবেষণা কাজের উপর ভিত্তিতে প্রণীত "এ্যাকটিভ ডিফরমেশন এন্ড সেইসমিসিটি অব দ্যা নর্থ-ইস্ট পার্ট অব বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে।

জিএসবি-সিডিএমপি যৌথ কর্মসূচীঃ

কমপ্রিহেনসিভ ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত, ইউএনডিপিন এর সহয়তায় বাস্তবায়িত, মাল্টিডোনার কর্তৃক সহায়তাপুষ্ট একটি প্রকল্প। এটি বাংলাদেশের ১৩ টি সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তদমধ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর অন্যতম। সিডিএমপি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য মূলতঃ বাংলাদেশের দূর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং দূর্যোগ মোকাবেলা করার চেয়ে দূর্যোগের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি হ্রাসে দেশের মানুষের স্বতঃফূর্ত অংশগ্রহণের মানসিকতা তৈরী করা।

দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ করে ভূদূর্যোগ যেমন, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, ভূমি অবগমন, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি দূর্যোগ মোকাবেলায় কারিগরি সহয়তা ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগনের জানমালে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই জিএসবি-সিডিএমপি ২ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য।

জিএসবি-সিডিএমপি কর্মসূচীর উদ্দেশ্যঃ

- দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও বিশেষজ্ঞদের সাথে বহিরঙ্গনে কাজের মাধ্যমে জিএসবি কর্মকর্তাদের ভূ-দূর্যোগ সম্বন্ধে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা ।
- বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রাদি ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে জিএসবি এর ভূমিকম্পসহ অন্যন্য ভূ-প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষ করে তোলা।
- দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, ময়মনসিং, টাঙ্গাইল, কক্সবাজার এবং টেকনাফ পৌরসভা শহরের ভূমিকম্প দূর্যোগ মোকাবেলায় "সাইসমিক মাইক্রোজোনেশন মানচিত্রায়ন" এর জন্য উপরোক্ত এলাকার ভূতাত্ত্বিক এবং ভূপ্রযুক্তিক মানচিত্র সবরাহ করা।
- সক্রিয় চুত্যি সনাক্তকরণ এবং বিশ্লেষণ।

জিএসবি-সিডিএমপি কর্মসূচীর অর্জন

- সিডিএমপি ফেজ-১ প্রকল্পে জিএসবি ঢাকা, চট্রগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জিওমরফোলজিক্যাল ও ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র আকাশ আলোকচিত্রের মাধ্যমে তৈরী করে সিডিএমপি- কে সরবরাহ করে যা ঐসকল শহরের "সাইসমিক মাইক্রোজোনেশন মানচিত্রায়ন" এ সহয়তা করে।
- উপরোক্ত সিটি কর্পোরেশন এলাকার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রকৌশলীক গুণাগুন বহিরঙ্গনে খননের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে সিডিএমপি-কে সরবরাহ করা হয়। এ সকল তথ্য ও উপাত্ত উল্লেখিত শহরের Microseismic Zoning মানচিত্র তৈরীতে ব্যবহার করা হয়।
- সিডিএমপি ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় রংপুর সিটি করপোরেশন, দিনাজপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ পৌরসভাসহ আশেপাশের আরবান প্লান এলাকা, বগুড়া, রাজশাহী, কক্সবাজার ও টেকনাফ পৌর এলাকার ভূপ্রাকৃতিক, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রকৌশল মানচিত্র তৈরি করেছে যা এসব এলাকার seismic Microzoning মানচিত্রায়নের মাধ্যমে ঐসব এলাকার ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত জরুরী। এছাড়াও কক্সবাজার ও টেকনাফ এলাকার মানচিত্রসমূহ ঐ এলাকার ভূমিধ্বস জোনিং মানচিত্রায়ন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। যাহার উপর ভিত্তি করে উক্ত এলাকায় আগাম ভূমিধ্বস সংকেত ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।
- ভূতাত্ত্বিক, ভূগাঠনিক, ভূপৃষ্ঠ ও ভূ-অভ্যন্তরের ফরমেশনের ভূপ্রকৌশলিক গুনাগুন উপর ভিত্তি করে সেই এলাকার শেয়ার ওয়েভ ভেলোসিটি, গ্রাউন্ড অ্যাম্পিফিকেশনের ডিগ্রি ও লিকুফেকশানের সম্ভাবনার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- জিএসবি ইউএনডিপি বিশেষজ্ঞদের সাথে এ্যাকটিভ ফল্ট মাচিত্রায়ণের কাজ সম্পন্ন করছে। ইতোমধ্যে ডাউকি Fault, মধুপুর Fault, প্লেট বাউন্ডারি Fault সমূহে বিশেষভাবে গবেষণা করা হয়েছে। এসব গবেষণার ফল ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট আপদকালের ঝুঁকি হ্রাস করে মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনবে। বর্তমানে জিএসবি বিশেষজ্ঞ কুমিল্লা, নেত্রকোণা ও সিলেট এলাকায় Active Faults চিহ্নিতকরণের কাজ করছে।
- ভূমিকম্প বিষয়ে বাংলাদেশ ও সন্নিহিত এলাকার নব্য-ভূগাঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে আরো অবহিত হওয়ার মাধ্যমে ভূমিকম্প দূর্যোগ নিরুপণে সহায়তা কাজের অংশ হিসাবে ভূমিকম্পের তীব্রতা (Intensity) পরিমাপের জন্য UNDP হতে প্রাপ্ত প্রথম পর্যায়ে ২০টি এবং পরবর্তীতে আরো ১০ টি Accelerometer দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।
- জিএসবি-সিডিএমপি ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় আওতায় ভূমিকম্পের মাত্রা (Magnitude) নির্নয়ের জন্য মোট ৬ টি Seismograph সংগ্রহণ করা হয়েছে এবং সংস্থাপনের কাজ চলছে।

জিএসবি-সিডিএমপি কর্মসূচীর প্রশিক্ষণঃ

জিএসবি-সিডিএমপি ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় দেশে এ পর্যন্ত জিএসবির মোট ৫৫ জন কর্মকর্তা নিম্মলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে।

- **দেশে প্রশিক্ষণঃ**

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	জনবল
১	Training on Accelerometers	১-২ জুন ২০১১	৭জন
২	Training on Shallow seismic and resistivity	৫-৮ সেপ্টেম্বর ২০১১	১৪ জন
৩	PS Logging Training	৭-৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২	৭ জন
৪	Active Fault Identification in Bangladesh	২২-২৯ ডিসেম্বর ২০১৩	১০ জন
৫	Active Fault Identification in Habigonj and Comilla	৬-৯ জুন ২০১৪	১০ জন

- বিদেশে প্রশিক্ষণঃ

এ প্রকল্পের আওতায় জিএসবির মোট ৭ জন কর্মকর্তা ১৭-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইং এ ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত "Knowledege Sharing Training on Disaster Mitigation and Management" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে।

- বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণঃ

ভবিষ্যত ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাসে বাংলাদেশের সকল Faults গুলোর বিশ্লেষণ (Characterizations) করা অতি প্রয়োজন। জিএসবি এর মোট ৪জন কর্মকর্তা বিদেশী বিশেষজ্ঞ সাথে বহিরঙ্গনে কাজের মাধ্যমে এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কর্মকর্তাগণ কুমিল্লা, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ এ অপঃরাব fault characterization and modeling এর কাজ করেন।

- ওয়ার্কশপঃ

জিএসবি-সিডিএমপি প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত মানচিত্রসমূহের পর্যালোচনা করার জন্য একটি ওয়ার্কশপের "Workshop on Validation of Geomorphological and Geological maps for Earthquake Microzonation of 8 cities of Bangladesh on 1st October 2012." আয়োজন করে যেখানে দেশর বিশেষজ্ঞগণ মানচিত্রসমূহ সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে তাঁদের মতামত ও সিদ্ধান্ত দেন যা পরবর্তীতে মানচিত্রগুলোতে সন্নিবেশিত করা হয়। সংশোধিত মানচিত্রগুলির দু'টি নিচে দেয়া হলো।

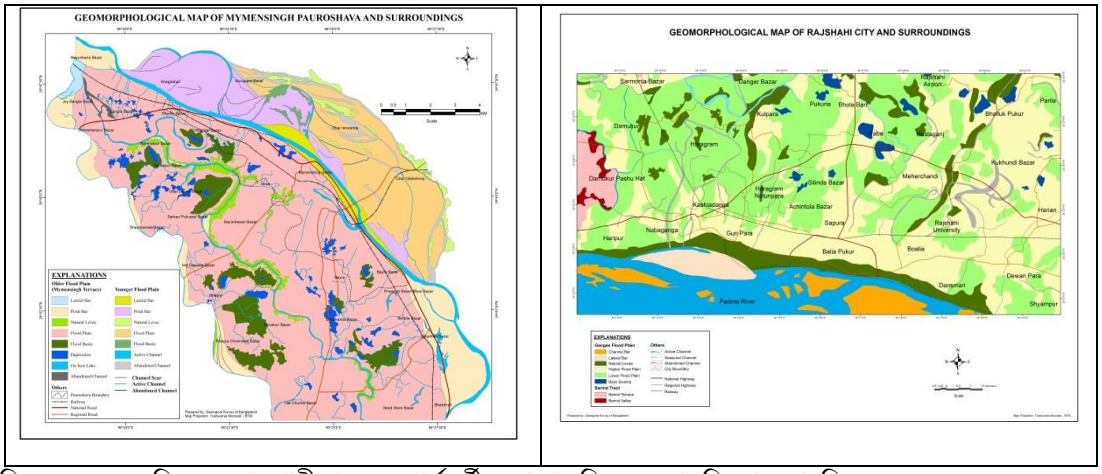

চিত্র-২০: ময়মনসিংহ ও রাজশাহী শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জিওমরফোলজিক্যাল মানচিত্র।

- আধুনিক যন্ত্রাদির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি (Skill development through instrumentation)ঃ

জিএসবি প্রকল্পের আওতায় ১টি Combind Seismometer and Resistivity এবং সারা দেশে ভূকম্পন মাত্রা নির্ণয়ের জন্য ৩০ টি Accelerometer ক্রয় করেছে যা ভবিষ্যতে জিএসবি কর্মকর্তাগন পরবর্তী ভূ-গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে।

- জিএসবি-সিডিএমপি ২ এর বর্তমান কার্যক্রমঃ

১। "Training on Combind Seismic and Resistivity and MSAW" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
২। "Active Fault Identification Through Boring Activities " শীর্ষক বহিরঙ্গন কাজ সম্পন্ন করা।
৩। "Monitoring and maintenance of the 30 Accelerometers all over the country" শীর্ষক বহিরঙ্গন কাজ সম্পন্ন করা।
৪। Data dissemination through reports and maps.
৫। Organize a workshop.

চিত্র-২১: প্রশিক্ষণের কিছু আলোকচিত্র ।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে আয়ের প্রতিবেদন।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ক্রমপুঞ্জিত সংগ্রহ	শতকরা হার	মন্তব্য
১	২	৪	৫	৬
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	১১.৪৫	৪.০৫	৩৫.৩৭%	

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ব্যয়ের প্রতিবেদন।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ			জুন, ২০১৪ মাস পর্যন্ড় প্রকৃত ব্যয়			বরাদ্দের শতকরা হারে ব্যয়		
	অনুন্নয়ন বাজেট	উণ্নয়ন বাজেট	মোট বাজেট বরাদ্দ	অনুন্নয়ন	উণ্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উণ্নয়ন	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	২১৯৯.৪২	উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ২৪০১.০০ উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ ১২০.৫০ মোট ঃ ২৫২১.৫০	৪৭২০.৯২	১৮৪০.৩৩	প্রকল্পঃ - ১৫৯৩.১৪ কর্মসূচীঃ- ১০৫.৪৬ মোট - ১৬৯৮.৬০	৩৫৩৮.৯৩	৮৩.৬৭ %	৬৭.৩৬ %	৭৪.৯৬ %

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

কর্মসূচির নাম: চলনবিল এলাকার কোয়াটারনারী যুগের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্যপ্রমাণাদী উদ্ঘাটন কল্পে সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন। কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৩৫.৮০ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় হয়েছে ২০০.০৬৫৮ লক্ষ টাকা। কর্মসূচীটি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন হয়েছে।

এ কর্মসূচীর আওতায় বগুড়া, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহী জেলাসমূহের মোট ৭০৮২.১০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন এবং উক্ত এলাকার কোয়াটারনারী যুগের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক (Resistivity, Geophysical Logging, Vertical Electrical Sounding) জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বহিরংগন চলাকালীন সময়ে চলনবিল এলাকায় মাটির গভীরে হাতি সাদৃশ্য জীবাশ্মের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। দেশের ভূবিজ্ঞানীদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য গত ১০ জুন, ২০১৩ খ্রি. তারিখে কর্মসূচীর কাজের উপর একটি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।

চিত্র-২২: চলনবিল এলাকায় প্রাপ্ত প্রায় ১.৮ মিলিয়ন বছর পূর্বের জীবাশ্ম।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের নামঃ Strengthening the research and exploration capabilities of the Geological Survey of Bangladesh (জানুয়ারি, ২০১০-জুন, ২০১৪) শীর্ষক ৩৮২৩.০০ লক্ষ টাকার জেডিসিএফ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ সংশোধন করে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিতকরনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ১০২১.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ১০১৮.১৪ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭১%। প্রকল্পটি জিএসবিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে শক্তিশালী করেছে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপঃ

- **গবেষণাগার উন্নয়নঃ**

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের গবেষণা কাজের সক্ষমতা ও মানোন্নয়নে যন্ত্রাদি যেমন: ল্যাব সেটিং সহ এক্স আর এফ মেশিন, গ্রাভিটি মিটার, ভূপদার্থিক উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন সফট্ওয়ার, কমপিউটার ও এর বিভিন্ন যন্ত্রাদি উক্ত যন্ত্রপাতিসমূহ মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণ ও অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বহিরংগন কাজে এবং গবেষণাগারে সনাক্তকরণ কাজে সহায়তা করে থাকে।

- **দাপ্তরিক উন্নয়নঃ**

যাদুঘর ও দপ্তরে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন আসবাবপত্র, ইন্টারকম সেট, বৈদ্যুতিক মালামাল, কমপিউটারের মালামাল (রিবন, কার্টিজ, টোনার ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **বহিরঙ্গণ কর্মসূচী**

প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত কলাতলী থেকে ইনানী পর্যন্ত বিস্তৃত বেলাভূমি বরাবর সাম্প্রতিক ঘূর্ণীঝড় মহাসেন এর প্রভাবে বেলাভূমির ক্ষতিসাধন ও একই এলাকায় অবস্থিত মেরিন ড্রাইভের বর্তমান অবস্থা নিরূপনের নিমিত্তে ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- **কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সফ্টওয়ারের মাধ্যমে অধিদপ্তরের উন্নতিকরণ**

তথ্য প্রযুক্তিতে অধিদপ্তরকে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৭টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় করা হয়। এছাড়া তথ্য প্রবাহ গতিশীল, অবাধ ও নির্ভুল করার জন্য লাইব্রেরী সফ্টওয়ার, একাউন্টস্ সফ্টওয়ার ও স্টোর সফ্টওয়ার ক্রয় করা হয়।

কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ

প্রকল্পের নাম: জিও-ইনফরমেশন ফর আরবান ডেভলপমেন্ট, বাংলাদেশ (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত)। ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পে ২০১৩-০২০১৪ অর্থ বৎসরে বরাদ্দ ছিল ১৩৮০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন ও অপরিকল্পিত নগরায়ন এর বিরুপ প্রভাব থেকে নিরাপদ ও দূর্যোগ সহিষ্ণু নগরাঞ্চল পরিকল্পনার মূল ধারায় ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্ত সম্পৃক্তকরন প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

২০১৩-০২০১৪ অর্থ বৎসরে প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যসমূহঃ

- বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন গভীরতায় ৭৮ টি ভূপ্রযুক্তিক কূপ খনন করা হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকা, বৃহত্তর ঢাকা শহর এর ১৫২৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ১:৫০,০০০ স্কেলের Geomorphic Map (Fig-23) এর চুড়ান্ত খসড়া প্রস্তুতকরন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে প্রকাশনার জন্য সম্পাদনার কাজ চলছে।

- প্রকল্প এলাকার ভূবৈজ্ঞানিক উপাত্তের সমন্বিত ডিজিটাল ভূতাত্ত্বিক তথ্যভান্ডার (GIS data base) তৈরীকরনের কাজ চলছে।
- ৩উ এওঝ পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভৌগোলিক অবস্থান গুলিকে চিহ্নিত করে একটি পদ্ধতির আওতায় এনে ডিজিটাল ভূতাত্ত্বিক তথ্য ভান্ডার (GIS data base) তৈরীকরণের কাজ চলছে।
- যে সমস্ত তথ্য গুলির ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করা ছিলনা, সেগুলিকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবস্থান চিহ্নিত করণের কাজ করা হচ্ছে।
- ০৩ টি স্থানীয় ট্রেনিং এবং ০৩টি আভ্যন্তরীন সেমিনার সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বহিরঙ্গন কাজের ভিত্তিতে ০২টি প্রতিবেদন এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের বহিরঙ্গন কর্মসূচির কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং Geomorphic Map অনুযায়ী ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গভীরতায় ভূপ্রযুক্তিক কূপ খনন এর স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।

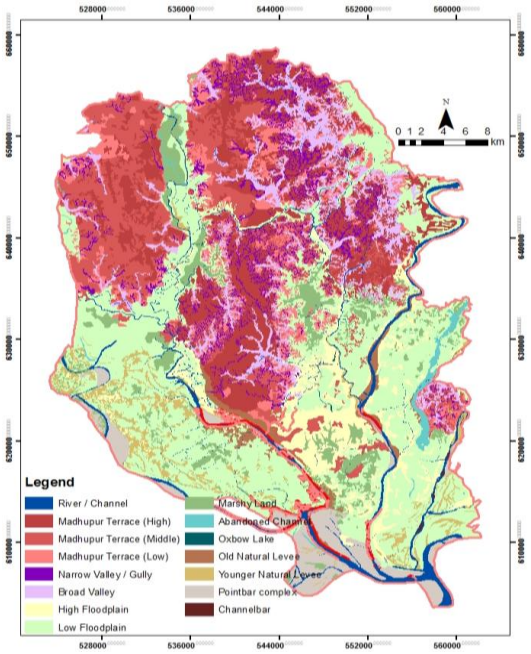

চিত্র-২৩: বৃহত্তর ঢাকা শহরের জিওমরফোলজিক্যাল মানচিত্র।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

Strengthening the research and exploration capabilities of the Geological Survey of Bangladesh (জানুয়ারি, ২০১০-জুন, ২০১৪) শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ১৫ জন কর্মকর্তা বর্তমানে মালয়েশিয়ার Kebangsaan বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ মাসের এমএস কোর্সে অংশগহণ করছেন।

অধিদপ্তরের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অন্যান্য কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

প্রশিক্ষণঃ

- ০৯.০৬.১৪ থেকে ১৯.০৬.১৪ পর্যন্ত Geophysical (Gravity & Magnetic) data Processing and interpretation software (Professional)-এর উপর জিএসবি'র মোট ০৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
- ০৯.০৬.১৪ থেকে ১২.০৬.১৪ পর্যন্ত রক ওয়ার লেভেল ৫ (সর্বোচ্চ লেভেল), লগ প্লট ও কুইক সার্ফ সফটওয়ারের উপর জিএসবি'র মোট ০৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বাস্তবায়িত বহিরঙ্গন কর্মসূচীঃ

- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে রাজস্ব প্রকল্পের আওতায় "যমুনা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের সংযোগস্থল থেকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদের সংযোগস্থল পর্যন্ত নদীবক্ষ ও নদী তীরস্থ বালুর মণিকতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ"।
- "প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট নিরূপণের জন্য নির্ধারিত মাদারীপুর-শরিয়তপুর-ফরিদপুর জেলাসমূহের শিবচর, জাজিরা এবং সদরপুর উপজেলাসমূহের ১ঃ৫০,০০০ স্কেলে ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন, আঞ্চলিক প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন এবং পদ্মা-মেঘনা নদীর গতিপথ পরিবর্তন সংক্রান্ত জরিপ"।
- পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলাদ্বয়ের ১ঃ ৫০,০০০ স্কেলে ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক ও প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন।

- পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান, লৌহজং এবং শ্রীনগর উপজেলাসমূহের ১ঃ ৫০,০০০ স্কেলে ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক ও প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন।
- পলেন এর স্ট্যান্ডার্ড নমুনা স্লাইড প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন অংশে (বিশেষভাবে বোটানিক্যাল ও বলধা গার্ডেন) বহিরংগন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- "গাজীপুর জেলাধীন টঙ্গী এলাকায় ভূপদার্থিক যন্ত্রপাতিসমূহের (অভিকর্ষীয়, চুম্বকীয়, ভূ-বৈদ্যুতিক) কার্যকারিতা পরীক্ষণ"।
- সাভার অঞ্চলে ভূ-প্রকৌশল ও ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন।

অন্যান্যঃ

- শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা পরীক্ষাগারে চলনবিল সন্নিহিত এলাকায় প্রাপ্ত ৩ টি ক্যালসাইট নুডুলস নমুনার থিন সেকশন প্রস্তুত এবং টেকনাফ হতে সংগৃহীত ৬টি পলল নমুনার কণা বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার বৈশিষ্ট নিরুপণের জন্য ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলা হতে সংগৃহীত ২২ টি বালি নমুনার কণা বিশ্লেষণ ও হাইড্রোমিটার টেস্টের কাজ চলছে। মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং-শ্রীনগর, সিরাজদিখান উপজেলা হতে সংগৃহীত ৩০টি বালি নমুনার কণা বিশ্লেষণের কাজ চলছে। যমুনা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের সংযোগস্থল হতে সংগৃহীত ৩০ টি বালি নমুনার কণা বিশ্লেষণ এর কাজ চলছে। যাদুঘরের নিয়োজিত কর্মচারীগণ স্বস্ব দায়িত্ব যথারীতি পালন করেন।
- মেসার্স সোনার বাংলা বাণিজ্যিক সংস্থা কর্তৃক আবেদনকৃত হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলাধীন ববনপুর মৌজায় ১.২৫ হেক্টর এলাকার সিলিকাবালু কোয়ারির বার্ষিক ইজারামূল্য নির্ধারণ ও প্রতিবেদন প্রদান।

বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা-২০০৪ অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৪ টি বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং ১০ টি আবাসিক প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ৬টি বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত ভূবৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনের তালিকাঃ

- দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর ও নবাবগঞ্জ উপজেলার চাকুপাড়া-মাসিদপুর এলাকায় বিস্তারিত অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় প্রোফাইলিং জরিপ এর উপর "Report on Detail Gravity and Magnetic Profiling Surveys in the Chakurpara-Masidpur Area of Dinajpur District, Bangladesh" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ণের কাজ শেষে কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করা হয়েছে।
- দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্রের Interpretation of Geophysical logs of Borehole CSE-18 in the Barapukuria Coal Mine Area of Parbatipur Upazila, Dinajpur District শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন শেষে কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করা হয়েছে।
- বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং এলাকাতে CSE-18 খননকূপে ০-২৪২ মিটার গভীরতা পর্যন্ত Sonic, Resistivity (Short and Long Normal, Single Point), Self Potential, Gamma, Temperature and Caliper logging কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে প্রাপ্ত লগিং উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন ।
- Interpretation of Geophysical Logs of Borehole CSE-18 in the Barapukuria Coal Basin of Parbatipur Upazila, Dinajpur District, Bangladesh শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়।
- Interpretation of Geophysical Logs of Borehole CSE-20 in the Barapukuria Coal Basin of Parbatipur Upazila, Dinajpur District, Bangladesh শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়।
- Interpretation of Geophysical Logs of Borehole GDH-64 in the Madarpur of Rangpur District, Bangladesh শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়।
- দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার চাকুরপাড়া-মাসিদপুর এলাকায় ধাতব খনিজ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভিত্তি শিলার গভীরতা নির্ণয়ের জন্য প্রতিসরণ ভূকম্পন জরিপ সম্পন্ন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করা হয়।
- "Interpretation of Geophysical logs of Bore hole GDH-68 in Hakimpur upazila of Dinajpur district, Bangladesh" শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়।
- নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলা এবং ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার মঞ্জুরীকৃত কোয়ারী হতে উত্তোলনকৃত সাদামাটির রয়্যালিটি নির্ধারণের প্রতিবেদন পেশ করা হয়।
- "বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং দূর্যোগপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Geology of the Coastal Parts of Barisal, Jhalokati, Pirojpur, Barguna and Patuakhali Districts, Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রস্তুতপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়।
- Report on the drill hole GDH-66/12 at Agair Village of Panchbibi Upazila, Joypurhat District, Bangladesh এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়।

- Report on of the White cay deposits of Dhobaura, Haluaghat Upazila of Mymensingh District;Durgapur of Netrokona District and Nalitabari, Jhenigati, Sreebordi Upazila of Sherpur District এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়।
- নবগঙ্গা নদীতে খনিজ কয়লার সন্ধান লাভ বিষয়ে সরেজমিন অনুসন্ধান প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়।
- মেসার্স সোনার বাংলা বাণিজ্যিক সংস্থা কর্তৃক আবেদনকৃত হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলাধীন ববানপুর মৌজায় ১.২৫ হেক্টর এলাকার সিলিকাবালু কোয়ারির বার্ষিক ইজারামূল্য নির্ধারণ শীর্ষক প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)ঃ

বিপিআই এর পরিচিতিঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। তৈল, গ্যাস ও খনিজ খাতের একটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা মূলতঃ গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত। তৈল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত পেশাজীবী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কাজ অত্র ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। বিপিআই এর কর্মকান্ড ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে।

বিপিআই এর কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

(১) তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।
(২) গবেষণা এবং কন্সালটেন্সির মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনসহ তৈল, গ্যাস ও খনিজ খাতে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাকে সহায়তা প্রদান, উক্ত খাতের অনুসন্ধান, সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা।
(৩) বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
(৪) তৈল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন। জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ করা। ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।
(৫) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা।

জনবল কাঠামোঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর সাংগঠনিক কাঠামো-তে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের ৩৫ জন (৮ জন কর্মকর্তা ও ২৭ জন কর্মচারী) কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অত্র প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৯টি পদ শূন্য রয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে ০১। Financial Management ০২। Pipeline Design, Engineering, Construction & System Analysis ০৩। Public Procurement Act, 2006 & PPR Course ৪। Project Management ০৫। Corrosion Control and Cathodic Protection ০৬। Office Management ০৭। Taxation and VAT Management ০৮। Human Resources Management & Good Governance ৯। Procurement Under Cash Foreign Exchange & Foreign Aid ১০। Manners and Etiquette ১১। Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas RMS, Pipeline and Network Analysis ১২। Audit Management and Budget Planning ১৩। Gas Metering and Pipeline Control System ১৪। Cathodic Protection ১৫। Human Resource Management ১৬। Supply chain & Project Management ১৭। Material Engineering Codes & Standards ১৮। Co-generation Technologies and Efficiency Improvement of Boilers Furnaces ১৯। Natural Gas Pipeline Welding & NDT ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২১টি কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত কোর্স সমূহের মাধ্যমে জ্বালানি সেক্টরের মোট ৫৪৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রমঃ

বিপিআই, পেট্রোবাংলা, বাপেক্স এবং জাপানের MOECO ও JGI এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ‘‘Joint Research for the Petroleum System Analysis in Surma Basin” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের ৪র্থ পর্যায় সমাপ্ত করেছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তৈল ও গ্যাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে বিপিআই পরিচালনার জন্য ৩,০০,৯৪,৮৫২/৩০ টাকার বাজেট গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত অর্থ বৎসরে বোর্ড কর্তৃক ১,৬১,০৯,৮০৬/- টাকার সংশোধিত বাজেট বিভাজন অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী বর্ণিত সময়ে সর্বমোট = ১,৫১,৯১,৪৯৮/৩১ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে বিপিআই প্রশিক্ষণ ফি বাবদ = ৭০,৩৮,৬৫১.০০ টাকা ও অডিটোরিয়াম ভাড়া বাবদ = ৩২,৫০০/- টাকাসহ মোট = ৭০,৭১,১৫১/- টাকা আয় করেছে। সরকারি রাজস্বখাতে = ১,১০,২৯.০০০/- টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। এছাড়া পেট্রোবাংলা হতে মোট = ৫০,০০,০০০/- টাকা, বিপিসি হতে = ১৫,০০,০০০/- টাকা অনুদান হিসাবে পাওয়া গেছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

"বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট সক্ষমতা সম্প্রসারণ" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প জানুয়ারি ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। কারিগরি দিক বিবেচনায় প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন আছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

বিপিআই সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য কর্মকর্ত/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিপিআই-এর নিজস্ব মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে বিপিআই এর ১জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

বিপিআই উত্তরা মডেল টাউনে নিজস্ব দপ্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে। বিপিআই-এর অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

পরিচিতি ঃ

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করাসহ তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরি সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ এ শেষ হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে নরওয়েজিয়ান সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে "Gas Transmission & Development Project" এর আওতায় 'Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)' প্রকল্পের দ্বিতীয় দফায় ৫(পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানের প্রেক্ষিতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে এর কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ এ শেষ হয় । হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে গত ২০০৮ সালে স্থায়ী কাঠামোতে রূপদান করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৪ থেকে রাজস্বখাতের আওতায় বর্তমানে স্থায়ী কাঠামো হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের একটি সংস্থা হিসেবে কাজ করেছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে শুরু থেকে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ, খসড়া কয়লানীতি চূড়ান্তকরণ বিষয়ে সভায় অংশগ্রহণসহ উৎপাদন বণ্টন চুক্তিসমূহ, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে।

কার্যাবলী ঃ

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তা নিম্নরূপঃ

- Mini Data Bank-এ দেশের গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণ;
- "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ (জানুয়ারি,২০১৪ সাল পর্যন্ত);
- মাসিক গ্যাস উৎপাদন এবং খাতওয়ারী মাসিক ব্যবহার সংক্রান্ত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে "Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন (২০০৯-১০,২০১০-১১,২০১১-১২,২০১২-২০১৩);
- জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএমসি) ও জয়েন্ট রিভিউ কমিটির (জেআরসি) সভাসমূহে অংশগ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রতিবেদন পেশ;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়কশক্তি (Technical arm) হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- গ্যাস সম্পদের মজুদ নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লিশন (Production & Depletion) সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যালোচনা ;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রদান;

জনবল কাঠামো ঃ

সংস্থা/প্রকল্প	অনুমোদিত পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট (ফেজ-২) প্রকল্প (*)	০৮ জন	০৫ জন	০৬ জন	০৮ জন	২৭ জন	০৫ জন	০২ জন	০৪ জন	০৮ জন	১৯ জন
হাইড্রোকার্বন ইউনিট (স্থায়ী কাঠামোর অধীনে)	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	০৮ জন (**)	২৬ জন	০৪ জন (প্রেষণ)	-	-	০৮ জন (**)	-

*** স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট (ফেজ-২) প্রকল্পটি ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ সালে সমাপ্ত হয়েছে।**
**** আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ ।**

২০১৩-১৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

- দেশীয় ২(দুই) জন পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Monthly Gas Reserve & Production এবং Annual Gas Production & consumption 2012-2013 চূড়ান্ত প্রতিবেদনসমূহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক পরার্শক প্রতিষ্ঠান M/S SOFRECO, France কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পেট্রোলিয়াম পরিশোধন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা সম্পকীয় ৪ (চার)টি প্রতিবেদন যেমন- Recommendation Report on Refinery, Marketing, Health Safety

Environment (HSE) and Policy & Regulations জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হয়েছে।

- খনি এবং খনিজ উন্নয়ন তথা দেশের কয়লা খনির কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কয়লা খাত উন্নয়ন কৌশল (পিটসহ), সিবিএম (CBM), ইউসিজি (UCG) এবং কঠিন শিলা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বিদ্যমান খনি আইন,নিয়ম-কানুন, বিধি/বিধান সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কারিগরি প্রতিবেদনসমূহ আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান M/S PricewaterhouseCoopers কর্তৃক প্রণয়নকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হয়েছে ঃ
    1. Coal Sector Development Strategy
    2. Review of the existing Mining Act, Rules and Regulations and Recommendations
    3. Review of the existing Mining operations of the Barapukuria Coal Mine and Recommendation on improvements
    4. Action Plan and Guidelines for development of CBM, UCG and Hard Rock Projects
    ৫. Mineral Resources Assessmenঃ
- Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DMT GmbH & Co. KG, Germany গত ০৯ জুন ২০১৩ তারিখ হতে কাজ শুরু করে। গত ১৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh (Final) প্রতিবেদনটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ (সংশোধিত)	জিওবি (বরাদ্দ) (সংশোধিত)	প্রকল্প সাহায্য (বরাদ্দ) (সংশোধিত)	মোট ব্যয়	জিওবি (ব্যয়)	প্রকল্প সাহায্য (ব্যয়)
২০১৩-১৪ (জুলাই - ডিসেম্বর,১৩ পর্যন্ত)	৯৭১.০০	৫৯৬.০০	৩৭৫.০০	৯৬৩.০০	৫৯৫.৮৬	৩৬৭.১৪

স্ট্রেংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট (ফেজ-২) প্রকল্পটি ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ সালে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পরে পুনরায় রাজস্ব খাতে জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৪৫.৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ	জিওবি (বরাদ্দ)	প্রকল্প সাহায্য (বরাদ্দ)	মোট ব্যয়	জিওবি (ব্যয়)	প্রকল্প সাহায্য (ব্যয়)
২০১৩-১৪ (জানুয়ারি- জুন, ১৪ পর্যন্ত)	৪৫.৭৬	৪৫.৭৬	-	৩১.২৫	৩১.২৫	-

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় অনুমোদিত জনবল নিয়োগ ও নিয়োগকৃত জনবলকে দেশে-বিদেশে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক সংস্থাটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সংস্থার উপর অর্পিত কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সমাধানের জন্য এটিকে উপমহাদেশের অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ভারতের আদলে একটি শক্তিশালী সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলা।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৩- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৩ এর SRO গত ২২ জুলাই, ২০১৩ তারিখে জারির প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)ঃ

বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য Benchmark Indicative Price নির্ধারণ ঃ

"বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতিমালা ২০০৮" অনুসারে কমিশন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য ফার্নেস অয়েল, দ্বৈত জ্বালানী (গ্যাস/ফার্নেস অয়েল) এবং গ্যাস ও কয়লা ভিত্তিক (আমদানিকৃত ও স্থানীয়) বিদ্যুৎ উৎপাদনের Benchmark Indicative Price নির্ধারণ করে ২১ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে বিইআরসি আদেশ নং-২০১০/০৫ জারি করেছে। এছাড়াও ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে জারিকৃত বিইআরসি আদেশ নং-২০১৩/০১ এর মাধ্যমে উক্ত নীতিমালায় বর্ণিত গ্যাস ভিত্তিক বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য Benchmark Indicative Price নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পূর্বে বিনিয়োগকারীগণ যাতে ট্যারিফ সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা নিতে পারে এবং বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থাগুলো যেন এসব বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থা থেকে নির্বিঘ্নে বিদ্যুৎ ক্রয় করতে পারে সে উদ্দেশ্যে Benchmark Indicative Price নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বান্ধব পদক্ষেপ যা দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের সাহায্য করবে এবং আমাদের দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন ঃ

বিইআরসি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধি করে বাল্ক পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যের ৫.১৭% পরিমাণ টাকা দ্বারা কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ থেকে কার্যকর করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর জন্য 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করেছে। ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে উক্ত ফান্ডে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ১,৮৩৬.০০ কোটি টাকা।

উল্লিখিত ফান্ড একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উক্ত আদেশের অনুবৃত্তিক্রমে ফান্ডে সঞ্চিত অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের জন্য কমিশন কর্তৃক ১২ জুলাই, ২০১২ তারিখে 'বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স, ২০১২' জারি করা হয়েছে।

উক্ত গাইডলাইন্স অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলীর আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও Balancing Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE), গ্যাস ভিত্তিক পুরাতন প্ল্যান্টের স্থলে নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন, Least Cost ভিত্তিতে দ্রুত বিদ্যুৎ জেনারেশন বৃদ্ধি এবং গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন দক্ষ জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য উক্ত ফান্ডের অর্থ ব্যবহার করা যাবে। এ ফান্ডে সঞ্চিত অর্থ সরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বর্তমান বিদ্যুৎ ঘাটতিজনিত অবস্থার দৃশ্যমান পরিবর্তন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহক শ্রেণির স্ল্যাব (Slab) পুনর্বিন্যাসঃ

বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) এবং খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি করে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে জারিকৃত বিইআরসি আদেশ নং-২০১২/১০ মূলে কমিশন বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহক শ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান তিনটি স্ল্যাবের পরিবতর্তে ছয়টি স্ল্যাব প্রবর্তন করেছে। সে সাথে কমিশন আবাসিক শ্রেণির সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্ল্যাব/স্ল্যাবসমূহের মূল্যহারের সুবিধা প্রযোজ্য করেছে। কমিশনের এ পদক্ষেপের ফলে গ্রাহকের বিল বৃদ্ধির হার সহনীয় রাখা সম্ভব হবে।

"এনার্জি সাপোর্ট ফান্ড" গঠনের প্রস্তাব ঃ

বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) এবং খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি করে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে জারিকৃত বিইআরসি আদেশ নং-২০১২/১০ মূলে কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে যে সকল সংস্থা গ্রাহক মিশ্রণ ও গ্রাহক ঘনত্বের সুবিধার কারণে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে জ্বালানী ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে তার কিয়দাংশ এবং সরকার এখাতের জন্য যে ভর্তুকি প্রদান করে তার কিয়দাংশ নিয়ে "এনার্জি সাপোর্ট ফান্ড" সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ যাতে ২০২০ এ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী দক্ষ সিস্টেমের ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে তার জন্য প্রস্তাবিত ফান্ড গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও সঞ্চিত অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে ভর্তুকি হ্রাস করার একটি গ্রহণযোগ্য মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করবে।

বিদ্যুতের গ্রীড কোড প্রণয়নঃ

বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংক্রান্ত সেবাপ্রদানকারী সংস্থার মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীডকোড অপরিহার্য। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২২ (চ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন "ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড, ২০১২ প্রণয়ন করেছে। উক্ত গ্রীড কোডে বর্ণিত বিধি বিধান (Provision) বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ/বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ এর

নিকট প্রণীত গ্রীড কোডের কপি প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ক্রস বর্ডার বিদ্যুৎ আমদানি ও রপ্তানিসহ বিদ্যুৎ সঞ্চালনের মানদন্ড ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সহায়ক হবে।

বিদ্যুৎ বিতরণ কোডঃ

বিদ্যুৎ বিতরণ কাজে নিয়োজিত সেবাপ্রদানকারী সংস্থার মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ কোড অপরিহার্য। দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন খসড়া বিদ্যুৎ বিতরণ কোড প্রণয়ন করেছে। টেকনিক্যাল কনফারেন্স সম্পন্ন হয়েছে এটি বর্তমানে জারির অপেক্ষায় রয়েছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) এর রেয়াতি সুবিধা বণ্টনের পদ্ধতি প্রনয়ণঃ

২০০৮ সাল থেকে বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহারে কমিশন কর্তৃক পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা বাবদ সচ্ছল পবিসসমূহের নিকট থেকে রেয়াতি মূল্যহার বাবদ অর্থ গ্রহণ এবং প্রাপ্ত অর্থ অ-সচ্ছল পবিসসমূহের মধ্যে বণ্টনের লক্ষ্যে কমিশন পদ্ধতি প্রনয়ন করেছে।

উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত মানদন্ড মোতাবেক পবিবো সচ্ছল পবিসসমূহের নিকট থেকে রেয়াতি মূল্যহার বাবদ অর্থ গ্রহণ করবে এবং তা অস্বচ্ছল পবিসসমূহের মধ্যে বণ্টন করবে। একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মাধ্যমে রেয়াতি মূল্যহার বাবদ অর্থ গ্রহণ এবং বণ্টনের ফলে পবিবোকে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা বাস্তবায়নে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স মঞ্জুরঃ

কমিশন এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারিখাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১,৫৩৬ টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স ইস্যু করেছে।

ট্যারিফ পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব নিষ্পত্তিঃ

বিগত পাঁচ বছরে কমিশন কর্তৃক গণ-শুনানির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর ০৪ (চার) টি পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এর ০২ (দুই) টি করে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত সময়কালে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনের সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ করে পেট্রোবাংলা এর ০১ (এক) টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানি প্রদানের মাধ্যমে পেট্রোবাংলা এর সিএনজি এর মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং মাদার-ডটার পদ্ধতিতে সিএনজি স্টেশন পরিচালনার জন্য সিএনজি এর ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনঃ

পেট্রোবাংলা এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের গড় মূল্যহার ১১.২২% বৃদ্ধি করে ৩০ জুলাই, ২০০৯ তারিখে জারিকৃত বিইআরসি আদেশ নং-২০০৯/০৮ এর মাধ্যমে ০১ আগস্ট, ২০০৯ থেকে কার্যকর করে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে উক্ত তহবিলে ২,৯৫৭.০০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা অনুযায়ী গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র দেশীয় কোম্পানির গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে দেশীয় কোম্পানিসমূহ উৎসাহিত ও বিকশিত হবে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এ তহবিল সঞ্চিত অর্থ গ্যাস খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি সহ বর্তমান গ্যাস ঘাটতি জনিত অবস্থার দৃশ্যমান পরিবর্তন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এনার্জি অডিট কার্যক্রমঃ

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিরূপণ করা হয়ে থাকে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথা গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব বলে প্রতীয়মান। এলক্ষ্যে কমিশন এনার্জি অডিট কার্যক্রম শুরু করেছে। ইউএসএআইডি কর্তৃক নিয়োজিত কমিশনের বৈদেশিক পরামর্শক এর সহায়তায় কমিশন পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে টঙ্গী ৮০ মে:ও: গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এনার্জি অডিট ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে।

Uniform System of Accounts প্রবর্তনঃ

ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে একই মানদন্ডে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরীর জন্য Uniform System of Accounts প্রবর্তনের উদ্যোগ কমিশন গ্রহণ করেছে। কমিশন পাইলট স্কিম হিসেবে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড-এ এটি চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বিষয়টির আশানুরূপ অগ্রগতি হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক জানুয়ারি, ২০০৯, হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ৮৭টি কমিশন সভা, ২০টি গণ-শুনানী এবং ৩০টি উন্মুক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ।

বিইআরসিকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য কমিশন কর্তৃক এর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণকে আরও অর্থবহ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি সুষম প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের উদ্যোগে এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গত ৯-১০ মে, ২০১২ তারিখে ঢাকা প্যান প্যাসিফিক হোটেল সোনারগাঁও-এ "Energy Security and Regional Cooperation: Role of Regulators" শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৬-২৮ জুন, ২০১২ তারিখে USAID কর্তৃক আয়োজিত "The Regulatory Role and Promoting Cross Border Energy Trade" শীর্ষক কর্মসূচিতে বিইআরসি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং এনার্জি সেক্টরে BERC-এর কার্যকর ভূমিকা তুলে ধরে যা অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের নিকট প্রশংসিত হয়।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)ঃ

ক্রমিক নং	বর্তমান সরকারের অর্জন
১	খনিজ সম্পদ আহরণ, উত্তোলনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে 'খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে।
২	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর জনবল ০৮টি পদ হতে বৃদ্ধি করে মহাপরিচালকের পদসহ ৩৮টি পদে উন্নীত করা হয়েছে অর্থাৎ ৩০টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
৩	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর নবসৃষ্ট পদসহ সকল পদের জন্য নতুনভাবে নিয়োগ বিধি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক ০৬টি অনুসন্ধান লাইসেন্স (পিট অনুসন্ধানের জন্য ০৩টি ও খনিজ বালু অনুসন্ধানের জন্য ০৩টি), ৩৩টি সাধারণ পাথর কোয়ারী ইজারা মঞ্জুর/নবায়ন এবং ০১টি সাদামাটি কোয়ারী ইজারা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৫	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১৪ পর্যন্ত মোট আয় হয়েছে ১০৩.৮২ কোটি টাকা (আয়ের মোট লক্ষমাত্রা ছিল ৯৮.৫০ কোটি টাকা)।

গত পাঁচ বছরের খাত ভিত্তিক অর্জনের তথ্য

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

খাত	খাতের বিবরণ	অর্থ বছর ২০০৯-২০১০	অর্থ বছর ২০১০-২০১১	অর্থ বছর ২০১১-২০১২	অর্থ বছর ২০১২-২০১৩	অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
১৭০১	খনি ও খনিজ দ্রব্যের রয়্যালিটি	২৩৭০৫৯	১৭৫১২১	৩২০২৪৩	২৯৩৭৮৬	৪৫৪৭৪১
২৬৮০	বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি (আবেদন ফি, বাৎসরিক ফি, বিলম্ব ফি ইত্যাদি)	১২২৭৯	৭৩১৬	৭৩৯৪	১৫৬২৬	১৭৭৩৭
	মোট ঃ	২৪৯৩৩৮	১৮২৪৩৭	৩২৭৬৩৭	৩০৯৪১২	৪৭২৪৭৮

বিস্ফোরক পরিদপ্তরর

বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় পদার্থ, উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপ লাইন, সিলিন্ডার, এবং গ্যাসাধার সংক্রান্ত সৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা ও প্রভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সৃজিত বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্নাঙ্গ দপ্তর।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর। এই দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ ইহার আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ দেশের বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং বরিশালে আছে। বিস্ফোরক পরিদর্শক প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান।

উদ্দেশ্যঃ

বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণই বিস্ফোরক পরিদপ্তরের উদ্দেশ্য।

কার্যাবলীঃ

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আইনসমূহের প্রয়োগের দায়িত্ব এই দপ্তরের উপর অর্পন করা হইয়াছেঃ

(১) বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪	
(২) বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪	
(৩) গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১	
(৪) গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫	১ এর আওতায় প্রণীত
(৫) এলপি গ্যাস বিধিমালা, ২০০৪	
(৬) সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫	
(৭) পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪	
(৮) পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭	
(৯) কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩	৭ এর আওতায় প্রণীত
(১০) প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১	

অধিকন্তু, এই দপ্তর ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান এবং ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান করে।

কাজের বর্ণনাঃ

(১) বিস্ফোরক প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, খালি বা ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স/পারমিট/অনাপত্তিপত্র মঞ্জুর।

(২) লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ প্লান অনুমোদন, বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিযাম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিযাম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি অনুমোদন প্রদান।

(৩) বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিযাম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিযাম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্ল্যান্টের লাইসেন্স প্রদান।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পথ নকশা অনুমোদন এবং নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান।

(৫) সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্র, পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ এবং সিলিন্ডার পরীক্ষণের অনুমোদনকরণ;

(৬) সমুদ্রগামী জাহাজের পেট্রোলিয়াম পরিবাহী ট্যাংকসমূহে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগীতা যাচাই করণার্থে গ্যাস ফ্রি পরীক্ষণ করিয়া সনদ প্রদান।

(৭) অত্র দপ্তর প্রশাসিত বিধিমালার আওতাভূক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান।

(৮) মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক প্রেরিত কোন বোমা/বিস্ফোরক জাতীয় আলামত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

বিস্ফোরকঃ পেট্রোলিয়াম গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য এদেশে ৩০ মেট্রিক টন ইমুলেক্স ডেটোনেটর; ৩৫ মেট্রিক টন বিস্ফোরক (পাওয়ারজেল); ১,৮০,০০০ মিটার ডেটোনেটিং ফিউজ; ৯৮,৮৬০ পিস ইলেকট্রিক ডেটোনেটর; ২০০ পিস বুস্টার; ৩,০০০ পিস ডেটোনেটিং কর্ড আমদানির লাইসেন্স/পারমিট মঞ্জুর, বিস্ফোরক মজুদের জন্য ৬টি, বিস্ফোরক আমদানির জন্য ৬টি এবং বিস্ফোরক পরিবহনের জন্য ৭টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস সিলিন্ডার, সিএনজি, এলপিজি, গ্যাসাধারঃ ২,০২,৩৫৮টি সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স ১০৮টি, ৩৫টি গ্যাসাধার আমদানির পারমিট প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম ও প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থঃ বাণিজ্যিকভাবে ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য ২,৫৩৮টি পেট্রোলিয়ামভুক্ত প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থের অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপ লাইন ঃ পেট্রোবাংলা ও তার আওতাধীন গ্যাস কোম্পানির বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও ব্যাসের উচ্চ চাপ সম্পন্ন পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে ৫১টি পাইপ লাইনের চাপ সহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ করা হয়েছে ও উক্ত পাইপ লাইনে গ্যাস পরিবহনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

বোমা জাতীয় আলামত পরীক্ষণঃ বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮ ও দ্রুত বিচার আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিস্পত্তিকরণে পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত আলামত পরীক্ষণ করে ৮২৫টি বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া ২০১০ সাল থেকে পেট্রোলিয়াম আইটেমসমূহের বিভিন্ন লাইসেন্সের ফি বৃদ্ধি এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন আইটেমের ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় অত্র দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসেব প্রদত্ত হলঃ

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	১,৮০,২১,০০০/-	১,০৬,৬৯,০০০/-
২০১০-২০১১	২,৯৫,৩৫,০০০/-	১,১০,০৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,৬৩,৮৫,০০০/-	৯৮,০১,০০০/-
২০১২-২০১৩	৪,০১,২১,০০০/-	১,০৮,১৮,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৪,১৫,২৯,০০০/-	১,৪৭,৫৪,০০০/-

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

(১) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার সময় সময় আপডেটের ব্যবস্থা করা।
(২) আইসিটি পেশাজীবী দ্বারা সজ্জিত আইসিটি সেল স্থাপন। এ সেলের জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন করা এবং সংশ্লিষ্ট পদকে কারিগরি পদ হিসেবে চিহ্নিতকরণ।
(৩) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় দাপ্তরিকভাবে সেবাগ্রহীতাদের সেবাদানের পাশাপাশি দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ই-সেবা/ অনলাইন সেবা পদ্ধতির উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।